ছাঁচের আড়ালে পা ছড়াইয়া বসিয়া অবিচলিত চিত্তে বই পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। বিস্ময়-কুণ্ঠিত মাঝি সবিনয়ে বলিল, "ছইয়ের ভেতর জায়গা আছে, মা।"

"থাকুক্, ঐ ভদ্রলোকটি বসবেন"। এই বলিয়া নমিতা পুস্তকের উপরই দৃষ্টি স্থির-বদ্ধ রাখিল।

ছোট ছোট ছেলেগুলি তখন ছইয়ের ভিতর মনোমত জায়গার জন্য মারামারি পিটা-পিটী জুড়িয়া দিয়াছিল। তাহাদের থামান ও ধমক দেওয়ার গোলমালে বাতিব্যস্ত মহিলাদ্বয় চাহিয়া দেখেন নাই যে, বাহিরে কি হইতেছে। সুতরাং, নমিতা বাহিরে বসায় তাঁহারা কিছুই বলিলেন না। অরুণবাবু নৌকায় উঠিয়া নমিতার শেষ কথার উত্তরে নিজের ভদ্রতা-প্রকাশ অবশ্য-কর্ত্তব্য বুঝিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হলেই বা!—আপ্‌নিও ভেতরে বসতে পারেন।"

পুস্তকের উপর হইতে মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টি তুলিয়া নমিতা বলিল, "ধন্যবাদ! কিন্তু নিষ্প্রয়োজন।"

বুদ্ধিমান্ অরুণবাবু বুঝিলেন না যে, নিষ্প্রয়োজনেরও মূলে কিছু না কিছু প্রয়োজন বিদ্যমান থাকে। নমিতা তাঁহাদেরই কঠোর কটাক্ষাঘাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ছইয়ের বাহিরে নির্জ্জনে বই লইয়া বসিয়াছে। কিন্তু নমিতা উদাসীন হইয়া বসিলেও উৎসাহী অরুণবাবু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। কারণ, নমিতার বাক্য ও ব্যবহার তাঁহার মনকে কৌতূহলে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল এবং, নিজের পূর্ব্বকৃত ব্যবহারগুলি যদিও তাঁহার চিত্তকে কিছু মাত্র লজ্জিত বা অনুতপ্ত করিয়া না তুলুক্, তথাপি অরুণবাবু বিশিষ্ট ভদ্রতা দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে দুই চারিটা সুন্দর সুকোমল কৈফিয়ৎ দিয়া—শিষ্টাচার বাঁচাইয়া নমিতার পরিচয়টি জানিয়া লইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। অরুণবাবু মাতার সহিত, ভ্রাতৃজায়ার সহিত এ-দিক্ ও-দিক গল্প জুড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে অধ্যয়নরতা নমিতার একাগ্র পাঠের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইল না। অরুণবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। আলাপ জমাইবার কোন কিছু উপকরণ খুঁজিয়া না পাইয়া হঠাৎ উৎসুকভাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আপ্‌নার হাতে ওখানা কি বই? বাইবেল?"

প্রশান্ত দৃষ্টি তুলিয়া নমিতা উত্তর দিল, "না।"

অ। তবে কি বই?—

ন। একখানা চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় বই।

অ। আপনি কোথাকার মিশনে কাজ করেন?

ন। মিশনে আমি কাজ করি না।

অ। তবে?

"হাঁসপাতালে আমি কাজ করি।"—এই বলিয়া নমিতা পুস্তকে পুনশ্চ দৃষ্টি নত করিল।

অধিকতর ঔৎসুক্যের সহিত অরুণবাবু বলিলেন, "কোথাকার হাঁসপাতালে আপনি কাজ করেন? এখানকার গবর্ণমেণ্ট হাঁসপাতালে?"

পুস্তকের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়াই নমিতা উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

অরুণবাবু তথাপি থামিলেন না; বলিলেন, "আপনি কি লেডী ডাক্তার?"

নমিতা বিরক্ত হইয়া উঠিল। এখানকার হাঁসপাতালে একমাত্র মিস্ স্মিথ্ ভিন্ন অন্য মহিলা-ডাক্তার আর কেহ নাই, ইহা সকলেই জানেন; কিন্তু ভদ্রলোকটির বিশেষজ্ঞতার মাত্রা বোধ হয় সকলের উর্দ্ধে, তাই অনাবশ্যক বাক্যালাপের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কাষ্ঠ ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া নমিতা নতবদনে উত্তর দিল, "আজ্ঞে না; আমি নার্শ।"

"আপনি নার্শ। অ!"—সোৎসুকে অরুণবাবু

বলিলেন, "আচ্ছা মিসেস্ দত্তও ওইখানে কাজ করেন না ? তাঁকে জানেন ? তিনিও নার্স নয় ?"

নমিতা সংক্ষেপে উত্তর দিল, "হুঁ।"

অরুণ। তাঁর সঙ্গে আপ্‌নার আলাপ আছে নিশ্চয় !—একসঙ্গে যখন আপ্‌নারা কাজ করেন, তখন তাঁকে অবশ্যই আপ্‌নি ভাল রকম চেনেন ? মিসেস্ দত্তের সঙ্গে আপনার অবশ্যই খুব ভাব-সাব আছে ?

নমিতার ধৈর্য্য অসংবরণীয় হইয়া উঠিল। সে ভাবিল—ভদ্রলোকটি কি ভুলিয়া গিয়াছেন, নমিতা তাঁহার পক্ষে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতা স্ত্রীলোক। শুধু তাহাই নহে, নমিতা তাঁহার সহিত অনাবশ্যক বাক্যালাপেও ত একান্ত অনিচ্ছুক ; তথাপি তিনি নিদারুণ আগ্রহে উপর্য্যুপরি প্রশ্ন-বর্ষণ করিয়া তাহাকে বিড়ম্বিতা করিতে উদ্যত হইয়াছেন ! মিসেস্ দত্ত তাহার পরিচিতা, এই সামান্য সূত্রটুকু অবলম্বন করিয়া তিনি কেন এত অনাবশ্যক জোরের সহিত 'অবশ্যই' 'নিশ্চয়ই' ছড়াইতেছেন ? আর দত্তজায়ার কথা লইয়াই বা এরূপভাবে আলোচনা করার উদ্দেশ্য তাঁহার কি ?

পরক্ষণেই নমিতার মনে হইল—না, সেই বোধ হয়, বুঝিতে ভুল করিয়াছে। ভদ্রলোকটির কৌতূহলের মধ্যে হয় ত দূষণীয় ভাব কিছুই নাই ; নমিতাই মিছামিছি সেটাকে বক্র প্যাঁচে ঘুরাইয়া অনর্থক নিজে অসহিষ্ণু হইয়া অন্যায় করিতেছে।

পুস্তকের উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া ভাল করিয়া স্বভাবসিদ্ধ শান্ত কোমল কণ্ঠে নমিতা বলিল, "কার্য্য-সম্পর্কে যতটা সম্ভব, ততটুকু আলাপ অবশ্য আছে। আপ্‌নারা মিসেস্ দত্তকে চেনেন ?"

"চিনি না বটে ; তবে তাঁর সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানি-তিনি বিলক্ষণ !" এই বলিয়া গূঢ়-বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সকৌতুকে অরুণবাবু পুনশ্চ বলিলেন, "আচ্ছা বলুন দেখি, তাঁর প্রকৃতিটা কেমন ? তিনি কি রকম ধাতের লোক ?"

উৎকট বিদ্রোভাক্তির তপ্ত হল্‌কা যেন নমিতার মুখের উপর ঝাপ্‌টা মারিল ! নমিতার ইচ্ছা হইল, একগাছা চাবুক লইয়া সে নিজের পৃষ্ঠে বসাইয়া দেয়। কি মূর্খ, কি নির্ব্বোধ সে !—ধিক্ ! ভদ্রলোকটির এতক্ষণের ব্যবহারেও তাঁহার অযাচিত আগ্রহ-ঔৎসুক্যের মর্ম্ম সে ঠাহর করিতে পারে নাই ! ইহার জন্য কাহার উপর সে রাগ করিবে ? ক্রোধের পাত্র,অপরাধের অপরাধী সে নিজের কাছে-নিজেই। দত্তজায়াকে শুধু উপহাস-দ্বারা অপমান করা নয় ;—এ শুধু নমিতার নির্ব্বুদ্ধিতাকে ধিক্কারের গঞ্জনা দিয়া ইহাদের নির্ভীক ব্যবহারিক বুদ্ধি-বিজ্ঞতার নিরঙ্কুশ পরিচয়-প্রকটন ! কিন্তু না—না—এই সব ব্যাপারকে অন্যায় আগ্রহের বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না ;—এইগুলাই ত আসল শিখিবার জিনিস। এই সব অপমান-লাঞ্ছনার প্রতিকূলে নহে, অনুকূলে। নিজেকে আঘাত করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতায় জাগ্রৎ করিয়া তোলা অবশ্যকর্ত্তব্য !

নমিতা পুস্তকের উপর দৃষ্টি ফিরাইয়া ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা কোর্বেন, অনধিকার-চর্চ্চা সকলের পক্ষেই অনুচিত।"

আরও অনেকগুলি কথা তাহার বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ধৈর্য্যে ও শিষ্টাচারে পাছে বাধিয়া যায় বলিয়া সেগুলা বলা হইল না। মনের মধ্যে সেগুলা চাপা দিয়া, পুস্তকের উপর দৃষ্টি-স্থাপন করিয়া ক্ষুব্ধ-বিষণ্ণ-চিত্তে নমিতা ভাবিতে লাগিল, নিজের কথা, দত্তজায়ার কথা, আর এই চশ্‌মা-নিদর্শনে শিক্ষা-সভ্যতাভিমানী যুবকটির কথা !

হায় শিক্ষা ! হায় সভ্যতা ! তোমরা মানুষকে কি শিখাইতেছ ? শুধু ক্রূর দম্ভ, শুধু হৃদয়হীন অহঙ্কার ! ধিক্, শত ধিক্ তোমায় ! তোমারই স্পর্শে না মানুষ

মানুষ হইয়া উঠিবে, তোমারই আলোকে না মানুষ মানুষের দুর্ব্বলতার গ্লানি-কলঙ্কে বেদনার অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে! তোমারই চেতনায় না মানুষ মনুষ্যত্ব-গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর জ্ঞানে, শ্রেয়ত্বের সাধনা শিখিবে! কিন্তু তুমি করিতেছ কি? তোমার বাহ্য গৌরবের প্রাণহীন খোলসে আবৃত করিয়া, মানুষকে মানুষের জন্য সমবেদনা অনুভবের শক্তি হইতে বঞ্চিত করিতেছ! মানুষকে শিখাইতেছ, শুধু কুটিল স্বার্থপরতার ছল খুঁজিয়া ছিদ্রপথে ব্যঙ্গ কৌতুকের নিষ্ঠুর শেলাঘাত-বর্ষণ করিতে! শিক্ষিত মানুষ মানুষের নির্লজ্জতায়, দুর্ব্বলতা-সৃষ্ট কলঙ্ককুৎসায় নিজের অপমান-বেদনা অনুভব করিতে ভুলিয়া যাইতেছে! মানুষ মানুষের জন্য অনুভব করিতে শিখিয়াছে, শুধু ঈর্ষা, শুধু বিদ্বেষ, শুধু ঘৃণা! মানুষ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া মানুষের ত্রুটিকে সংশোধন করিতে চাহে না;—চাহে শুধু অমঙ্গলের মুখ চাহিয়া মানুষকে দংশন করিয়া নিজের হিংসা-বৃত্তি পরিতৃপ্ত করিতে!

(ক্রমশঃ)

শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া।

ভাই-বোন্।

বিধাতার তনয় তনয়া আমরা যে ভাই বোন্ সবে!
পবিত্র এ প্রেমের বন্ধনে কেন হায়,দ্বিধা লজ্জা রবে?
ভাই আজ বোনের মুখেতে চাহে না ক স্নেহের নয়নে,
বোনেরও তো ভায়েরে হেরিলে ভ্রাতৃভাব
আসে না-ক প্রাণে!
ভাই সবে অগ্রসর হয়, দৃঢ়পদে সংসারের কাজে,
বোন্ সে তো শকতি-রহিতা, পড়ে থাকে
অন্ধগেহ মাঝে!
উপহাসে আরক্ত বদন, অপমানে বিঁধিছে হৃদয়!
তবু আহা! প্রাণ ঢালি বলে, "সংসারেতে
লও ভাই জয়!"
ভাই যবে বিষম দুর্দ্দিনে কহে,—"প্রভো!
দাও বরাভয়!"
কে তাহারে যোগায় শকতি?—আশাবাণী
কানে কানে কয়?—
সে যে বোন্! অন্ধ ভ্রাতৃগণ চাহে না ক ফিরায়ে নয়ন!
হাসি দিয়া ব্যথা নিজ ঢাকি,নারী করে শান্তি বরষণ!
দুর্দ্দিনের দুঃখ-ঝড় থামে; বহে বায়ু শান্ত সুমধুর;
অবহেলে ফেলে যায় ভাই! নারী গাহে
বিষাদের সুর!
হায়! এই নিদারুণ বাধা, এ প্রভেদ আকাশ-পাতাল
অন্ধকার বঙ্গভূমি ছেয়ে রহিবে যে আর কত কাল!
কবে সে যে আসিবে সময়,ভাই-বোন পরস্পরে ধরি
নির্ভয়েতে চলে যাবে সবে,বিধাতার বাণী হৃদে বরি?—
বিপদেতে টলিবে না হৃদি,বিষাদেতে হ'বে না মলিন,
সুখে দুখে শোকে চিরকাল ভাই-বোন
এক-প্রাণে লীন!

শ্রীঅমিয়া গুপ্তা।

উদ্বোধন !

শুনেছি পুরাণ-যুগে দনুজের রণে
হয়ে হতমান,
পূজিতেন মাতৃ-শক্তি মিলি দেবগণে
সঁপি সারা প্রাণ ;
একদিন শুভক্ষণে মায়ের মন্দিরে
উঠিত জাগিয়া
ভক্তের আকুল-কণ্ঠ সিক্ত আঁখি-নীরে
কি যে আহ্বানিয়া !
জননী দিতেন দেখা বরাভয়া-বেশে
সর্ব্ব দৈত্য নাশি' ;
বিজয়-গৌরব-দীপ্তি নিমেষে নিমেষে
উঠিত উচ্ছ্বাসি' !
এ নহে কবির গাথা—অলীক স্বপন—
চপলা বিশ্বাস !—
এ যে ওগো, জগতের রীতি চিরন্তন
ধ্রুব অবিনাশ !

অন্তরে বাহিরে আজি লইতে তাহার
সত্তা-পরিচয়,
বুঝি ওরে ভাগ্য-হীন সোদর আমার,
এসেছে সময় !
[illegible] অবিরাম ঘাত-প্রতিঘাত
ঝঞ্ঝা প্রভঞ্জন,—
মর্ম্মঘাতী পরাজয়—অশনি-সম্পাত—
দলিত চরণ !
দুর্দিনে আশা সাধ—শূন্য ভবিষ্যৎ
[illegible] আঁধার ;—
[illegible] অবসাদ হায়, নাগপাশ মত
বেষ্টি অনিবার !

যদি আজ মুক্তি চাস্ ওরে মুগ্ধ দীন
ভারত সন্তান,
আয় তবে ছুটে আয় প্রভাত নবীন
করিছে আহ্বান !

এ প্রভাতে হবে আজি মাতৃ-শকতির
মহা উদ্বোধন,—
সকল দৌর্ব্বল্য দলি লভিতে গভীর
অমৃত-জীবন !
মোহের প্রাচীর তুলি লূতাতন্তুজালে
বাঁধি আপনারে,
রহিস্ না পড়ি আর বুঝি নিত্য ভালে
অন্ধ কারাগারে !
উদ্ভাসিত দশদিক্—উদ্ভাসিত হোক্
সুপ্ত হৃদিতল,—
ভুলে যা রে অতীতের দুঃখ-দৈন্য-শোক
তপ্ত আঁখি-জল !
মাতৃ-পদ-কোকনদে করি জীবনের
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান,
আজি তোরে পেতে হবে জাগ্রত বিশ্বের
মাঝখানে স্থান !

ভারতের মাতৃ-শক্তি অয়ি বরাভয়ে
সুপ্তে কুণ্ডলিনি !
জাগ তুমি জাগ আজি সারা বক্ষে লয়ে
সুধা-সঞ্জীবনী !
তোমার পবিত্র স্পর্শ—কল্যাণ-প্রেরণা—
জননী, আবার,
ধর্ম্মে কর্ম্মে অনুষ্ঠানে নূতন চেতনা
করুক্ সঞ্চার !

প্রাণ-হীনে প্রাণ দা'ক্—জ্ঞানহীনে জ্ঞান—
　　বলহীনে বল—
সোনার ভারত হ'তে হোক অবসান
　　সর্ব্ব অমঙ্গল !

অক্ষম সন্তানে রক্ষ—রক্ষ আজি ক'রে
　　সন্তানপালিনি !—
গা'বে ভক্ত যুগে যুগে আনন্দে গৌরবে
　　বিজয়-কাহিনী !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

গান ও স্বরলিপি।

গান।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

(১) প্রাণে প্রাণে মিলে আয় রে সকলে
(২) 　　গড়িব ভুবন নূতন করে।
(৩) বিরাগ ভুলায়ে, প্রীতিতে মিলায়ে
(৪) 　　গড়িব ভুবন নূতন করে।
(৫) বিদ্বেষ-অনল নিভায়ে যতনে,
(৬) পূত শান্তিবারি ছড়াইয়ে মনে,
(৭) আশা-দীপ জ্বালি নিরাশ জীবনে
(৮) 　　গড়িব ভুবন নূতন করে।

(৯) কন্যা আমরা, সেবাধর্ম্ম মানি,
(১০) স্নেহ-প্রীতিময়ী আমরা ভগিনী,
(১১) জননী আমরা, শক্তি-রূপিণী
(১২) 　　গড়িব ভুবন নূতন করে।
(১৩) জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যে সাজিব আপনি,
(১৪) সাজাইব দেশ, সাজা'ব ধরণী,
(১৫) সহায় মোদের বিশ্ব-জননী,
(১৬) 　　সাজা'ব ভুবন নূতন করে।

শ্রী জ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষ।

(স্বরলিপি)

আস্থায়ী।

　২´　　　　　　৩　　　　　　০　　　　　১
II সা সা সা | গা –গা গা | মা মা মা | পা –পা ধা I
(১) প্রা ণে প্রা ণে মি লে আ য় রে স ক লে

২´ ৩ ০ ১
I সা´ —সা´ ণা | ধা —ধা মা | পা´ —ধা মা | গা —গা —গা I
(২) গ ড়ি ব হু ব ন ন ০ ত ন ক রে

১´ ৩ ০ ১
I না না না | না —না না | সা´ সা´ সা´ | পা —পা ধা I
(৩) বি রা গ ভু লা যে প্রী তি হে মি লা মে

২´ ৩ ০ ১
I সা´ —সা´ ণা | ধা —ধা মা | পা —ধা মা | গা —গা গা II
(৪) গ ড়ি ব হু ব ন নু ০ ত ন ক রে

অন্তরা।

২´ ৩ ০ ১
I মা পা পা | না না না | সা´ সা´ সা´ | না —সা´ সা I
(৫) বি হে ব অ ন ল নি ভা যে ২ ত নে
(৯) ক ল্পা আ ন ন্দা সে বা ধ রু হ মা নি
(১৩) জ্ঞা ন প্রে ম পু ণ্যে সা জি ব আ প নি

২´ ৩ ০ ১
I না না না | সা´ সা´ সা´ | সা´ রা´ ণা | ধা —ধা পা I
(৬) পু ত শা ন্তি বা রি ছু ড়া ই য়া ম নে
(১০) স্নে হ প্রী তি ম হী আ ম রা ভ গি নী
(১৪) সা জা ই ব দে শ মা আ ব র ব নী

২ ৩ ০ ১
I ধা ধা পা | মা গা গা | মা না মা | পা —পা ধা I
(৭) আ শী ষী প জা লি নি রা প জী ব নে
(১১) জ ন নী আ ০ ম রা শ ক্তি স্ব রূ পি ণী
(১৫) স হা য় যো গে ব হি ০ শ ক্ত ন নী

	২			৩			০			১		
I	র্সা	—র্সা	ণা |	ধা	—ধা	মা |	পা	ধা	মা |	গা	—গা	—গা II
(৮)	গ	ড়ি	ব	ভু	ব	ন	নৃ	০	ত	ন	ক	রে
(১২)	গ	ড়ি	ব	ভু	ব	ন	নৃ	০	ত	ন	ক	রে
(১৬)	সা	জা	ব	ভু	ব	ন	নৃ	০	ত	ন	ক	রে

এবার ব্যাখ্যা এই মাত্র; যথা :—

(১) মূর্দ্ধন্য "ণা"=কোমল "নি", অর্থাৎ কোমল নিষাদ।

(২) I—স্তম্ভ-চিহ্নের উপর যুগল দাঁড়ি-চিহ্ন বোঝায় যে, আস্থায়ীর যে পর্য্যন্ত গাহিয়া অপর কোন কলি আরম্ভ করিতে হয়।

(৩) স্বরাক্ষরগুলির সহিত ছোট ছোট কসি থাকিলে, (যথা —গা, —পা, —সা ইত্যাদি) তাহাদিগকে "আশ" বলে; অর্থাৎ স্বরবর্ণ অবলম্বনে স্বরের যে টান চলে।

শ্রী মোহিনী সেনগুপ্তা।

পূজার কথা।

সতী।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সতীর আগমনে স্তিমিতনয়ন ধ্যানমগ্ন আশুতোষের অন্তরেও পুলকের ঢেউ উঠিল। মহাতপস্বী মহাযোগ সাধন করিতে করিতে ত্রিনয়ন মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখিলেন। সম্মুখে সন্ধ্যার শেষ রক্তিম আভাটুকুর মত দেবী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসু নেত্রে আশুতোষ কহিলেন, "প্রিয়ে, অসময়ে আজ এ যোগাসনের সমীপে কেন?"

ভূমিকা না করিয়া একেবারেই সতী বলিয়া ফেলিলেন "প্রভু, একবার পিত্রালয়ে যাইব।"

আশুতোষের ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। নারদের কাহিনী মনে পড়িল। আরও মনে পড়িল যে, অনেককাল দেবী পিত্রালয়ে যাইতে চান নাই; মাতাপিতাকে দেখিবার নিতান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে বলিয়াই যান নাই; আজ যাইতে চাহিতেছেন, অযাচিত, অনিমন্ত্রিত ভাবেই যাইতে চাহিতেছেন। সকালে একটু আগে, যে কথার উত্থাপনমাত্র হয় নাই, সে-কথা-সম্বন্ধে চরম অনুমতি লইবার জন্য সতী সম্মুখে দণ্ডায়মানা।

মহাদেব চিন্তিত হইলেন। তাঁহার ত্রিকালদর্শী অন্তরে কোন কথাই গোপন রহিল না। সতীর অন্তরের কথা, সতীর ভবিষ্যৎ চিত্র অনেকখানি উহাতে প্রতিফলিত হইল। প্রসন্ন আননে গভীর আশঙ্কার রেখাপাত হইল।

সতী কহিলেন, "দেব অনুমতি দাও, পিত্রালয়ে যাইব। সিংহ সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে; নন্দী সম্মুখে অপেক্ষা করিতেছে; দিনমণি অস্তমিত-প্রায়—অপেক্ষা করিবার সময় নাই।"

আর সন্দেহ রহিল না! কখনও কি সতী তাঁহার অভিপ্রায় না জানিয়া কার্য্যানুষ্ঠানের উদ্যোগ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন? না, কোন বিষয়ে এমন দৃঢ়-সংকল্পই হইয়াছেন? নারদ যে সতীর নিকটে কথাটা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, শিব তাহা বুঝিলেন। শিব মৌন হইয়া রহিলেন।

অধৈর্য্যভাবে আরও কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সতী পতির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। তাঁহার পায় একগুচ্ছ জবাপুষ্পে অঞ্জলি প্রদান করিয়া গদ-গদ্ কণ্ঠে কহিলেন,—"দেব, দাসীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। অন্তর্যামী, তুমি সকলই তো জানিতে পারিয়াছ;—সতীর হৃদয় যে দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ত্রিলোকের চিরপূজ্য দেবতা তুমি, তোমার এই অনাদর কি করিয়া সহ্য করিব? পিত্রালয়ে যাইয়া পিতাকে আমি এ কুকার্য্য হইতে বিরত করিব। প্রফুল্ল মনে অনুমতি দাও।"

আশুতোষ কহিলেন, "সতি, ক্ষুব্ধ হইও না। আদর-অনাদর উভয়ই আমার তুল্য! এ-কথা কি তুমি অবগত নহ? তবে কেন বিচলিত হইতেছ?"

সতী প্রবোধ মানিতে চাহিলেন না; কহিলেন, "প্রভু, আদর-অনাদর তোমার পক্ষে তুল্য জানি; কিন্তু তোমার অনাদর আমার নিকটে যে উপেক্ষণীয় নয়! তোমার এ অপমানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে তুমুল অকল্যাণ উপস্থিত হইবে! কেমন করিয়া সহ্য করিব?"

মহেশ্বর মৌনভাবে রহিলেন। দক্ষের মৃত্যুর প্রবল ঝঞ্ঝা ঘনাইয়া আসিতেছিল—বিশ্বনাথেরও তাহা অগোচর রহিল না। এ ঝঞ্ঝার পরিণাম কি, ভাবিয়া তাঁহার ত্রিনয়ন অলস হইয়া উঠিল। করুণ স্বরে সতী আবার বলিলেন, "আশুতোষ, অনুমতি দাও—পিত্রালয়ে যাইব।"

ব্যস্ত হইয়া মহাদেব উত্তর করিলেন, "সতি, বৃথা মনঃকষ্টকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিও না? দক্ষকে তুমি নিবারণ করিবে? সতি, তুমি তো জান না, কত বিদ্বেষে, কত ঘৃণায়, আজ দক্ষ এই নিমন্ত্রণ হইতে আমায় বঞ্চিত করিয়াছেন। তুমি তো জান না, দক্ষ আমার কত বড় শত্রু! দক্ষমিত্র ভৃগু কতখানি করুণার চক্ষে আমায় দর্শন করেন! দক্ষের মিত্র ও পারিষদগণ আমায় জব্দ করিবার জন্য কত বিদ্বেষে এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন! এ বিদ্বেষবহ্নির জ্বালা তুমি সহ্য করিবে কিরূপে?"

সতীর ভ্রূযুগ অতিকুটিল ও ভীষণ হইয়া উঠিল, চক্ষের তারকা উল্কার মত ছুটিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল, হাত-দুখানি ছুটিয়া তীব্রগতিতে আকাশ-পথে উত্থিত হইল।

শিব তারপর এক অতিশয় অদ্ভুতকাণ্ড সন্দর্শন করিলেন। মহেশ্বর দেখিলেন, সতীর আর সে রূপ নাই। তাঁহার শান্ত,স্নিগ্ধ সন্ধ্যাকালের মত সন্ন্যাসিনীর আকৃতিটী ক্রমে ক্রোধে ও ঘৃণায় মসীবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। দুখানি হাতের পরিবর্ত্তে কোথা হইতে অকস্মাৎ চারিখানি হস্তের আবির্ভাব হইয়াছে। এক হস্তে ভীষণ খড়্গ,অপর হস্তে সদ্যঃ ছিন্ন নরমুণ্ড! কণ্ঠে নরমুণ্ডের হার! পরিধানে ছিন্ন নরহস্ত! পদভরে মেদিনী টল্‌মল্ করিতেছে, মহেশ্বর স্বয়ং মেদিনীকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারই পদতলে পড়িয়া! একি অপরূপ মূর্ত্তি! দেবীর কেশ মুক্ত, উর্দ্ধনয়নে ধক্ ধক্ অগ্নি জ্বলিতেছে!—সভয়ে ভোলানাথ চিনিলেন, এ দেবীর চণ্ডমুণ্ডমর্দ্দিনী সেই অসুরনাশিনী চণ্ডিকা বা কালিকামূর্ত্তি।

ভাবনায় নয়নে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। হঠাৎ বিকট গর্জ্জন শুনিয়া আবার চক্ষু মেলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা আরও ভয়ঙ্কর! মায়ের প্রসন্ন মূর্ত্তি হঠাৎ লোলজিহ্বা মূর্ত্তিতে যেন নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ভীষণ সর্প কণ্ঠে তাঁহার কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম সংযত করিয়া রাখিয়াছে। চারিদিকে হি হি অট্টহাস্য উঠিয়াছে! কোথায়ও ভীষণ পৈশাচিক রোল ধ্বনিত হইতেছে—যেন জগন্ময় চারিদিক আকুল হইয়া গিয়াছে। মহাদেব সভয়ে ডাকিলেন, "সতি, সতি!"

সকল বিভীষিকা হঠাৎ দূর হইয়া গেল। সতী অপর দিক হইতে ডাকিয়া কহিলেন, "প্রভো, এই যে আমি।" মহাদেব কহিলেন, "এ কি রূপ! এ কি বিভীষিকা! এ রূপ সংবরণ কর—এ রূপ তোমার কেন? আর যে দেখিতে পারি না।" সতী উত্তর করিলেন,—"তোমার আশীর্ব্বাদে, তোমার গৌরব রক্ষার জন্য সকল ধ্বংস করিতে পারি, এ সামান্য বিভীষিকা কোন্ ছার? অনুমতি কর পিত্রালয়ে যাইব।"

মহাদেব কহিলেন, "এই রূপ প্রকটিত হইলে যখন যে ছারখারে যাইবে। আমার জন্য সৃষ্টি নষ্ট করিবে? ছি! ছি! ছি! তাহা করিও না।"

এবার অতুল উজ্জ্বল আলোকে চারিদিক বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। ক্ষিতি, ব্যোম ও ত্রিদিব আনন্দকোলাহলে ভরিয়া গেল। চারিদিকে অসংখ্য ফলফুল। বসন্তশোভা অপূর্ব্ব সৌরভে মুঞ্জরিয়া উঠিল। পাপীর প্রাণে [illegible] হইয়া গেল। আর তাহাদেরই মধ্যে কোটিদিবাকরের আলোকে পর পর ভাসিয়া উঠিল, ত্রিমূর্ত্তি অতি অপূর্ব্বা বিশ্বমনোমোহিনী মূর্ত্তি।

মহাদেব ডাকিয়া কহিলেন, "সতি, সতি! এ আবার কি?"

অলক্ষ্য হইতে সতী ডাকিয়া কহিলেন, "ইহারা আমার ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ও ভৈরবী-মূর্ত্তি। সৃষ্টি যখন রসাতলে যায়, তখন এই দিব্য মূর্ত্তিতেই জগৎ আমি রক্ষা করিয়া থাকি, জগৎকে মধুময় করিয়া তুলি। ভীষণ কালিকা এ আমার রূপে সৃষ্টি পীড়িতা হইতে চাহিলে, এইরূপে আমি জগৎ রক্ষা করিব। সুতরাং শঙ্কা করিও না, পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি দাও।"

আশুতোষ তথাপি মৌন হইয়া রহিলেন। সতীকে যাইবার অনুমতি দিতে পারিলেন না। সতী অগত্যা আরও এক লীলা প্রকটন করিলেন। তিনি নেপথ্যে ডাকিয়া কহিলেন, "প্রভু, তবে চিন্তিত হইতেছ? আত্মবলিদানে আমায় অক্ষমা ভাবিতেছ? আচ্ছা, তবে এই রূপ দেখ। এই ছিন্নমস্তা রূপে আত্মবলিদান করিয়া উল্লাসে আমি চারিদিকে নৃত্য করিয়া থাকি, এবং জগতের উৎকণ্ঠা উল্লাসকে এ চরণে দলিত করিয়া যাই। আত্মবিসর্জ্জনে বা আত্মরক্ষণে আমাকে অক্ষমা ভাবিও না—যাইবার অনুমতি দাও।"

দেবী এতক্ষণ যত লীলা প্রকটন করিয়াছেন আশুতোষ দেখিলেন এ লীলা সকল অপেক্ষা ভয়ঙ্করা। এ দেবীর প্রচণ্ড-রূপমূর্ত্তি! পদতলে [illegible] চরম শত্রু দলিত হইতেছে। উপরে আকাশ শোণিত-উৎসের গাঢ় রক্তিম আভায় রঞ্জিত। সে রক্তপ্রবাহ দেবীর ছিন্ন কণ্ঠ হইতে নির্গত হইতেছে। দেবী স্বহস্তে নিজ শির ছিন্ন করিয়া নৃত্য করিতেছেন। চারিহস্তের এক হস্তে খড়্গ, একহস্তে কিরীট-শোভিত ছিন্নশির। অপর দুই হস্ত শূন্যোপরি ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছে। মুক্ত শির হইতে নিবিড় মেঘপুঞ্জের মত কেশরাশি ঝুলিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেছে। ছিন্ন-গলদেশ হইতে মৃণালের মত কয়েকটী শোণিতধারা উৎসের মত

ইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। উহা-দের একটি দেবীর অনুগে, একটী এপার্শ্বস্থিত ডাকিনীর ও আর একটী ওপার্শ্বস্থিত ডাকিনীর মুখে পতিত হইয়া তাহাদের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে।

পলকের মধ্যে এই মূর্ত্তিও আবার হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। তারপর তুলনা বিভীষণ অপর এক রূপ প্রকাশিত হইল।

জগতের সে কাঞ্চন-দীপ্তি আর নাই। চারি-দিক আবার মসীবর্ণ! সেই অন্ধকারের মধ্যে ... একখানি রথ। আর তাহারই সমীপে এক ... ক্ষুৎক্ষীণা লোলদন্ত বিধবা-মূর্ত্তি! দেবীর সে ... যৌবন অন্তর্হিত হইয়াছে—সকল শরীরের ... শিথিল ও অতিবিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। হস্তে ... পরিধানে মলিন বস্ত্র—রুক্ষ কেশগুচ্ছ মুক্ত ও ... অতিভয়ঙ্কর দৃশ্য!

মহাদেব কহিলেন, "দেবি, দেবি, এ আবার কি? আবার এ সব কেন? ক্ষান্ত হও, লীলা সংবরণ কর—!"

অলক্ষ্যে থাকিয়া দেবী কহিলেন, "অনুমতি ... দাও, অনুমতি দাও। প্রভো, আর একটু ... সে তুমিও এই ধূমাবতীর রূপেও ভীত না ... তাহাকে এক নিমেষের মধ্যে আমি সংহার করি। ... ভীত হইতেছ? প্রবৃত্তিকে সংযত করাই যে ... কাজ।"

শিব এইবার দেবীর বগলামূর্ত্তি সন্দর্শন করি-লেন। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবীর্য্যবতী মোহিনী মূরতি!— ... মুষ্টিতে মুদগর উত্তোলন করিয়া বিপুল বিক্রমে ... দলন করিতেছেন। মহাদেব আর পারিলেন না, এইবার দেবীকে ডাকিয়া যথার্থই পিত্রালয়-গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন।

দেবী তখন শান্ত হইয়া মূর্ত্তিমতী প্রীতি ও সৌভাগ্যের মত মাতঙ্গী-কমলা-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন।

শ্যামাঙ্গী মাতঙ্গীর অপরূপ শান্তমূর্ত্তি শিবের হৃদয়ে পূর্ব্বভাব পুনঃ ফিরাইয়া আনিল। তাঁহার করস্থিত শুভ্র শঙ্খমালা বীণার ঝঙ্কারে মঙ্গল-নিনাদ করিয়া উঠিল।

প্রস্ফুটিত শতদলোপরি বসিয়া কমলাদেবী কমনীয় হাসির ছটায় দিগন্ত শ্রী-মণ্ডিত করিয়া তুলিতেছিলেন, তাঁহার মস্তকোপরি করিবৃন্দের শুণ্ডধৃত সুবর্ণকলসী-সমূহ অজস্র-ধারায় নির্ম্মল পয়ঃপ্রবাহ ঢালিয়া দিল। সেই অবস্থায় মহাদেব ডাকিয়া কহিলেন;—

"দেবি, যাঁহার মায়ায় ত্রিভুবন মোহিত, তাঁহার উপর কে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে? দক্ষ মূঢ়, তাই সে তোমার অপমান করিতে অগ্রসর হইয়াছে। বুঝিতে পারিতেছি, তোমার এ ক্রোধ-বহ্নি সেই জন্যই প্রজ্বলিত হইয়াছে। যাও, আর আমি বাধা দিব না। ভবিতব্য কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। যাহা হইবার হইবে। নন্দীকে যাত্রার উদ্যোগ করিতে বল।"

মহাদেব নন্দীকে ডাকিবার উদ্দেশে পার্শ্বস্থিত ডমরু তুলিয়া ঘন ঘন নিনাদিত করিতে লাগিলেন। নন্দীকে আসিতে দেখিয়া দেবীও তখন লীলা সংবরণ করিয়া আবার পূর্ব্বমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক যুক্ত-করে নীরবে শিবের সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সতীর পিত্রালয়ে যাত্রার অপরূপ আয়োজন হইল। নিমন্ত্রণে যাইবার নাম শুনিয়া এক পাল ভূত-প্রেত 'ভূত ভুম্' করিয়া নৃত্য করিয়া আসিল; দেবীর সিংহটী মহোল্লাসে আসিয়া পায়ের তলায় পড়িয়া লোলুপ-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নন্দী সর্দ্দার হইয়া চলিলেন। ভয়ঙ্কর একটা ত্রিশূল লইয়া, কয়েক ছিলুম সিদ্ধি কোমরে

গুঁজিয়া ভৃঙ্গীর কাছে যাইয়া নন্দী বলিলেন,"চলিলাম, ভাল করিয়া কৈলাসপুরীর দিকে নজর রাখিও—যাবার না কোনও অসুবিধা হয়।"

ভৃঙ্গীর মনটা ভাল ছিল না। সকলেই যাইতেছে; সে শুধু একা পড়িয়া। সে বলিল, "আচ্ছা যাও।"

দূরে শিবের প্রকাণ্ড ষাঁড়টি শুইয়া শুইয়া রোমন্থন করিতেছিল। সেও এই যাত্রার সমারোহ দেখিয়া চুপ করিয়া বিষণ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহারও যাওয়ার অনুমতি হয় নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

শেষ মিনতি।

যদি এই মাত্র হয় আদেশ তোমার,
তবে তাই গো হবে, তাই।
দাঁড়িয়ে থাকিতে নাই শকতি আমার,
আজি বিদায় ল'য়ে যাই।
থাক্‌লো তবে এই কামনা,
ওগো আমার, ও অজানা,
দেখা দিও শেষের সে-দিন—
এই ভিক্ষা;—অন্য নাহি চাই।
যদি হয় এই মাত্র আদেশ তোমার,
তবে তাই গো হবে, তাই;

শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অষ্টাদশ অধ্যায়—শরীরতত্ত্ব ও স্বাস্থ্য।

পৃথিবীতে যখন শরীর লইয়া চলিতে হইবে, তখন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা উচিত। রোগ লইয়া এ সংসারে কেহ বাস করিতে চাহে না। শরীর সুস্থ না থাকিলে, সুখ উপভোগ করা দুর্ঘট। এইজন্ত শরীরের সহিত স্বাস্থ্যের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা বিবৃত করা যাইতেছে।

আমাদিগের শরীর চর্ম্ম-দ্বারা আবৃত। যুবাবস্থায় এই চর্ম্ম কোমল থাকে। রমণীগণের চর্ম্ম স্বভাবতই কোমল এবং পুরুষগণের চর্ম্ম অপেক্ষাকৃত কর্কশ। জীবনের অর্দ্ধকাল অতীত হইলেই চর্ম্ম কঠিন হইতে থাকে। বৃদ্ধ অথবা রুগ্ন ব্যক্তিদিগের সন্ধিস্থানের চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া স্তর পড়িয়া যায়। আমাদিগের শরীরের বহির্ভাগ যেমন চর্ম্ম-দ্বারা আবৃত, অভ্যন্তরও তদ্রূপ। অভ্যন্তরস্থ

চর্ম্ম সদাই আর্দ্র থাকে বলিয়া উহা শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী-নামে অভিহিত হয়।

বাহ্যদৃষ্টিতে চর্ম্ম-মাত্রই একস্তর বলিয়া প্রতীতি জন্মে; কিন্তু বস্তুতঃ, তাহার দুইটী স্তর আছে এবং তাহাদিগের ক্রিয়াও স্বতন্ত্র। চর্ম্মের বাহ্য স্তরে ধমনী বা রক্তবহা নাড়ী আদৌ নাই। ইহা আহত হইলে বা কাটিয়া যাইলে কষ্ট অনুভূত হয় না, অথবা রক্তও নির্গত হয় না। সেলাই প্রভৃতি করিবার কালে অনেক সময় অঙ্গুলীতে সূচি বিদ্ধ হওয়ায় বাহ্যত্বক ছিদ্র হয়, কিন্তু রক্ত পড়ে না বা কষ্ট হয় না। স্থান-বিশেষে বাহ্য চর্ম্ম স্থূল ও সূক্ষ্ম। পায়ের চেটোর চর্ম্ম মোটা এবং সন্ধি-স্থলে পাতলা। হস্ত বা পদের চর্ম্ম স্থূল হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত। নিয়মিতরূপে ঘর্ষণ লাগিলেও চর্ম্ম স্থূল হইয়া যায়। এইজন্য কর্ম্মকারদিগের হস্ততলের চর্ম্ম মোটা।

বাহ্যচর্ম্ম অন্তস্ত্বকের আবরক-মাত্র। বাহ্যচর্ম্ম দ্বারা আমাদিগের অনুভূতি অতিশয় অল্পই হইয়া থাকে। শরীরের কোন কোন স্থল এত মোটা যে তাহাতে অনুভূতি হয়ই না। উদাহরণ-স্থল—নখ প্রভৃতি।

রক্তবহা নাড়ী হইতে রস নিঃসৃত হইয়া বাহ্য চর্ম্ম প্রস্তুত হয়। উক্ত রস অন্তস্ত্বকের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরে পরিণত হয়। এইরূপে অন্তস্ত্বকের বহির্ভাগে স্তরের উপর স্তর পতিত হইয়া শল্কে পরিণত হয়। এই শল্কই বাহ্যত্বকের ঘনত্ব সম্পাদন করে। ক্ষার-সংযোগে বাহ্য চর্ম্মের উপরের অংশ কোমল এবং বিগলিত হয়। আমরা যে সাবান ব্যবহার করি, তাহা ক্ষার এবং তৈল-দ্বারা গঠিত, পরন্তু তাহাতে ক্ষারের অংশই অধিক। সাবান-দ্বারা যতবারই শরীর ধৌত করিবে, ততবারই বাহ্য ত্বকের পুরাতন অংশ বহিষ্কৃত হইয়া নবীনাংশ রহিয়া যাইবে। সাবান বাহ্য চর্ম্মকে পাতলা ও অত্যন্ত স্পর্শানুভাবক করে। যদি শরীরের মল পরিষ্কৃত না হয়, তবে উহা সঞ্চিত হইয়া স্পর্শানুভূতির হ্রস্বতা সম্পাদন করে। এই-জন্য চর্ম্মকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার রাখিবার অভিপ্রায়ে সময়ে সময়ে সাবানের আবশ্যকতা।

ত্বক্ ধমনী এবং শিরা-দ্বারা সংযুক্ত। ইহাদিগের দ্বারা রক্ত শরীরের সর্ব্বত্র গমনাগমন করে। হৃৎ-পিণ্ড স্বীয় কার্য্য সুচারুরূপে করিলে ধমনী ও শিরার মধ্য দিয়া রক্ত উত্তমরূপে প্রবাহিত হয়। অলসের শরীর দেখিতে বিবর্ণ। তাহার কারণ এই যে, তাহার শরীরে রক্ত উত্তমরূপে গমনাগমন করে না। কিন্তু যখনই অলস কোনও প্রকার ব্যায়াম করে, তখনই তাহার বিবর্ণতা তিরোহিত হইয়া শরীর রক্তাভ হয়। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডল স্বস্থাবস্থায় থাকিলে আমাদিগের শরীর লালবর্ণ এবং মন ও প্রফুল্ল হয়। কিন্তু এতদুভয়ের অসুস্থতায় আমা-দিগের বর্ণ বিবর্ণ ও মন স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া থাকে।

রক্তের গমনাগমন নিয়মিত রাখিতে হইলে, শরীরের উষ্ণতা যথেষ্ট পরিমাণে থাকা চাই। শরীরে শৈত্য লাগিলে চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সুতরাং শোণিতও উত্তমরূপে যাতায়াত করিতে পারে না। চর্ম্মে চাপ পড়িলেও রক্তের গতি রুদ্ধ হইয়া যায়। তজ্জন্য সেই স্থানটী বিবর্ণ ভাব ধারণ করে। শরীরের কোনও স্থান অঙ্গুলি-দ্বারা চাপিলে দেখিতে পাইবে যে, সেই স্থানটী ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে অঙ্গুলি উঠাইয়া লইবে সেই মুহূর্ত্তে বিবর্ণতা দূরীভূত হইয়া স্থানটী রক্তাভ হইয়া উঠিবে। শরীরে যে লবণাক্ত ও তৈলাক্ত পদার্থ সঞ্চিত হয়, তাহা যদি নিয়মিত-রূপে ধৌত করা যায়, তবে তদ্দ্বারা তৈলগ্রন্থি এবং ঘর্ম্মনলীর ক্রিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আমাদিগের শরীরের যে স্থান অত্যন্ত স্পর্শানু-

ভাবক, সেই সেই স্থানে অতিশীঘ্র ক্ষতি হইতে পারে। চক্ষুতে সামান্য বালুকণা পতিত হইলে কিরূপ কষ্ট হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। আমাদিগের চক্ষুর আবরণ না থাকিলে আমাদিগের দৃষ্টিও থাকিত না। এইরূপ ফুস্‌ফুস্‌ও অতিশীঘ্র আক্রান্ত হইতে পারে বলিয়া, শ্বাসনালীর ত্বক্ এত স্পর্শানুভাবক যে যদি সামান্য খাদ্যের টুকরা বা ধূলিকণা তন্মধ্যে প্রবেশ করে, তবে সজোরে কাশি আসিয়া তাহাকে বহির্গত করিয়া দেয়।

শিরা-দ্বারাই মনে অনুভূতি জন্মে। শিরা স্বস্থ না থাকিলে অনুভূতিও উত্তমরূপ হয় না। যে-সকল শিরা মনের সহিত হস্তপদের সম্বন্ধ রাখে, তাহা যদি কাটিয়া দেওয়া হয়, তবে অনুভূতি আদৌ হয় না;—তখন অত্যুষ্ণ বা অতিশীতল জলে হস্তাদি নিমজ্জিত করিলেও শীতোষ্ণতা অনুভূত হয় না।

মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীলত্ব- বা অক্রিয়ত্ব-দ্বারা চর্ম্মের অনুভূতির পার্থক্য জন্মে। গাঢ়-নিদ্রায় স্পর্শ-জনিত কোনরূপ অনুভূতি হয় না। মস্তিষ্কে চাপ পড়িলে বা তাহা রোগদ্বারা আক্রান্ত হইলে আনুভবিক শক্তি বিকৃত হয়। মানসিক অবস্থার দ্বারা চর্ম্মের অনুভূতির হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভয়ে ও শোকে অনুভূতির হ্রাস এবং হর্ষ ও আশায় অনুভূতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্বস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তির শীতোষ্ণতা দ্বারা যেরূপে কষ্ট হইয়া থাকে, পাগলের সেরূপ হয় না। বক্ষ, উদর, এবং ফুসফুসের রোগে মস্তিষ্কের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া, চর্ম্মের আনুভাবক শক্তিও হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়।

বৃহৎ-স্নায়ুর অবস্থাও চর্ম্মের অনুভব-শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করে। যদি কোনও বৃহৎ স্নায়ুর উপর চাপ পড়ে বা তাহা কাটিয়া দেওয়া হয়, তবে শাখা-স্নায়ুগুলির অনুভূতি-শক্তি থাকে না; সুতরাং, কোন প্রকারের স্পর্শদ্বারা মনে অনুভূতি জন্মে না।

চর্ম্ম যদি স্থূল এবং কঠিন হইয়া যায়, তবে শিরার স্পর্শানুভূতিও হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়। এইজন্য রাজ-মজুরগণ বিনা কষ্টানুভূতিতে হস্ত-দ্বারা গরম যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে।

চর্ম্মের শিরা-নিচয় যদি কোনওরূপ স্পর্শে অভ্যস্ত হয়, তবে অনুভূতিরও ব্যতিক্রম ঘটে। যদি কেহ উষ্ণ জলে আপনার পদ নিমজ্জিত করে, তবে প্রথম প্রথম তাহার জ্বালা করিবে বটে; কিন্তু যখন তাহা অভ্যস্ত হইয়া যাইবে, তখন উষ্ণতার অনুভূতি তাহার ততটা হইবে না। শৈত্যেরও অনুরূপ নিয়ম। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, উষ্ণতা জানিবার জন্য মানবের অনুভূতি অভ্রান্ত নহে। সুতরাং তজ্জন্য তাপমান-যন্ত্রের আবশ্যকতা।

চর্ম্মের অবস্থা-বিশেষে তাহার শোষণ-শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ফোস্কা পড়িলে চর্ম্ম অতিতীব্র বেগে শোষণ করে। এই সময় যদি শেঁকো বিষ বা অহিফেন ফোস্কায় লাগান হয়, তবে দগ্ধ ব্যক্তির বিষাক্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

আঘাত লাগিলে উত্তেজক প্রলেপ না লাগাইয়া, কেবলমাত্র জল-দ্বারা সেই স্থানটিকে আর্দ্র রাখা উচিত। মৃত পশুকে বহন-কালে হস্তে তৈল মর্দ্দন করা ও পরে সাবান-দ্বারা হস্ত ধৌত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

পাকাশয় শূন্য থাকিলে রোগীকে পূর্ণমাত্রায় আহার দেওয়া হয় না বলিয়া, তাহার চর্ম্মের শোষণ-শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পাকাশয় সুস্থ অবস্থায় থাকিলেও যদি উপযুক্ত সময়ে আহার না পাওয়া যায়, তবে চর্ম্মের শোষণ-শক্তি অধিক হয়। এইজন্য রোগীর নিকট যাইতে হইলে, কিঞ্চিৎ আহার করিয়া যাওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; তাহা

হইলে চর্ম্মের শোষণ-শক্তির হ্রাস হইয়া যায়। রোগীর শয্যাদি সাবান-দ্বারা ধৌত করা উচিত; নতুবা চর্ম্ম হইতে নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ শয্যাতে সংলগ্ন হইয়া যায়, এবং যদি তদুপরি শয়ন করা যায়, তবে শরীরের শোষণ-শক্তি-দ্বারা পুনরায় সেই বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে।

তৈলগ্রন্থি হইতে তৈল নিঃসৃত হইয়া চর্ম্মকে রক্ষা করে। তৈলগ্রন্থি না থাকিলে চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া উঠিয়া যাইত এবং অন্তস্ত্বক্ বাহির হইয়া পড়িত। তৈলগ্রন্থি হইতে তৈল নিঃসৃত হয় বলিয়া, চক্ষু জুড়িয়া যায় না, এবং কর্ণকে আর্দ্র রাখে বলিয়া তাহার তিক্ততা-নিবন্ধন কীটাদি কর্ণে প্রবেশ করিতে পারে না। তৈলগ্রন্থিকে ক্রিয়াশীল রাখিতে হইলে চর্ম্ম পরিষ্কৃত রাখা উচিত। সর্ব্ব-সময় উগ্র সাবানের ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। কারণ, তদ্দ্বারা শরীর হইতে অধিক পরিমাণে তৈলাক্ত পদার্থ নিঃসৃত হইয়া যায়। এতদ্দ্বারা যে হানি হইয়া থাকে, তাহা রজকদিগের হস্ত দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

আমাদিগের শরীরে ৭০০০,০০০ ঘর্ম্মকূপ আছে। এইগুলি দিয়া শরীর হইতে মল নির্গত হইয়া যায়। এই কূপগুলি যদি কোনও ক্রমে রুদ্ধ হইয়া যায়, তবে শরীরে কিরূপ মল সঞ্চিত হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ঘর্ম্মকূপগুলিকে ক্রিয়াশীল রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির উপর দৃষ্টি রাখা উচিত।—

(১) আহারান্তে প্রথম তিন ঘণ্টা ঘর্ম্মনলীগুলি ক্রিয়াশীল থাকে। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে আহার করা উচিত।

(২) নিদ্রার সময় ঘর্ম্মগ্রন্থিগুলি স্বক্রিয়া উত্তমরূপে করে। এতদ্দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, ঠিক সময়ে নিদ্রা যাওয়া উচিত; এবং নিদ্রান্তে শয্যা বাতাসে শুষ্ক করিতে দেওয়া বিধেয়।

(৩) কাপড় শুষ্ক ও সচ্ছিদ্র হওয়া চাই এবং তাহা ঢিলা করিয়া পরিধান করা উচিত। এরূপটী হইলে শরীরে মলার জলীয়াংশ উহার ভিতর দিয়া নির্গত হইয়া যায়। এই জলীয়াংশে শতকরা এক ভাগ কঠিনাংশ থাকে। যদি ইহাকে রীতিমত ঘর্ষণ না দিয়া ধৌত করা যায়, তবে লোমকূপ রুদ্ধ হইয়া স্বাস্থ্য-হানি হইয়া থাকে।

(৪) শরীরের পরিচ্ছদ সহসা উন্মুক্ত করিয়া বাতাস লাগাইবে না। কারণ, তদ্দ্বারা চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া ঘর্ম্মগ্রন্থি অবরুদ্ধ হয়; সুতরাং ঘর্ম্ম উত্তমরূপে নিঃসৃত হইতে পারে না।

ঘর্ম্মদ্বারা পরিচ্ছদ আর্দ্র হইলে যত শীঘ্র তাহার পরিবর্ত্তন করা যায় ও শুষ্ক গামছা দ্বারা ঘর্ষণ করতঃ শরীরে উষ্ণতার উদ্রেক করা যায়, ততই ভাল।

ঘর্ম্মের হঠাৎ অবরোধ হইলে ভয়ানক কাশির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঘর্ম্মরোধ—অজীর্ণ, শীরঃ-পীড়া এবং উদরাময়ের জনক।

পরিচ্ছদ :—চর্ম্মকে উষ্ণ রাখিতে হইলে, পরিচ্ছদের বিশেষ আবশ্যকতা। পরিচ্ছদ স্বয়ং উষ্ণ-তার উৎপাদক নহে। ইহা শরীরের উষ্ণতাকে নষ্ট হইতে অথবা বাহ্যিক উত্তাপকে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেয় না। পশুলোম সর্ব্বাপেক্ষা বায়ুর অবরোধক। এইজন্য যাহাদিগকে সর্ব্বদাই শৈত্যে ও উষ্ণতায় কার্য্য করিতে হয়, তাহাদিগের পক্ষে উলী পোষাক সর্ব্বোত্তম। শীতকালে ফ্লানেল শৈত্য ও বাত-রোগের প্রতিষেধক এবং গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার সময় শৈত্য-জনিত উদরাময় বা আমাশয়ের অমোঘ ঔষধ। অতএব বালক বা দুর্ব্বল-ব্যক্তিমাত্রেরই সকল সময়ে ফ্লানেল পরিধান করা বিধেয়। যদি ফ্লানেল-দ্বারা শরীরে কণ্ডু উৎপন্ন হয়, তবে তাহাতে

কার্পাসে সর অন্তর দিবে। রেশম বায়ুকে উত্তমরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ এবং শরীরে কণ্ডূও হইতে দেয় না। রেশমের বয়ন ঘন হইলে, তাহা পরিচ্ছদের পক্ষে অতি উপাদেয়। পরিচ্ছদ যাহারই প্রস্তুত কর না কেন, তাহা যেন আর্দ্রতার শোষক বা রক্ষক না হয়। আর্দ্রতা থাকিলে উহা বাহ্যিক উষ্ণতাকে শোষণ করিবে এবং শুষ্ক থাকিলে আভ্যন্তরীণ উত্তাপকে বৃদ্ধি হইতে দিবে না। ঘর্ম্ম পরিচ্ছদে শোষিত হইলে, চর্ম্মে কণ্ডূ উৎপন্ন করে। পাটের কাপড় পরিধান করা উচিত নহে। কারণ, তাহা উষ্ণতার শোষক। কার্পাস, পশম-নির্ম্মিত এবং রেশমী-বস্ত্র শরীর হইতে নিঃসৃত পদার্থ অথবা বায়ুর আর্দ্রতাকে শোষণ করে না।

পরিচ্ছদ ঢিলা করিয়া পরিধান করাই উচিত। কারণ, তদ্দারা উষ্ণবায়ুর স্তর শরীরে লাগিয়া যায়। সকলেই অবগত আছেন যে, আঁটা কাপড় অপেক্ষা ঢিলা কাপড় অধিক উষ্ণ। ইহার কারণ এই যে, ঢিলা পোষাক বায়ুর এক পাতলা স্তরকে বেষ্টন করিয়া রাখে ;—আঁটা পরিচ্ছদ তাহা করে না। ঢিলা পরিচ্ছদের উপরিভাগ উন্মুক্ত হওয়া উচিত নহে। উপরিভাগ বদ্ধ থাকিলে নিম্ন-প্রবিষ্ট বায়ু নির্গত হইয়া যায় না। এইরূপে কাপড়ের যত স্তর আমরা পরিধান করিব, উষ্ণ বায়ুর তত স্তর আমাদিগের কাপড়ের ভিতর থাকিবে। অতএব ভিতরে যাহা কিছু পরিধান করা যায় তাহা উষ্ণ কামরা হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্বেই পরিধান করা উচিত ; নতুবা শীতল বাতাসে পরিচ্ছদ পরিধান করিলে শৈত্য লাগিয়া যাইবে।

পোষাক মনুষ্যের অবস্থা ও জল-বায়ুর উষ্ণতার উপযোগী হওয়া আবশ্যক। যুবা অপেক্ষা বালকের এক বা দুই ডিগ্রি শৈত্য অধিক থাকে। এই হেতু বালকদিগকে অল্প পরিচ্ছদ পরাইয়া রাখা নির্ব্বোধের কার্য্য।

মস্তিষ্ক, ফুসফুস্ ও পাকাশয় পীড়িত থাকিলে শরীরের উষ্ণতার হ্রাস হয়। উদরাময়, শিরঃপীড়া এবং যক্ষ্মারোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিতে উক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহাদিগের উক্ত রোগ আছে, তাহাদিগের পক্ষে অধিক পরিচ্ছদের আবশ্যকতা।

অলস ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রমশীল ব্যক্তির পরিচ্ছদ স্বল্প হওয়া উচিত। কারণ, ব্যায়াম শোণিত-প্রবাহের আধিক্য সম্পাদন করিয়া শরীরে উষ্ণতার সৃষ্টি করে। ব্যায়ামান্তে বিশ্রামের সময় অধিক পরিচ্ছদের আবশ্যকতা। নিদ্রার সময়ও অধিক কাপড়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে ; কারণ, নিদ্রাকালে শরীরের, এমন কি মস্তিষ্কের, ক্রিয়া পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া যায়।

স্নান—স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্নানের বিশেষ প্রয়োজন। স্নান-দ্বারা তিনটী লাভ হইয়া থাকে। যথা—(১) পরিচ্ছন্নতা, (২) স্বাস্থ্য, এবং (৩) স্নায়ু-দার্ঢ্য। চর্ম্মে ময়লা সঞ্চিত হইলে জল ও সাবানের দ্বারা তাহাকে পরিষ্কার করিতে হইবে। জল শরীরের লবণাক্ত পদার্থের এবং সাবান তৈলাক্ত পদার্থের দ্রাবক। এই হেতু চর্ম্মমল দূর করিবার জন্য জল ও সাবানের আবশ্যকতা। অন্য কোনও উপায়-দ্বারা উহা নিরাকৃত হয় না। যদি সাবান ব্যবহার করার পর, কোনও প্রকার চর্ম্মোদ্ভব হয়, তবে জলে সামান্য লেবুর রস অথবা সির্কা মিশ্রিত করিয়া ধৌত করাই শ্রেয়।

স্নানের জন্য শীতল, ঈষদুষ্ণ এবং উষ্ণ জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জলের উষ্ণতা ৭৫ ডিগ্রির নিম্নে হইলে তাহাকে শীতল, ৮৫ হইতে ৯৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত ঈষদুষ্ণ এবং ৯৮ হইতে ১০৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হইলে, উষ্ণ কহা যায়। স্নানান্তে চর্ম্মকে মুছিয়া ফেলিবে এবং উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিবে। জলে দুই হইতে দশ মিনিট, ঈষদুষ্ণ এবং

দশ হইতে ত্রিশ মিনিট পর্য্যন্ত স্নান করিলে উপকার দর্শে।

স্বাস্থ্য রাখিতে হইলে নিয়মিত সময়ে স্নান করা উচিত। খাদ্য-পরিপাক হইবার কালে স্নান করা নিষিদ্ধ। আহারের অব্যবহিত-কাল পূর্ব্বে বা পরে অথবা অত্যন্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রমের একটু পূর্ব্বে বা পরে স্নান করা বিধেয় নহে। কারণ, তদ্দ্বারা প্রতিক্রিয়ার লাঘব হয়। যখন জীবনী শক্তি পূর্ণ মাত্রায় ক্রিয়া করিতে থাকে,এবং শরীরে কোনরূপ ক্লান্তি থাকে না, তখনই স্নান করিলে উপকার হয়। এইজন্য সন্ধ্যাকালাপেক্ষা প্রাতঃকালে এবং পরাহ্নে অপেক্ষা পূর্ব্বাহ্নে স্নান করা উচিত। কারণ, দিবসের প্রথম সময়ে জীবনী শক্তি অধিকতর প্রবল বেগে কার্য্য করিতে থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, দিনে কতবার স্নান করা উচিত। উত্তরে বক্তব্য এই যে, মুখ, কণ্ঠদেশ প্রভৃতি শরীরের যে যে অংশ বাতাসে উন্মুক্ত থাকে তাহা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ দুইবার, পদদ্বয় ও কক্ষ অন্ততঃ একবার, হস্ত যতবার আবশ্যক হইবে ততবার এবং সর্ব্বাঙ্গ প্রত্যহ একবার জল অথবা আবশ্যক হইলে সাবান-দ্বারা ধৌত করা উচিত। যদি কেহ প্রত্যহ একবার সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিতে না পারে, তবে অন্ততঃ একদিন অন্তর ধৌত করা উচিত।

অস্থি—শৈশব হইতে দশ বা দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত অপূর্ণাবস্থা থাকে বলিয়া বালকদিগের মস্তকে হস্ত-দ্বারা অথবা অন্য কোনও বস্তুর দ্বারা আঘাত করিবে না। কারণ, তদ্দ্বারা মস্তিষ্কের বৈলক্ষণ্য ঘটিবার সম্ভাবনা! মস্তকের থলি ভালরূপ শক্ত না হইলে, আঘাত-দ্বারা মস্তিষ্কের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রী হেমন্তকুমারী দেবী।

নিবেদন।

আঁধার-মাঝারে ছিনু গো যখন,
দেখি নাই কভু আলোক কেমন,
সে সময় এসে দয়াল জীবন,
হৃদয়ে দিয়েছ আলো।—
নিভা'ওনা দেব! সে আলো তোমার
জ্বলুক সতত হৃদয়ে আমার,
সে আলোতে তব মহিমা অপার
হেরিব অনন্ত কাল।

ওগো দয়াময় দেবতা আমার!
বারেক করুণা কর গো এবার,
লুটাতে চাহি গো চরণে তোমার
হ'য়ে পদ-রেণু আমি,

কর আশীর্ব্বাদ হে মস্তক-মণি,
তোমায় সেবিতে দিবস-যামিনী
রহে যেন মতি ওহে গুণমণি!
প্রেমময় প্রিয়-স্বামী!

তোমাতে পেয়েছি দেহের শকতি,
তুমি শিখায়েছ পবিত্র ভকতি,
দেখায়েছ মোরে করিতে প্রণতি,—
মনোগুরু তুমি হও;
হৃদয়ের আলো, নয়নের জ্যোতি,
তুমি হও মম প্রেমের মূরতি,—
ঘুচায়ে আমার সকল কুরীতি,
তোমার করিয়া লও।

সফল আমার কর গো জীবন,
প্রদানি তোমার আশিস বচন ;—
পারি যেন প্রভু ! করিতে যতন
তোমারে হৃদয়ে আনি ;
তুমি বই প্রভু ! কে আছে আমার ?
আমার যা কিছু সকলি তোমার,—
তোমারে ডুবিয়ে হৃদয় আমার
হয় যেন প্রেম-খনি।

হে মোর দেবতা, ওগো মোর স্বামী,
হও প্রাণময়, প্রাণারাম তুমি
তব পদ চুমি, তব পদে নমি
এ জীবন যেন যায় !
ভকতি-প্রসূনে হৃদয়রতন !
পারি যেন সদা পূজিতে চরণ,
রেখে তোমা হৃদে সাধনার ধন !
মিলি যেন তব পায় !

শ্রী বিমলাবালা বসু।

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

আজ শীলার বিবাহ। সকাল হইতে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি ব্যস্ত হইয়া আছেন। বিবাহে নিতান্ত আত্মীয় ভিন্ন কাহাকেও নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। কারণ,তাহাতে শীলার ও সুপ্রকাশের ইচ্ছা ছিল না। এতদ্ভিন্ন প্রভাত-বন্ধুদের পরিত্যাগ করিয়া কোনও কার্য্য করিতে মিসেস্ ব্যানার্জ্জিরও অনিচ্ছা ছিল। বিবাহের পরই সুপ্রকাশ শীলাকে লইয়া সিমলা অভিমুখে যাত্রা করিবেন, এইরূপ স্থির রহিয়াছে। শীলার বাক্স, ট্রাঙ্ক ইত্যাদি সব বাঁধা। বিবাহ মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাটীতেই হইবে। সুপ্রকাশ আজ সকালে আর আসেন নাই। রমা সর্ব্বদা শীলার কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শীলার মনেও এক অদ্ভুতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইতেছে,—সে চিরজন্মের মত একজন অপরিচিতের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে যাইতেছে ! অবশেষে কি হইবে তাহা সে ভাবিয়া পায় না। সে যখন কটকে প্রথম দিন আসিয়াছিল, তখন তাহার প্রাণ কিরূপ নিরাশাপূর্ণ ছিল ! এখন আর সে ভাব নাই। তাহার হৃদয়ে যেন আনন্দ-হিল্লোল প্রবাহিত হইতেছে ! সে যে সুপ্রকাশকে প্রথম হইতে ভাল বাসিয়াছিল, সেই সুপ্রকাশ তাহার হইবে ! সে ইহা ভিন্ন আর কিছুই চাহে না। সুপ্রকাশ যদি দরিদ্র থাকিতেন, তাহা হইলে তাহার মনে হয়,বেশ হইত। ধনী হওয়ায় বড় ভয় করে। ক্রমে বিবাহের সময় নিকটবর্ত্তী হইল। রামলোচনবাবু শীলার খুড়ীমাকে ও অমিয়কে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দর্শক। শীলার খুড়ীমা পার্শ্বস্থ একটি প্রকোষ্ঠে গিয়া বসিলে, মিসেস্ ব্যানার্জ্জি ব্যস্তভাবে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এইখানে বসুন ; ওধারে হু'চার জন ভদ্রলোক আছেন। আপনি ত তাঁদের সামনে বেরুবেন না—?"

গৃহিণী। (ব্যস্ত ভাবে) না, না ! তা কি কোরে হবে ? আমি এই আড়ালে রইলুম। তা, শীলা কোথায় ?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। শীলা ও-ধারের ঘরে আছে ; সে সাজ-গোজ কচ্চে ; হ'লেই আসবে।

গৃহিণী। নিজে সাজ্‌ছে? তা আমি গিয়ে না হয়, চুলটো বেঁধে দিই? বিয়ে কোথা থেকে হবে? কখন হবে?

মিসেস ব্যানার্জ্জি। বিয়ে সন্ধ্যার সময়ই হ'য়ে যাবে। আজকের ট্রেনে যে ওরা সিমলায় যাচ্ছে।

গৃহিণী। আজকের ট্রেনেই যাচ্ছে! সে কি কথা! বিয়ে হবে!—বাসি-বিয়ে, ফুলশয্যা ও-সব হ'বে না?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। (হাসিয়া) ও-সব এরা মানে না; বিয়ের পরই বর-কনে চলে যেতে পারে। এ তো আর আগেকার বিয়ের মত নয়। আজ-কাল বিয়ে হলে যে 'হানি-মুনে' যায়।

গৃহিণী। 'হানি-মুন' কি গা?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। 'হানি-মুন'এর বাংলা হ'চ্ছে—মধুচন্দ্র। বিয়ের পরই তারা মধুচন্দ্র উপভোগ কোর্ত্তে যান।

গৃহিণী যেন হাঁপাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "মধু-চাঁদ আবার কি ভোগ কোর্ব্বে? খাবে বুঝি?"

এমন সময় রমা আসিয়া পড়িল ও মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে বলিল, "আরও দু'একটা 'হেয়ার-পিন' দিন, শীলার চুলে দোব।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। আমার টেবিলে আছে, নাও না। শীলার আর কত দেরী?

রমা। আর বেশী দেরী নেই। বিয়ের "টয়লেট" কি অমনি হবে?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। (হাসিয়া) তোমারও হবে গো, আর দেরী নেই;—এইবার তোমারও সময় হ'ল।

রমা। তা হ'লেই সব ঠিক; সেই আশায় হাঁ ক'রে বসে থাকি। মিসিমার যেমন কথা!

এই বলিয়া রমা চলিয়া গেল।

গৃহিণী। ও কি চাইলে?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। 'হেয়ার-পিন'।

গৃহিণী। সে আবার কি?

মিসেস ব্যানার্জ্জি। চুল বাঁধ্‌বে, তাই মাথার কাঁটা।

গৃহিণী। হাঁ গা, তা তোমরা বাংলা কথা কইতে কইতে ইংরিজীতে অমন কট্‌ মট্‌ কোরে কথা কও কেন?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি কি উত্তর দিবেন, ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময় সুপ্রকাশের গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া, বারান্দার বাহির হইয়া গেলেন।

সুপ্রকাশ আজ বহুমূল্য নূতন বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছেন। তিনি আসিয়াই মিসেস ব্যানার্জ্জিকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "সব ঠিক ত?"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। সব ঠিক। গঙ্গাধর-ও অধরবাবু এসেছেন; মিঃ আর মিসেস মল্লিকও এসেছেন।

সুপ্রকাশ। শীলা কোথায়? তার জিনিস-পত্র সব গোছান হয়ে গেছে?

মিসেস ব্যানার্জ্জি। সব ঠিক হয়ে গেছে, এখন বিয়েই বাকি; তা হ'লেই হ'বে।

সুপ্রকাশ গিয়া একটী ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রমার সহিত শীলা নীচে নামিয়া আসিয়া প্রথমে তাহার কাকা ও খুড়ীমাকে প্রণাম করিতে গেল। শীলার কাকা ও খুড়ীমা শীলাকে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন,—বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া রহিলেন। তাহাকে যেন ঠিক এক-খানি ছবির মতই দেখাইতেছিল। সে আজ বহুমূল্য রেসমের বেশ পরিধান করিয়াছে এবং সেই রকম রংএরই লেশ মাথায় ঝুলিতেছে। সামান্য দুই-চারিটী অলঙ্কার যাহা পরিধান করিয়াছে, তাহাতেই তাহাকে অতিসুন্দর দেখাইতেছিল। মাথায় শীলার

চাহিয়া ঝল্‌-মল্ করিতেছে। কণ্ঠদেশে মুক্তার মালা দুলিতেছে, হস্ত-প্রকোষ্ঠে হীরক-খচিত সুবর্ণের ব্রেস্‌লেট, চম্পককোরকনিন্দ সুঠাম অঙ্গুলিতে বহু-মূল্য রত্নাঙ্গুরীয়! এই সকলই সুপ্রকাশের উপহার।

শীলা প্রথমে গিয়া তাহার কাকাকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন, "বেঁচে থাক মা! সুখে থাক!" তাহার পর সে খুড়ীমাকে প্রণাম করিলে, তিনি বলিলেন, "রাজ-রাজেশ্বরী হ'য়ে সুখে রাজ্যি কর মা!" তাহার পর তিনি কাগজে মোড়া একটি প্যাকেট বাহির করিয়া শীলার হস্তে দিলেন। এক-খানি মুর্শিদাবাদী শাড়ী, একটি রূপার সিন্দুর-কৌটা ও একগাছি সোনা-বাঁধান লোহ-বলয় তাহাতে ছিল। লোহা-গাছটি হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "এইটি বিয়ের পর হাতে দিও! আমার এই কৌটোটির সিঁদুর আছে, পোরো।"

খুড়ীমা কর্তব্য সমাপন করিয়া বিদায় দিলে, রমা শীলাকে চুপি চুপি বলিল, "এইবার একবার ও-ঘরে চল, একজন যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন!" ইহা শুনিয়া শীলা লজ্জায় মুখ নত করিয়া তাহার সহিত কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। সেখানে সুপ্রকাশ অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। তিনি রমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, এক-বার শীলাকে ডাকিয়া আনিতে। সেইজন্য রমা শীলাকে সেই ঘরে আনিয়া সুপ্রকাশকে বলিল, "যা কথা বলবার আছে, বলে নিন; আমি পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। এখনি ত বিয়ে হ'বে, আর কোন্ শান্ত-সমুদ্দুর তেরো-নদী পারে নিয়ে চলে যাবেন! যতটুকু পারি, আমরা একটু কথা কয়ে নিই। দেখুন, শীলাকে কেমন সাজিয়েছি! এর জন্যে আমায় পুরস্কার দিতে হবে।"

সুপ্রকাশ পকেট হইতে একটি ছোট বাক্স লইয়া বলিলেন, "এই তোমার পুরস্কার। ইংরাজেরা 'ব্রাইড্‌স্ মেড্‌কে' (মিত কনেকে) একটা কোরে উপহার দেন; আমাদের ত তা নেই। কিন্তু তুমি আমার সত্যিকার 'ব্রাইড্‌স্ মেড'!" রমা তাহা লইয়া খুলিয়া দেখিল, একটি অতিসুন্দর ক্ষুদ্র সুবর্ণনির্ম্মিত সময়-রক্ষক! সে তাড়াতাড়ি দিদিমাকে তাহা দেখাইতে গেল।

সুপ্রকাশ শীলার প্রতি বিমুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "শীলা! তোমায় কি সুন্দর দেখাচ্ছে! সত্যি, তুমি আমার হবে? এখনো দেখ; ভেবে দেখ নিজেকে কি আমার হাতে সমর্পণ কোর্তে পার্ব্বে? আমাকে বিশ্বাস কোর্ত্তে পার্ব্বে? এখনো ভেবে দেখ; না হলে, পরে আর শত চেষ্টাতেও মুক্তি পাবে না!"

শীলা স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিল, "আমায় এখনো বিশ্বাস হ'ল না? আমি তোমার ধন-ঐশ্বর্য্য কিছুই জানতাম না, এখনও চাই না। আমি তোমাকে পেলেই সুখী হব। আশা করি, জীবনে তোমায় বিশ্বাস কোরে সুখী হতে পার্ব্বো। তুমি বরং ভেবে দেখ, আমার চেয়ে কত উপযুক্ত স্ত্রী তোমার হ'ত। আমার মত অসহায় স্ত্রী না পেয়ে কত উঁচু ঘরের মেয়েকে স্ত্রী কোর্ত্তে পারতে!"

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) আমি পৃথিবীর কিছুই চাই না। আমার ধন ঐশ্বর্য্য সব চলে যাক্; আমার সর্ব্বস্ব-রত্ন তুমি; তোমায় পেলেই আমি সুখী। তুমি আমার একমাত্র লক্ষ্য। আমি আর কিছু চাই না।

রমা এই সময় আসিয়া বলিল, "পাঁচ মিনিট হয়ে গেল। দিদিমা আপনাকে ডাকছেন; বিয়ের সময় হ'য়েছে, আপনি যান্, আমি শীলাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

সুপ্রকাশ যাইবার সময় একবার শীলার প্রতি চাহিয়া চলিয়া গেলেন। রমা কিয়ৎক্ষণ পরে শীলাকে লইয়া বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইল। সেখানে অতি অল্প ব্যক্তিই ছিলেন। ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে

বিবাহকার্য্য সমাধা হইল। তখন আচার্য্য-মহাশয় মন্ত্র পড়াইলেন ও তাঁহারা তাহা আবৃত্তি করিলেন,—"আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক, তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক, এবং আমাদের উভয়ের হৃদয় মিলিত হইয়া এক ঈশ্বরের হউক।"—তখন উভয়ের বদনে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব জাগিয়া উঠিল। আচার্য্যের উপদেশান্তে বিবাহ শেষ হইল। বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর, মিসেস্ ব্যানার্জ্জি সুপ্রকাশ ও শীলাকে লইয়া শীলার খুড়ীমার নিকট উপস্থিত হইলেন। উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া শীলাকে লোহাগাছটি পরিতে অনুরোধ করিলেন।

আহারাদির পরেই তাঁহারা যাত্রা করিবেন। যাত্রার পূর্ব্বে রমা শীলার সহিত তাহার কক্ষে গিয়া তাহার পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিতে লাগিল। বিবাহের বস্ত্রাদি তুলিয়া রাখা হইল। শীলার খুড়ীমা সেই কক্ষে আসিয়া শীলার হস্তে লোহাগাছটি পরাইয়া দিলেন ও বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, জামাই যেন প্রথমে সিন্দুর-টুকু সীমন্তে পরাইয়া দেন। রমা বলিল, "তা জামাই বা কেন দেবে? আমিই না হয় দিয়ে দিই?"

খুড়িমা। না না, সে কি হয়? সে যে অলক্ষণ হবে।

বস্ত্রাদি-পরিবর্ত্তনের সময় 'ব্যাগ' হইতে সুপ্রকাশ-প্রদত্ত সেই চিঠির প্যাকেটটা বাহির হইয়া পড়িলে, রমা জিজ্ঞাসা করিল, "এ যে মিঃ রায়ের লেখা! এতে কি?—চিঠি বুঝি?"

শীলা। আমি নিজেই জানি না, কি আছে। বিয়ের আগে খুলতে মানা কোরেছিলেন; বলেছিলেন "বিয়ের পর দেখো।"

রমা। এই বার তা'হলে খুলে দেখ।

শীলা সেটী খুলিয়া যাহা পড়িল তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া রমার হাতে দিল। রমা তাহা দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "ওমা! এ যে দান-পত্র গো—(Deed of Gift)! তিনি তোমায় কটকের বাড়ী ও জমীদারীটা বিবাহের উপহার-স্বরূপ দান করেছেন।" শীলা বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। শীলার খুড়ীমা আনন্দের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "তোমার নামে কটকের জমীদারী লিখে দিয়েছেন। তুমি যে মা, তা'হলে লক্ষেশ্বরী হ'লে! আমরা তা'হ'লে তোমার জন্যেই প্রতিপালিত হচ্ছি। বেঁচে থাক মা! সুখে থাক। তোমার কল্যাণ হোক।"

শীলা রমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কি করিব?"

রমা। (হাসিয়া) ফেলে দাও। কি বোকা! জান না? তুলে রেখে দাও।

শীলা ব্যাগে তুলিয়া রাখিতে গিয়া দেখিল যে, তাহার পার্শ্বে আর একটা কি প্যাকেট আছে; তুলিয়া দেখে যে, লজেঞ্জসের প্যাকেট। মোটরে করিয়া যখন বেড়াইতে যায়, তখন অমিয় তাহাকে রাখিতে দিয়াছিল। প্যাকেটটা খুলিতেই দেখিল, একখান চিঠি। তাড়াতাড়ি সে একবার চোখ বুলাইয়া দেখিল, নীচে নাম রহিয়াছে—লীলাবতী। চিঠিটি স্ত্রীলোকের হাতের লেখা। সে আবার তাহা মুড়িয়া ব্যাগে রাখিয়া দিল।

আহারাদি শেষ হইলে ক্রমে যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। নগেন্দ্র ইত্যাদি ইতঃপূর্ব্বেই 'ষ্টেশনে' চলিয়া গিয়াছে। সুপ্রকাশ প্রণামান্তে রামলোচন-বাবুর হস্তে বাড়ীর চাবিটী দিয়া বলিলেন, "আপনি একটু অনুগ্রহ কোরে সব দেখবেন, জিনিস-পত্র-গুলো যেন খারাপ না হয়ে যায়। আমরা শীতকালে আবার এখানেই আসব।"

রামলোচন। দেখব বই কি। অনুগ্রহেই বেঁচে আছি। শীতকালে তা'হলে নিশ্চই আসবেন।

এমন সময় রমা আসিয়া পড়িল ও বলিল, "মিঃ

রায়! আপ্‌নি শীলার নামে কটকের জমীদারী, বাড়ী—সব লিখে দিয়েছেন, সে ত দেখে অবাক! আমায় জিজ্ঞেসা কল্লে, সে কাগজ নিয়ে কি কোর্ব্বে? আমি বল্লাম, 'ফেলে দাও।' কেমন মজা! আচ্ছা, মিঃ রায় সে-দিন মিসেস্ মল্লিকের কাছে ও কি-সব কথা শুন্‌লাম! 'ডাইভোর্স কেস্' কি?

সুপ্রকাশ। (ব্যস্তভাবে) রমা, ও-কথা মুখে এনো না। শীলার সম্মুখে বোল না। ও-সব কথার কোন আবশ্যকতা নেই।

তাহার পর অতিগোপনে তিনি রমাকে কয়েকটী কি কথা বলিলেন।

রমা। কিন্তু শীলা যদি পরে জানে, তা হ'লে কি ভাল হবে?

সুপ্রকাশ আবার তাহাকে দু'চার কথায় কি বুঝাইয়া দিলে, সে নীরবে চলিয়া গেল।

রামলোচন। (বিস্মিতভাবে) শীলার নামে কটকের সব জমীদারী ও বাড়ী লিখে দিয়েছেন! উঃ কি উদার স্বভাব আপ্‌নার! শুধু অর্থ হলে হয় না, এমন উদার মন ত দেখি নি! আশ্চর্য্য! আপ্‌নাকে আমরা একেবারেই চিন্‌তে পারি নি।

ট্রেনের সময় হইয়া আসিল। মিসেস্ ব্যানার্জির নিকট বিদায় লইতে, খুড়ীমা প্রভৃতিকে প্রণাম করিতে ও কথা বলিতে, অমিয়কে সান্ত্বনা দিতে অনেক সময় চলিয়া গেল। অমিয় কেবল কাঁদিয়া বলে, "দিদি ভাই, আবার তুমি কবে আস্‌বে? শীগ্‌গীর এসো। তোমায় ছেড়ে বেশী দিন থাকতে পার্ব্ব না, দিদি ভাই!" শীলা তাহাকে শান্ত করিয়া বলে, "শীগ্‌গীর আস্‌ব বই কি! ইত্যাদি।"

গাড়ী-বারাণ্ডার সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইয়া। সুপ্রকাশ শীলাকে হস্ত-ধারণপূর্ব্বক গাড়ীতে তুলিয়া নিজে সকলকে অভিবাদন করিয়া, রমাকে টুপি তুলিয়া বিদায় জানাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। রমা তাড়াতাড়ি এক পাটি বনাতের জুতা আনিয়া অন্যের অলক্ষ্যে গাড়ীর দিকে ছুড়িয়া দিয়া বলিল, "I wish you both good luck."—(তোমাদের দু'জনার মঙ্গল হোক্)। সেই মঙ্গল আশীর্ব্বাদের ভিতর দিয়া গাড়ী দ্রুত ছুটিয়া চলিয়া গেল। শীলার কাকা ও খুড়ীমা অমিয়কে লইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

গাড়ী ষ্টেসনে আসিল। পূর্ব্ব হইতেই অভ্যাস্থ পরিচারক সে-স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল। গাড়ী রিজার্ভ হইয়াছিল। সুপ্রকাশ সযত্নে শীলাকে লইয়া গাড়ীতে তুলিলেন। তখন রাত্রি অনেক। ষ্টেসনে গ্যাসের আলোক জ্বলিতেছে। কুলিদের ছুটাছুটি। জগতের সকল স্থান অপেক্ষা এই ষ্টেশনের কাছে যেন অন্য প্রকার ভাব! প্রতিদিনই ট্রেন যাইতেছে, আর প্রতিদিনই সেই সজীবতা, সেই ছুটা-ছুটি, সেই কোলাহল!—ইহার যেন বিরাম নাই! প্রতিদিনই কত যাত্রী ছুটিতেছে! সকলের মুখেই ব্যাকুলতা, সকলেই যেন মনের মধ্যে একটা বিশেষ ভাব লইয়া চলিতেছে!

সুপ্রকাশ শীলার জন্য আরামের সকল প্রকার আয়োজন করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ট্রেন হস্ হস্ করিয়া আপনার গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিল।

(২২)

কটক হইতে কলিকাতায় আসিয়া সেই দিনই সুপ্রকাশ পঞ্জাব-মেলে সিমলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শীলার এই ট্রেনের যাত্রা খুবই ভাল লাগিল। কত ষ্টেসনের পর ষ্টেসন আসিতেছে। যত বড় ষ্টেসন আসে, সে মুখ বাড়াইয়া দেখে। এই-রূপে যখন পরদিন দ্বিপ্রহরে গাড়ী এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন যমুনার সেতুর উপর দিয়া ট্রেণ গুরু-গম্ভীর গতিতে চলিতে লাগিল। উপরে ট্রেন, মধ্যে মানব, নীচে কলনাদিনী নদী!—যমুনার কাল জল ঢলঢল্ করিতেছে। দূরে কয়েকখানি নৌকা-বক্ষ

হইয়াছে ; যমুনার ধারে কত লোক! গাড়ী ক্রমশঃ ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী হইল। দুই ধারেই সারি সারি গৃহ। ষ্টেসনে গাড়ী থামিবামাত্র যখন শীলা মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সারি সারি লোক ছুটাছুটি করিতেছে, কত ফিরিওলা খেলনা লইয়া, পুঁতির চুড়ি, ছোট ছোট টিপাই, মোড়া ইত্যাদি লইয়া ঘুরিতেছে, কত ফল-ওয়ালা ঝুড়ি ঝুড়ি ফল [illegible] চলিতেছে ; চাউল আর পান ফল, আতা, ন্যাসপাতি, সেউ, আম, আঙ্গুর, কিছুরই অভাব নাই ; এমন সময় সে দেখিল, অন্নদাবাবু ছুটিতে ছুটিতে সেই দিকে আসিতেছেন। প্রতি-গাড়ীতে এক একবার চাহিয়া দেখিতেছেন। অবশেষে শীলাদের গাড়ীর কাছে আসিয়া উপস্থিত। শীলা তাঁহাকে দেখিবামাত্র ব্যস্তভাবে বলিল, "এই যে কাকাবাবু! আপনি কোথা থেকে এলেন।" তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "তোমরা সিমলা যাচ্ছ, শুনে এসেছি। এখান থেকে কাণপুর পর্য্যন্ত তোমাদের সঙ্গে এই ট্রেনে যাব।" সুপ্রকাশ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "অন্য গাড়ীতে কেন যাবেন? এই গাড়ীতে আসুন। মশায়ের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বেও দেখা হয়েছিল ; বোধ হয়, চিনতে পারছেন না।"

অন্নদাবাবু গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "হাঁ, মনে হচ্ছে ; সেই বোম্বাইতে গিয়েছিলাম, আপনিও ছিলেন,—একদিন খুব গান-বাজনা হ'ল। তা আপনি এখন কত দিন সিমলায় থাকবেন?"

সুপ্রকাশ। (শীলার প্রতি চাহিয়া) যত দিন এঁর ভাল লাগ্‌বে, ততদিন থাকা হবে।

অন্নদাবাবু। যখন ফিরবেন অনুগ্রহ করে যদি লক্ষ্ণৌতে পায়ের ধুলা দেন, তা হলে সকলেই আপনাদের দেখে সুখী হবেন। শীলা আমার নিজের কন্যার মত, বড় লক্ষ্মী মেয়ে। যা হোক' ঈশ্বরের কৃপায় এখন আপনার হাতে পড়েছে, আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম।

শীলা দূর-দেশে অন্নদাবাবুকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দানুভব করিতেছিল। সুপ্রকাশ টিফিন বাস্কেট হইতে মিষ্টান্ন ইত্যাদি বাহির করিয়া দিলে, শীলা সেগুলি লইয়া অন্নদাবাবুর হস্তে দিল। অন্নদাবাবু পরিতোষ-সহকারে তাহা আহার করিলেন। ক্রমে গাড়ী কানপুর-ষ্টেসনে উপস্থিত হইলে অন্নদাবাবু গাড়ী হইতে নামিলেন ও শীলাকে বলিলেন, "মা! তোমার যখন যা দরকার হবে, আমায় জানিও। তোমার বাবা আমার অন্তরের বন্ধু ছিলেন ; তোমায় আমি নিজের কন্যার মতই জানি।"

শীলার সকল কথা মানস-পটে জাগ্রৎ হইয়া উঠিল, চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। ট্রেনের আর সময় ধরা থাকে না। দেখিতে দেখিতে ট্রেন ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। অন্নদাবাবু বিষণ্ণ অন্তরে লক্ষ্ণৌর ট্রেন ধরিতে চলিয়া গেলেন।

সুপ্রকাশ শীলার স্বচ্ছন্দতার জন্য সকল প্রকার আয়োজন করিয়াছিলেন। যখনকার যাহা তখনই তাহা যোগাইতেছিলেন। সে আদর-যত্নে শীলা যেন বড়ই সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল। কোন্ দিকে বসিলে একটু রৌদ্র কম হয়, কোথায় বসিলে ভাল দেখা যায়, এইরূপভাবে শীলাকে নড়াইতে সরাইতে অনেক সময় কাটিয়া যাইতেছিল। শীলার নয়ন-সম্মুখে প্রান্তরের পর প্রান্তর শ্যামল সুন্দর শোভা ধারণ করিয়া আলেখ্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। চারিদিকে শস্যভারে ক্ষেত্রগুলির কি বিচিত্র শ্যাম-শোভা! নানাজাতীয় শস্য। কোনও ক্ষেত্র সরিষার ফুলে শুধু হরিদ্রাবর্ণ হইয়া আছে, কোথায় বা শুধু অড়হর-ক্ষেত্র। কোথায় দীর্ঘ দীর্ঘ মকাই-শ্রেণী! কোথাও নির্ভয়ে বিচরণশীল গাভীর দল ট্রেনের শব্দে পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। রাখাল-বালকেরা পাঁচন-বাড়ি-হস্তে দাঁড়াইয়া ট্রেনের দিকে হাত ঢুলাইয়া দেখাইতেছে। ট্রেনের দুই পার্শ্বে টেলিগ্রাফের তারে মধ্যে মধ্যে কত চিত্র-বিচিত্র পক্ষী উপবিষ্ট রহিয়াছে। কোথাও বা ফিঙ্গে, কোথাও বা বুল-বুলি, কোথাও টিয়, আর কোথাও বা মস্ত এক চিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার অবগুণ্ঠনের মত পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলিল। ট্রেনে বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিয়া উঠিল।

পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা কাল্কায় পহু-ছিলেন। কালকা হইতে ক্ষুদ্র ট্রেনে করিয়া তাঁহারা সিম্‌লা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই ক্ষুদ্র ট্রেনে শীলার বড়ই আনন্দ হইতেছিল। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে শীলা দেখিল, একস্থানে একপাল ময়ূর চরিতেছে। সে আনন্দে বলিয়া উঠিল, "দেখ দেখ কত, ময়ূর!"

সুপ্রকাশ বলিলেন, "আমার সব চেয়ে সিম্‌লা ভাল লাগে। এমন সুন্দর দেশ দেখে তুমিও কত খুসী হবে।"

ট্রেন সর্প-গতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর শৈলে আরোহন করি-তেছে। ধরমশালা-ষ্টেসন পার হইয়া টনেলের পর টনেলের মধ্য দিয়া ট্রেন চলিতে লাগিল। যখন টনেল আসে, তখনি কক্ষের বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিয়া উঠে; কক্ষ ধূমরাশিতে পূর্ণ হয়। আবার টনেল পার হইয়া গেলে হিমালয়ের স্নিগ্ধ বাতাসে শরীর ও মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে! কি সুন্দর বাতাস বহিতে থাকে। নীল উপত্যকার মত কাল্‌কা পড়িয়া রহিয়াছে। উপরে উচ্চ শৈল-শিখরে ট্রেন দ্রুত ধাবিত হইতেছে। পার্শ্ব দিয়া টাঙ্গার পথ চলিয়াছে, তাহাতে দুই একটা টঙ্গা চলিয়াছে। মধ্যে সেনা-নিবাস। চারিদিকে বস্ত্রাবাসে সৈনিকেরা ট্রেনের ধারে ধারে দাঁড়াইয়া আছে। কেহ আপ-নার বস্ত্রাবাসের নিকট দাঁড়াইয়া চায়ের প্লেট ঠিক করিতেছে, কেহ রন্ধনের উদ্যোগ করিয়া ছুরি দিয়া আলু ছাড়াইতেছে। কাহারও বা গাত্রে নীল-বর্ণের সার্ট, হস্তে নানাপ্রকার উদ্ভিদ দাগ। কেহ খড়ের গাদার উপর অলসভাবে বসিয়া আছে; তাহার কাছে অনেক অশ্বতরী চরিতেছে।

ক্রমে ক্রমে গাড়ী তারাদেবী-ষ্টেসনের নিকট আসিলে, শীলা সেখান হইতে সিম্‌লা নগরী সুন্দর দেখিতে পাইল। বড়লাট-প্রাসাদের পতাকা উচ্চ শৈল-শিখরে উড়িয়া গগন স্পর্শ করিতেছে। সুপ্রকাশ শীলাকে বলিলেন, "এইখান থেকে 'সমার-হিল' ষ্টেসন,এইখান থেকে বড়লাটের প্রাসাদে যেতে হয়।"

ক্রমে ট্রেন সিম্‌লা অভিমুখে ধাবিত হইল। সহর আসিয়া পড়িয়াছে। নীচে টঙ্গা রোড, তাহাতে সুন্দর পাইন-শ্রেণী,—যেন চিত্রিত ছবির মত দেখাইতেছে। ট্রেন মৃদু-মন্থর গতিতে ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুপ্রকাশ ব্যস্তভাবে নামিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুরাতন ভৃত্য দুইখানি সুন্দর নূতন রিক্স লইয়া নব-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করি-তেছে। তিনি শীলার 'হ্যাণ্ডব্যাগ'টি ও ব্যাগ-দুই-খানি লইয়া শীলাকে রিক্‌সে বসাইয়া দিলেন ও ভৃত্যকে দ্রব্যাদি লইয়া আসিতে আজ্ঞা দিয়া নিজে রিকসারোহণ করিয়া রিক্‌সকে দ্রুত ছুটাইয়া চলিতে বলিলেন। রিক্স নিম্ন ভূমি হইতে ক্রমশঃ উচ্চশৈলে আরোহন করিতে লাগিল। দুই পার্শ্বে সজ্জিত দোকান-শ্রেণী, সেক্রেটেরিএট্ আফিস্ ইত্যাদি ছাড়াইয়া ম্যালেতে গিয়া পড়িলে, শীলা সেখানে ব্যাণ্ড্ ষ্ট্যাণ্ড্ দেখিল। দূরে সাহেবদের গির্জ্জা। সেই পাশ দিয়া রিক্স ঘুরিয়া জ্যাকোর দিকে চলিল। জ্যাকো-হিল একটি শৈলশৃঙ্গের নাম। তাহা সিম্‌লার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শৈল। পথে আসিতে

আসিতে শীলা দেখিল, সুন্দর সৌধশ্রেণী, সম্মুখে ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া আছে, ডালিয়া রূপের আলোয় পথ আলো করিয়া আছে, কস্‌মস্ ইত্যাদি পুষ্পবৃক্ষ ফুলভারে অবনত হইয়া আছে, সাহেবদের সুসজ্জিত ছেলে-মেয়েরা আয়ার সহিত বা বেহারার সহিত বেড়াইতেছে; তাহাদের গোলাপী কাপোল যেন ফুটন্ত ফুলের মত দেখাইতেছে, কত সাহেব-মেম দ্রুত-পদে ছাতা-মাথায় চলিয়া যাইতেছেন; রিকসতেও কত সাহেব-মেম চলিয়াছেন; দু-একটি বাঙ্গালী মহিলাও চলিয়া গেলেন ও শীলার প্রতি বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে চাহিলেন।

'জ্যাকো হিলে'ই মিঃ রায়ের বাড়ী। রিক্স ক্রমে ফটকে প্রবেশ করিল। শীলা দেখিল, সুন্দর একখানি বাড়ী, খুব বৃহৎও নয়, খুব ক্ষুদ্রও নয়। কয়েকজন পরিচারক অপেক্ষা করিতেছিল; সুপ্রকাশ শীলাকে লইয়া যেমন নামিলেন, তাহারা অভিবাদন করিল। বারান্দার সম্মুখে নানাপ্রকার রঙ্গিন ছোট ছোট টবে নানাপ্রকার অর্কিডের গাছ দুলিতেছে, নানাজাতীয় ফার্ণের গাছ সাজান রহিয়াছে। সম্মুখের একখণ্ড ভূমিতে সুন্দর বিকসিত পুষ্প-কানন। শীলা দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সুপ্রকাশ শীলাকে লইয়া সমস্ত বাড়ীটি দেখাইলেন ও বলিলেন, "যদি তোমার কিছু পরিবর্ত্তন কর্ত্তে ইচ্ছা হয়, ক্রমে কোরো।" শীলা দেখিল, দুইটী শয়নের কক্ষ রহিয়াছে। দুইটি ছোট-বড় বসিবার কক্ষ। এতদ্ভিন্ন আহারের কক্ষ ইত্যাদি সুসজ্জিত রহিয়াছে। সে লজ্জা-নম্র আননে বলিল, "এত বেশ রয়েছে, এর আবার কি পরিবর্ত্তন হবে?"

সুপ্রকাশ। মা প্রায় এখানে এসে থাকতেন, তাই আমারও আসতে হ'ত। সব দেশের চেয়ে সিমলা আমার বড় ভাল লাগে। এখানে অনেক জানাশোনা লোক আছে। দেখ না, কি রকম নিমন্ত্রণের ধুম লেগে যাবে! এইরূপ সময় বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল—"চা প্রস্তুত"।

সুপ্রকাশ শীলাকে বলিলেন, "শুধু মুখ-হাত ধুয়ে এস, তারপর সব গোছান হবে।" এই বলিয়া তিনি অন্য কক্ষে চলিয়া গেলেন। শীলা শয্যা-প্রান্তে বসিয়া পড়িল। সে ভাবিল, সে এমন কি পুণ্য করিয়াছিল যে, তাহার জন্য সে এত সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইল! সে যুক্তহস্তে জগদীশ্বরের চরণে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিয়া, তাহার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা সমর্পণ করিল।

সুপ্রকাশ আসিয়া শীলাকে লইয়া চায়ের টেবিলের নিকট বসিল। সুন্দর সুসজ্জিত টেবিলে চায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুপ্রকাশ আহারে বসিয়া বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আয়া ঠিক্ হুয়া?"

বেহারা। হুজুর সব ঠিক্ হ্যায়। আয়া মেম্-সা'বকো কাম্‌রাকো পাশ হ্যায়।

শীলা। আবার আয়া কি হবে? আমার সব কাজ আমি কোরে নিতে পার্ব্ব।

সুপ্রকাশ। দেখতেই পাবে। এখানে এত বেড়ানর ধুম! আজ এখানে যাওয়া, কাল সেখানে যাওয়া। তুমি নিজের কিছুই দেখতে পার্ব্বে না।

শীলা। তুমি দেখছি আমার সমস্ত অভ্যাস বদ্‌লে দেবে। শেষে আমি নিজের হাতে আর কিছু কোর্ত্তে পার্ব্ব না; জড়-পদার্থ হয়ে পড়বো!

সুপ্রকাশ। তোমায় সুখী কোর্ত্তে পারেই আমি সুখী হব। আমার আর অন্য কোন চিন্তা নেই।

শীলা। আমাকে সুখী কোর্ত্তে চেষ্টা করা, বুঝি, এত কষ্টসাধ্য?

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) তা কেন? তবু তোমার যাতে আরাম হয়, আমার ত তাই কোর্ত্তে হবে।

আহারাদির পর উভয়ে আপন আপন দ্রব্যাদি কিছু কিছু গুছাইয়া ফেলিলেন। আয়া আসিয়া শীলাকে সাহায্য করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় উভয়েই সেই গৃহের সম্মুখে একটু বেড়াইতে লাগিলেন। শীলা যে দিকে চাহিয়া দেখে, তাহার হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দ-রসে পূর্ণ হয়। হিমালয়ের সেই অতুল শোভায় কাহার প্রাণ না মুগ্ধ হয়। সেই অভ্রভেদী শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া চারিদিকের বৃক্ষ, ফুল, লতা-পাতায় সরস শ্যামল সৌন্দর্য্য দেখিলে কাহার প্রাণ না বিমোহিত হয়। সেই সুন্দর শীতল বায়ুতে শরীরের সকল অবসাদ দূর হইয়া যায়। পথশ্রমের সকল শ্রান্তি অল্পক্ষণের মধ্যেই চলিয়া যায়। মনে ও শরীরে যেন নবীন শক্তি ফিরিয়া আসে। শীলা দেখিতেছিল যে, ধূমের মত ও শুভ্র তুলারাশির মত মেঘ ভাসিয়া আসিতেছে। মেঘ নীচে, শীলা উপরে। সহসা কুয়াসা আসিয়া সব ছাইয়া ফেলিল, সম্মুখের কোন দ্রব্যই দেখা যায় না। আবার পরক্ষণেই তাহা ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

সুপ্রকাশ শীলাকে লইয়া বসিবার কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। তখন গৃহে বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে, গৃহসামগ্রী সব সুন্দর ও সুরুচির পরিচয় দিতেছে। সুপ্রকাশ শীলাকে কক্ষস্থ বৃহৎ অয়েল-পেণ্টিংএর কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, "শীলা, এই আমার মায়ের ছবি। নমস্কার কর।" শীলা নমস্কার করিলে সুপ্রকাশও নমস্কার করিল। শীলা চাহিয়া দেখিল,সুন্দর শান্ত মুখশ্রী; সুপ্রকাশের মুখের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সুপ্রকাশ অন্য প্রান্তে আর একখানি অয়েল পেণ্টিংএর কাছে গিয়া বলিলেন, "এই দেখ আমার বাবার ছবি।" শীলা ও সুপ্রকাশ তাঁহাকে প্রণাম করিল।

সুপ্রকাশ শীলাকে বলিলেন, "আমার মা বেশী দিন ইহলোক পরিত্যাগ করেন নি। বাবা যাবার পর তাঁর মনের কষ্টে শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তারপর তাঁর আরো শোক লাগে। আমার একটী ছোট বোন ছিল; মা তাকে অকালে হারিয়ে আর সে শোক সহ্য কোর্ত্তে পারলেন না। অনেক চেষ্টা কোরেও তাঁর স্বাস্থ্য আর ভাল হ'ল না। কত দেশ-দেশান্তরে নিয়ে তাঁকে বেড়িয়েছি, তবু সারল না। তিনি ৬।৭ বৎসর এক রকম শয্যাগতেই ছিলেন। প্রতি-গ্রীষ্মকালে সিমলায় আসতেন। এই সকল দ্রব্যই মা ব্যবহার কোরেছেন, তাই সিমলার বাড়ী আমার বড় প্রিয়। এখানে আসলেই যেন মনে হয়, মা আমার কাছেই আছেন। এই সিমলাতেই তিনি ইহলোক থেকে চলে যান।"

শীলা শুধু শুনিতেছিল ও মনে করিতেছিল, কি "গভীর মাতৃভক্তি! তাহারও তাহার পিতার কথা মনে হইতেছিল। বহুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর শীলা বলিল, "যখন এখান থেকে ফিরবে, একবার লক্ষ্ণৌতে যেও। সেখানে আর একবার যেতে ভারি ইচ্ছে করে।"

সুপ্রকাশ। তা নিয়ে যাব বই কি। যেখানে বলবে সেইখানে নিয়ে যাব। এখানেও অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবে। আজই ত আসবার সময় মিসেস্ দত্তকে দেখলাম। তিনি নিশ্চয়ই কাল তোমায় দেখতে আসবেন।

কথা বলিতে বলিতে সুপ্রকাশ বারান্দার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। বারান্দা সব কাঁচের সার্সি দিয়া মণ্ডিত। শরতের জ্যোৎস্নায় হিমালয় হাসিতেছে। তিনি শীলাকে ডাকিলেন, "শীলা এস, দেখ কি সুন্দর জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্নার যে এত শোভা হয়, তা আর অন্যত্র বোঝা যায় না।" শীলা মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিল। জ্যোৎস্না বৃক্ষে, লতায়-পাতায় পুষ্পে পড়িয়া কি সুন্দর দেখাইতেছে! দেখিলে, মনে কি গম্ভীর ও মহান্ ভাবের উদ্রেক হয়! যে

জ্যোৎস্না লোকের চক্ষুপথে সর্ব্বদাই পড়িতেছে, সকল সময় তাহার বিশেষত্ব বুঝা যায় না। যখন মনের মধ্যে জ্যোৎস্না-প্রবাহ বহিতে থাকে, যখন সকলই আনন্দ ও প্রেমপূর্ণ হয়, তখনই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মনে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হয়!

(ক্রমশঃ)

শ্রী সরোজকুমারী দেবী।

বিবাহ-মঙ্গল।

(গান)

পুর-নারী-কণ্ঠে বাজিল শঙ্খ, বিবাহ-পর্ব্বে,
মধুর-মন্ত্রে ঘোষিল বারতা,—মঙ্গল সর্ব্বে।
চমকি চপলা দীপ্তিয়া, চাটু চটুল-হাস্যে,
পুণ্য-প্রোজ্জ্বল-পুলকে নাচিছে পরাণ লাস্যে।

"বিশ্ববারা", "ঘোষা" ও "সূর্য্যা" গাহিল বেদ-মন্ত্রে;
"জুহু", "গোধা", "শচী, "ইন্দ্রাণী" বলিল প্রেম-যন্ত্রে।
"যমী," "সার্পরাজ্ঞী", "শশ্বতী", "রোমশা", আর "শ্রদ্ধা",
প্রেম ধর্ম্ম শিখায়, "বধ্রিমতী" ও "লোপমুদ্রা"।

বিদুষী নারী ছিল গো, "সুলভা", "গার্গী," "মৈত্রেয়ী",
উজ্জ্বলতমা "মদালসা", "শবরী" ও "আত্রেয়ী"।
পুণ্য-ভারতের ছিল গো, "সীতা", "সাবিত্রী" সতী;
তাঁহাদের পদে রেখো গো, রেখো গো ভক্তি মতি।

বৌদ্ধযুগের "শুক্লা", "সোমা", "প্রভবা," "সৌদামিনী",
"ক্ষামনন্দী," "ক্ষেমা," "কুবলয়া," "সুপ্রিয়া," "মালিনী"
অশোক দুহিতা "সংঘমিত্রা," শিখাল অহিংসা-ধর্ম্ম।
"কাশী-সুন্দরী" ও "রুক্মাবতী" করিল নিষ্কাম-কর্ম্ম।

"উভয়-ভারতী" বিচারিলা "মণ্ডন"-"শঙ্কর"-তর্ক।
অঙ্ক-শাস্ত্র গড়িলা "লীলাবতী," যেন হে মধুপর্ক
"বৈজয়ন্তী," "প্রিয়ম্বদা," জন্মিলা যেন বঙ্গের বাণী!
ধন্য করিলা বঙ্গে—"আনন্দময়ী", বৈদ্য-কুল-রাণী।

রাণী "দুর্গাবতী" যুঝিল সম্মুখ-রণ রঙ্গে।
প্রজা-ত্রাতা "রাণী ভবানী" শান্তি স্থাপিল বঙ্গে।
"রাণী অহল্যা বাই" বিখ্যাত রাজ নীতি-শাস্ত্রে,
দীন-জনে তুষিল কতই, বিদ্যা-অন্ন-বস্ত্রে।

ভারত-বালা, ছিল না অবলা, জেনেছি বহু শৌর্য্যে,
ছিল মহীয়সী তা'রা, প্রেম, দয়া, ক্ষমা আর ধৈর্য্যে;
ভারতে সতীর গর্ব্ব, দেখায়েছে গো "রাণী পদ্মিনী";
প্রাচ্য-নারী-গুণ-গাথা স্মরি, হও পতি-সোহাগিনী।

আর্য্য-নারীর কর্ত্তব্য জ্ঞাপিয়া বাজিছে পাঞ্চজন্য,
সনাতন পন্থা অনুসরি, কর হে নিজেকে ধন্য।
কর হে আনন্দে, রূপ-রস-গন্ধ দর্শন ও স্পর্শ,
পাইবে গো অতুল, অসীম, অনন্ত, পবিত্র হর্ষ।

কনক-কঙ্কণে, মধুর নিক্কণে, ঐ যোষিত-বৃন্দ
আশিস মাগে, নন্দ-নন্দন, গোবিন্দ-পদারবিন্দ।
দীপ্তিয়া উঠুক তোমার, বিনয়-নম্র-যশঃসূর্য্য।
পতি-ভক্তি, দিগ্ দিগন্তে, হউক নিনাদিত তূর্য্য।

ধন্য হও হে করিয়া লক্ষ্য, পতি-সেবা-ধর্ম্ম-বৃত্তি।
জীবন ভরিয়া, সেবা করিয়া, লভ আত্মার তৃপ্তি।
পরাণ ভরিয়া, আশিস করিয়া, দিতেছি ধান্য-দূর্ব্বা।
নিজ গুণে হও ওগো, শ্বশুর-কুলের সর্ব্বে-সর্ব্বা।

শ্রী গিরিজাপ্রসন্ন সেন।

ভ্রম সংশোধন।

গত মাঘ-সংখ্যার ৩৬৮ ও ৩৭০ পৃষ্ঠার ২য় ও ১ম স্তম্ভে যে পদ্যে বঙ্গানুবাদ ("সখা ভাবে" ... ও "অস্ফুট জীবন" ... ... ইত্যাদি) আছে, উহা foot-note ফুট্‌নোট্ হইবে। উহা লেখিকা বিরচিত নহে। উহা অনুবাদকের।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 644.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪৪ সংখ্যা। | চৈত্র, ১৩২৩। এপ্রেল, ১৯১৭। | ১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

বর্ষশেষে।

ধীরে ধীরে ওই আসে আর যায়,
বর্ষ-ঢেউগুলি ধরণীর গায়!
কেন আসে তারা! কেন চলে যায়!—
কোথা চলে যায়!—বিমুগ্ধ হৃদয়!

ষড়্ ঋতু আনি অর্ঘের ডালি,
একে একে তার দেয় পায়ে ঢালি;
কত বিচিত্র বিহগ-কাকলী
বরি লয় তারে হ'য়ে কুতুহলী!

ক্ষণ তরে আসে ভুলাইতে মন,
বাসনা-তরণী ভাসাই তখন;
হ'ল কিনা শেষ দেখে না কখন,
আয়ুবিন্দু তার ফুরায় যখন!

এ ভব-সৈকতে খালি আনা-গোনা!
ঘোর রহস্যের না পাই ঠিকানা!
বিধাতৃ বিধান নাহি যায় জানা!—
হৃদি কহে, সবি বিধির ছলনা!

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

২৩

পরদিন অতিপ্রত্যূষে শীলা যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। উষা আসিয়া সারা গগনে দিনমণির আগমনী-গীতি গান করিতেছে! পূর্ব্বাকাশ লোহিত আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে! দূরে—দূরে—যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবলই তুষার-শুভ্র পর্ব্বতশ্রেণী! সহসা পূর্ব্ব অম্বরে তরুণ অরুণ প্রকাশিত হইল! সেই নবভানু-কিরণে চারি দিক্ যেন হাসিয়া উঠিল! দিবাকর-কর-জাল তুষার-পর্ব্বতে প্রতিফলিত হইয়া কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই প্রকাশ করিল! সে শোভা বাক্যে বা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না! তাহার উপমা নাই! সে মহান্ দৃশ্য না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা সাধ্যাতীত। সেই দৃশ্যে হৃদয়ে স্বর্গীয় ভাব জাগিয়া উঠে! অনাদি অনন্তের রহস্যে সেই শোভা পরিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়! চারিদিকেই যেন সেই মহান্ ভাব চিত্রিত হইয়া উঠিল! শীলা প্রকৃতির শোভা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতেছিল, এমন সময় সুপ্রকাশ আসিয়া বলিলেন, "এত সকালেই বাইরে এসেছ! গরম কাপড় গায়ে আছে ত? ক্লোক্‌টা এনে দিই?"

শীলা। (ঈষৎ হাসিয়া) না, ক্লোক্ চাই না। দেখ, কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে! আর ওই বরফের পাহাড় কি সুন্দর! ওখানে কি কেউ যেতে পারে না?

সুপ্রকাশ। (সেই দিকে চাহিয়া) ওখানে গেলে কি লোকের প্রাণ বাঁচ্‌বে! ঠাণ্ডায় তা'হলে জমে যাবে। আজ তোমায় 'জ্যাকোর' ওপর নিয়ে যাব। খাওয়া-দাওয়ার পরই যাব। সেখানেই টিফিন্ হবে, কি বল?

শীলা। (উপরে চাহিয়া) এই ত 'জ্যাকো হিল্'! আমাদের যেতে বেশী ক্ষণ লাগ্‌বে না? বেশী দূর হবে কি?

সুপ্রকাশ। সঙ্গে 'রিক্‌স'ও নেব। কিন্তু এক এক স্থানে খুব উঁচু, তখন রিক্‌সতে ভয় করে; মনে হয়, ফেলে দেবে। এখানকার মধ্যে জ্যাকোই হচ্ছে, সব চেয়ে উঁচু পাহাড়। আমরা প্রথমে জ্যাকোর ওপর যাব, তারপর তার চার দিক্ রিক্‌স কোরে ঘুরে আস্‌ব। তার নাম হচ্ছে 'Jacko round,'—৬ মাইল পথ। কি সুন্দর পথ! ইংরাজরা এই পথকে 'lovers' walk' (প্রণয়ীদের পথ) বলেন।

শীলা গৃহকার্য্য করিবার জন্য ভিতরে গিয়া দেখিল, 'বয়' টেবিলে চায়ের দ্রব্য সব প্রস্তুত রাখিয়াছে। সে সুপ্রকাশকে বলিল, "আমার বুঝি, কিছু কাজ নেই?"

সুপ্রকাশ বয়কে বিদায় দিয়া শীলাকে বলিলেন, "এখন কিছু দিন তোমার ছুটী। এখন কি এক মুহূর্ত্ত কোন কাজের জন্যেও কাউকে যেতে দিতে পারি? এ বয় খুব পুরাতন ভৃত্য, সব জানে। তোমার যা বল্‌বার, বা

হুকুম কর্‌বার ওকে বোলো। শীলা, এ তোমার নিজের বাড়ী। তুমি অত সঙ্কুচিত হয়ে ভয়ে ভয়ে থেকো না। তোমার যখন যা চাই, আমার জানিও। আজ আমি এই খানিক পূর্ব্বে ভাব্‌ছিলাম, পূর্ব্বে ত প্রকৃতির দৃশ্য চোকে এত মধুর লাগ্‌ত না। এখন যা দেখি,তাই সুন্দর মনে হয়। যে জীবন শূন্য ছিল, তা তুমি এসে পূর্ণ করেছ ; তাই যা দেখি সব সুন্দর মনে হয়।"

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর উভয়ে 'জ্যাকো হিলে' যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। 'বয়' কুলির মাথায় 'টিফিন-বাস্‌কেটে' টিফিনের দ্রব্যাদি ও একটি ষ্টোভ দিয়া, তাহার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সুপ্রকাশ ও শীলা রিক্‌সতে আরোহণ করিয়া সেই পথে অগ্রসর হইলেন। উচ্চ শৈল, কিন্তু পথ অতিসুন্দর ! প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অতুলনীয় ! তাহার উপর মনুষ্যের যত্ন ও চেষ্টার দ্বারা যত-দূর সুপরিষ্কৃত রাখিবার, তাহা রাখা হইয়াছে। চারিদিকে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে ! 'ফার্ণে'র গাছগুলি যেন চিত্রের মত দেখাইতেছে ! সুদীর্ঘ তরু মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। সেই পথে কোনও কোনও অশ্বারোহী ধীরে ধীরে অশ্বে উঠিতেছেন। দুই চারিটি সাহেব-মেম্‌ও পদব্রজে উঠিতেছেন। ইংরাজ বালকবালিকা ছুটিয়া দ্রুত আরোহণ করিতেছে। পর্ব্বতের পার্শ্বে কয়েকখানি সুদৃশ্য গৃহ রহিয়াছে। গৃহের সম্মুখে সযত্নে পালিত পুষ্পোদ্যান। গৃহের সম্মুখে তুষার-শুভ্র পুষ্প-কলিকাতুল্য শিশুগুলি খেলা করিতেছে ; হস্তে রঙ্গিন টিনের বাল্‌তি ও 'স্পেড'। কোনও গৃহের সম্মুখে একটি রঙ্‌ করা কাঠের ঘোড়ায় চড়িয়া শিশু দুলিতেছে। কোথায়ও বা বালকেরা জাল-হাতে প্রজাপতি ধরিতে ছুটিতেছে। শীলা কখনও পদব্রজে, কখনও রিক্‌সতে করিয়া জ্যাকোর উপরে উঠিতে লাগিল। সুপ্রকাশ সব দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। জ্যাকোর চূড়ার নিকট-বর্ত্তী হইবার সময় শীলা দেখিল, দলে দলে হনূমান ; কেহ বৃক্ষে ঝুলিতেছে, কেহ পথের ধারে আসিয়া বসিয়াছে, কেহ বা অপরের মস্তক দেখিতেছে, কেহ সন্তান-বক্ষে ছুটিতেছে, আর কেহ বা বসিয়া মুখ ভ্যাংচাইতেছে ও কিচিরমিচির শব্দ করিতেছে। সুপ্রকাশ বলিলেন, "এদেরও দল আছে, রাজা-রাণী আছে। হনুমান্‌জীর মন্দিরে একজন ব্রাহ্মণ থাকে—।

শীলা। রাজা-রাণী কোন্‌টা কোন্‌টা কি কোরে জান্‌বে ?

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) চল না। এখনি দেখ্‌বে রাজা, রাণী, মন্ত্রী, মন্ত্রিণী ইত্যাদি কত নাম বাহির কোর্ব্বে।

ক্রমে ক্রমে তাঁহারা সেই মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। সেইস্থানে একজন ব্রাহ্মণ বসিয়াছিল। অন্য একজন লোক বসিয়া ভাঙ্‌ টিপিতেছিল, অর্থাৎ তামাকের পত্র চূণ দিয়া ঘষিতেছিল। ব্রাহ্মণ শীলা ও সুপ্রকাশকে দেখিয়া, তাহাকে বলিল, "আরে শ্রীরামবাবুজীকে বৈঠ্‌নকো ওয়াস্তে একঠো টুল দে দেও।" সে লোক মুখে ভাঙ্‌টা পূরিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া, একটু হাত-পা যোড়া দিয়া, তবে দুটো জীর্ণ ভগ্নপ্রায় টুল বাহির করিয়া দিল। পূজারী ব্রাহ্মণ হনুমানের পাল শীলাকে দেখাইয়া বলিল, "মাই, এই সব

হামারা বাল-বাচ্ছা হ্যায়। ইসিবে ওয়াস্তে হামারা দিন গুজ্‌রান হোতা হ্যায়।" ব্রাহ্মণ 'আও রাজ আও' এই কথা বলিবামাত্র, টপ্‌ করিয়া লাফাইয়া লাঙ্গুল নাড়িতে নাড়িতে এক হনুমান আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং একবার ব্রাহ্মণের ও একবার শীলার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার পর ব্রাহ্মণ ফের হাঁকিল,—"আও রাণী আও! পাট-রাণী, বড়রাণী আগে আও, ছোটরাণী ভি আও।" এই সকল বলিতে বলিতেই দুইজন বাঁদরের রাণী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর ব্রাহ্মণের সঙ্গীটি কতকগুলি ভিজা ছোলা আনিয়া ছিটাইতে লাগিল, আর পালে পালে হনুমানের পাল আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ তাহাদের মধ্য হইতে যে-গুলা বড় তাহাদের কাহাকেও দেখাইয়া উজীর উজীরণী, কোটাল কোটালনী, দারোগা পুলিশ সেফাই ইত্যাদি নামে ডাকিতে লাগিল। তাহারা ছোলা দুই হাতে ধরিয়া খুঁটিয়া খায় ও মুখভঙ্গী করে। শীলার অত্যন্ত ভয় হইতেছিল, পাছে দুই একটী হনুমান্‌ তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে। বৃদ্ধ ও সুপ্রকাশের আশ্বাস-বাণী তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতেছিল।

সুপ্রকাশ ও শীলা এইরূপ কিয়ৎক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়া সে-স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিলেন। একটু খোলা স্থানে তাঁহাদের 'বয়' একখানি কম্বল বিছাইয়া দিল। টিফিন-বাস্‌কেট নামান হইল। ষ্টোভ জ্বালা হইল। ক্ষুদ্র কেট্‌লিতে করিয়া জল গরম করিতে দেওয়া হইল। তাহার পর 'বয়' বাস্‌কেটের মধ্য হইতে 'টিফিনের' খাদ্যাদি বাহির করিয়া সব সাজাইয়া দিল। টিফিনের পর তাঁহারা এ-দিক্‌ ও-দিক্‌ ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলেন সম্মুখে কয়েক ব্যক্তি রিক্স, ডাণ্ডি, ও অশ্বপৃষ্ঠে আসিতেছেন। তন্মধ্যে অনেকেই সুপ্রকাশের পরিচিত। তাঁহারা সুপ্রকাশকে দেখিয়া থামিলেন। তন্মধ্যে মিসেস্‌ দত্ত, যিনি পূর্ব্বদিন সুপ্রকাশকে দেখিয়াছিলেন, তিনি রিক্স থামাইয়া নামিয়া বলিলেন, "এই যে মিঃ রায়! কাল আপ্‌নাকে পথে দেখ্‌লাম, শুন্‌লাম বিবাহ হয়েছে; তা আপ্‌নার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন্‌!"

সুপ্রকাশ শীলার সহিত পরিচয় করিয়া দিলে তিনি বলিলেন, "কাল দেখা কর্‌তে যাব।" কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর অন্য সকলে আপনাপন পথে চলিয়া গেলেন। সুপ্রকাশ শীলাকে লইয়া অন্য পথে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন। তাহার পর তাঁহারা 'জ্যাকো' প্রদক্ষিণ করিয়া বাড়ী ফিরিবেন, স্থির ছিল। রিক্সতে করিয়া তাঁহারা জ্যাকো প্রদক্ষিণ করিলেন। সুন্দর পথ! কোথাও ছায়াময়, কোথাও সংকীর্ণ, কোথাও অতিপ্রশস্ত, কোথাও পাইন-গাছের বা বার্চ্চ-গাছের বন; কোথাও নানা-প্রকার ঝাউ গাছ, কোথাও পর্ব্বত-গাত্রে নানা-বর্ণের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; নানাজাতির 'ফার্ণ' রহিয়াছে! যে দিকেই দেখা যাক্‌,—সুন্দর চিত্রপটের মত পথ! ঘুরিতে ঘুরিতে যখন দূর হইতে সঞ্জৌলি দেখা গেল, তখন তাঁহাদের সম্মুখে এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইল! পর্ব্বতের তলে উপত্যকার মত প্রশস্ত স্থান; শ্যামল পর্ব্বতের উপর ছায়া; সে-স্থান সূর্য্যালোকে যেন আলোকিত হইয়া

আছে! সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহারা বাড়ী ফিরিলেন।

পরদিবস দ্বিপ্রহরে মিসেস্ দত্ত আসিলেন, আরও কয়েক জন আসিলেন। সেদিন শুধু তাঁহাদের অভ্যর্থনা ব্যাপারেই কাটিয়া গেল। মিসেস্ দত্ত সেই সপ্তাহে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। কয়েক দিন এই প্রকার গোলমালেই কাটিতে লাগিল। আজ এখানে নিমন্ত্রণ, কাল সেখানে নিমন্ত্রণ; আজ সন্ধ্যার সময় পার্টি টাউন হলে থিয়েটার, কাল বৈকালে 'অ্যানানডেলে' ঘোড়-দৌড়। তাহার পর কোনও স্থানে "য়্যাট্ হোম" ইত্যাদি নিমন্ত্রণে শীলা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে ভাবিয়াছিল, সিম্‌লায় আসিয়া সে নির্জ্জনে থাকিতে পাইবে। তাহা না হইয়া এ ঠিক্ বিপরীত হইল। সে কোনওরূপে একা থাকিতে পায় না। সেখানেও অনেক ভদ্র-মহিলা ছিলেন, তাঁহাদের সহিত অনেক স্থানেই তাহাকে ঘুরিতে হইত। সে সংসারের কাজ করিবারও অবসর পাইত না। একদিন মিস্ দত্ত গম্ভীরভাবে শীলাকে বলিলেন, "কেন এখন আমাদের বাড়ী যাবেন না? মিঃ রায় রাগ কোর্ব্বেন বুঝি? সকালটা চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসি। সমস্ত দিন তো বাড়ী থাকেন। আর মিঃ রায় ত সঙ্গেই থাক্‌বেন্!"

এইরূপ ছুটাছুটি শীলার শরীরে সহ্য হইল না। সে ক্রমে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সুপ্রকাশ ভাবিয়াছিলেন এই সকল স্থানে বেড়াইয়া, সকলের সঙ্গে মিশিয়া, সর্ব্বত্র গিয়া শীলা সুখী। সকলেই শীলার কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হইত, কাজেই তাঁহারা শীলাকে ছাড়িয়া দিতে হইত। শীলার জন্য সর্ব্বদা নূতন সাজ ও নূতন অলঙ্কারের আম্‌দানী হইত। শীলার কিন্তু ইহা ভাল লাগিত না। সে ভাবিত যে, কটকেই সে ভাল ছিল; এত নিমন্ত্রণের ধূম, এত কোলাহল হইত না।

সিম্‌লায় আসিবার পর একমাস অতীত হইয়া গেল। একদিন বৈকালে সুপ্রকাশ কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া শীলাকে কোথাও না পাইয়া শয়ন-কক্ষে গমন করিয়া দেখিলেন, শীলা শয়ন করিয়া আছে। সুপ্রকাশ ব্যস্তভাবে বলিলেন, "এমন অবেলায় যে শুয়ে! অসুখ হয়েছে না কি?"

শীলা বলিল, "শরীরটা ভাল লাগ্‌ছে না। মাথায় বড় যন্ত্রণা হ'চ্চে।"

সুপ্রকাশ ললাটে হস্তস্পর্শ করিয়া দেখিলেন যে, অতিশয় উত্তপ্ত ললাট। তিনি বলিলেন, "শীলা! তোমার কি অসুখ কর্‌ছে?"

শীলা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বোধ হয়, শ্রান্ত হয়ে পড়েছি; যে নিমন্ত্রণের ধূম! এত গোল্‌মাল সিম্‌লায়! এর চেয়ে যে কটক ভাল ছিল।"

সুপ্রকাশ। এত দিন বল নি কেন? আমি সিম্‌লা থেকে চলে যেতাম। আমি জানি, সিম্‌লায় এমন ভাবে বেড়াতে, সকলের সঙ্গে মিশ্‌তে তোমার ভাল লাগে।

শীলা। এত বেড়ান আমার সহ্য হ'ল না। আর আমার শরীরও হয় তো, তেমন সবল নয়। না হলে, এমন সুন্দর দেশে এসেও কেন ভাল লাগ্‌ছে না।

সুপ্রকাশ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে শীলার জ্বর ফুটিয়া উঠিল।

সেই রাত্রেই লোক পাঠাইয়া সুপ্রকাশ সেখানকার ডাক্তারবাবুকে ডাকাইয়া আনিলেন। ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। কয়েক দিন জ্বর ভোগ করিয়া ও সুপ্রকাশকে বিশেষ উৎকণ্ঠিত করিয়া শীলা যখন আরোগ্য-লাভ করিল, তখন ডাক্তার পরামর্শ দিলেন যে, এখন নামিয়া যাওয়াই ভাল। পাহাড়ে শীত আরম্ভ হইয়াছে, এখন না থাকাই ভাল। সুপ্রকাশ তাহা শুনিয়া অন্যত্র যাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। শীলা বলিল, "কোথাও না গিয়ে, আমরা কটকে যাব। কিন্তু যাবার আগে একবার আগ্রায় যেতে হবে।"

সুপ্রকাশ। আগ্রায় আর এখন গিয়ে কাজ নেই, সুষমা তো তার বাবার কাছে এলাহাবাদে চলে গেছে; আগ্রায় কেউ চেনা লোক নেই, শুধু শৈলেন আছে। তা সেখানকার জল-বাতাসও ভাল নয়।

শীলা। একবার তাজ-মহলটা দেখে চল। বেশী দিন না থাক, দু'দিন থেকো।

সুপ্রকাশের আগ্রায় যাইবার একটুও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু শীলার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। তিনি আগ্রায় এক বিখ্যাত হোটেলে যাইয়া দুই দিন থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন; এবং শৈলেনকেও লিখিয়া দিলেন, তাঁহারা আগ্রা হইয়া কলিকাতা অভিমুখে ফিরিবেন।

(২৪)

সিমলা হইতে ফিরিবার পথে টুণ্ডলা ষ্টেসন। সেখান হইতে আগ্রার 'ব্রাঞ্চ লাইন'। গাড়ী ভোরে টুণ্ডলায় আসিল। তাঁহারা আগ্রা লাইনে যাইতে লাগিলেন। শীলা কৌতুক-নেত্রে চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতে লাগিল। গাড়ী ক্রমে ক্রমে যমুনা-ব্রিজের উপর দিয়া চলিল। দূর হইতে তাজমহলটীকে মনে হইতেছে, যেন একটি বৃহৎ মস্জিদ। তাহার ভিতরে যে অতুল ঐশ্বর্য্য আছে তাহা দূর হইতে বুঝিবার শক্তি নাই।

গাড়ী আগ্রা ষ্টেসনে আসিল। সেখানে নানা-প্রকার গাড়ী রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন একাগাড়ীও যথেষ্ট আছে। সেখান হইতে তাঁহারা একটি ল্যাণ্ডো ভাড়া করিয়া তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট হোটেল অভিমুখে গমন করিলেন। আগ্রা সহরের পথঘাট সুপরিষ্কৃত নহে। যে-দেশ অমন গৌরবের স্থল, যে-স্থানে স্মৃতির অমন অপূর্ব্ব মন্দির, সে-দেশ দেখিলে তাহা বোঝা যায় না। হোটেল বৃহৎ ও ইংরাজদিগের দ্বারা পরিচালিত। যাইবামাত্র ম্যানেজার আসিয়া সাক্ষাৎকার করিল ও তাঁহাদের জন্য দ্বিতলের যে একটি সুন্দর অংশ নির্দ্ধারিত ছিল, তাহা দেখাইয়া দিল। সে অংশে বসিবার কক্ষ ও দুইটি শয়নের কক্ষ। সুন্দর নূতন কার্পেটে গৃহ মণ্ডিত। গৃহের আস্‌বাব্‌গুলি সব নূতন। শীলা দেখিল, গৃহপ্রাঙ্গণে দুইখানি 'মোটর'ও রহিয়াছে ও আগ্রার দুই তিন জন খেল্‌না-ওয়ালা দোকান সাজাইয়া বসিয়াছে; আগ্‌রার সতরঞ্চ, জাজিম, সব বিছাইয়া রাখিয়াছে। সেই খেলনার তাজমহল দেখিয়াই শীলার মন আনন্দিত হইয়া উঠিল; ভাবিল, না জানি, সত্যকার তাজমহল কেমন!

আহারাদির পর বৈকালে, হোটেলেরই একখানি ল্যাণ্ডো ভাড়া করিয়া সুপ্রকাশ শীলাকে লইয়া তাজমহল অভিমুখে যাত্রা

করিলেন। সঙ্গে একজন 'গাইড্' আসিবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু সুপ্রকাশ অনেক দিন আগ্রায় ছিলেন, তিনি তাহাকে লইলেন না। তাজমহলে যাইবার পথে প্রথমে এৎমতদ্দৌলা পড়িল। ইহা নূরজাহানের পিতার সমাধি-মন্দির,—সুন্দর মর্ম্মরপ্রস্তরে মণ্ডিত! পরে তাঁহারা তাজমহলের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত সিংহদ্বার! তাহার সেই রঙ্গিন-প্রস্তর-মণ্ডিত নানা-বর্ণের ও নানা-চিত্রে চিত্রিত কারুকার্য্য দেখিবার জিনিস। সেই সিংহদ্বার পার হইয়াই সম্মুখে উদ্যান; তাহাও মর্ম্মরপ্রস্তর দিয়া রচিত। উদ্যানের চারি পার্শ্বে মর্ম্মর-প্রস্তরের চাতাল, চাতালের মধ্যে সারি সারি ফোয়ারা ও সেই-সকল ফোয়ারা হইতে সন্ধ্যাকালে একত্রে জল পড়িয়া কি সুন্দর দেখাইতেছিল। সেই ফোয়ারার জল নীচে মর্ম্মরপ্রস্তরে বাঁধা রহিয়াছে, তাহাতে অসংখ্য লাল মাছ বেড়াইতেছে। দুই পার্শ্বে ঝাউ-জাতীয় বৃক্ষশ্রেণী। সম্মুখে তাজমহল তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য ও রচনার সামঞ্জস্য লইয়া উন্নতভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তদ্দর্শনে শীলা ও সুপ্রকাশের মনে এক গম্ভীর ভাব জাগিয়া উঠিল।

শীলা বলিল, "কি সুন্দর দেখ্‌তে! ভাল-বাসার কি দৃষ্টান্ত! জগতে তাই তাজমহল অতুলনীয়!"

সুপ্রকাশ। এখানে এসে মন আপ্‌না হ'তে কেমন গম্ভীর হয়ে পড়ে! ইহার সৌন্দর্য্য যতই দেখ, কিছুতেই পুরাতন হয় না।

তাঁহারা ক্রমে তাজমহলের কক্ষের প্রত্যেক গবাক্ষের, প্রত্যেক দ্বারের কারুকার্য্য অতিমনো-যোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যাহা দেখেন, সবই নূতন, সবই আশ্চর্য্য মনে হয়! শিল্পীর কি বিচিত্র কৌশল! সেখানকার সৌন্দর্য্য কি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে! এক স্থান খুলিয়া নূতন করিয়া করা হইয়াছে; তাহা দেখিলেই মনে হয়, ইহা সে প্রকার নহে। বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহারা ভ্রমণ করিলেন। প্যারা-গেটের (স্তম্ভ) উপর উঠিলেন, সে-স্থান হইতে তাজমহল কত ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল! তাঁহারা নামিয়া আসিয়া উদ্যানে একটি বেঞ্চে বসিয়া রহিলেন। সেদিন কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চন্দ্রের উদয়ের একটু বিলম্ব ছিল। তাঁহারা চন্দ্রালোকে তাজমহল দেখিয়া গৃহে ফিরিবেন মনে করিয়াছিলেন, এজন্য সেইস্থানে দুইজনে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সহসা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে চন্দ্র প্রকাশিত হইল ও ধীরে ধীরে বৃক্ষের ছায়া ছাড়াইয়া উঠিল! সমস্ত তাজমহলটী চন্দ্রালোকে রত্নালঙ্কারের মত ঝলসিতে লাগিল। যেন চাঁদের আলোতে জড়োয়া-হীরা-মাণিকের দোকান বসিয়া গেল। কি সৌন্দর্য্য! তাঁহারা আবার উঠিয়া দেখিলেন। তাজমহলের ছাদের উপর হইতে যমুনা দেখা যায়। যমুনা এখানে বড় ক্ষীণস্রোতে বহিতেছে। ছাদের উপর হইতে নীচের বাঁধান স্থানটি ঠিক যেন মকমলের আসনের মত বোধ হইতেছিল। সেই বৃক্ষ-লতা-পাতার কি সৌন্দর্য্য দেখাইতেছিল! তাঁহাদের মন যেন আপনা আপনিই বলিয়া উঠিতেছিল—

"জগতের যত প্রেম একত্র করিয়া
কোন্ শিল্পী হেন ভাবে রেখেছে গড়িয়া!

তাজ দেখাতেছে সবে, শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর
নর-নারবের প্রেম অক্ষয় অমর !"

তাঁহারা সেই রাত্রিকালে হোটেলে ফিরিয়া গেলেন।

আগ্রায় আসিয়া সুপ্রকাশ শৈলেনকে সংবাদ দেন নাই যে, তাঁহারা আসিয়াছেন ও তিনি দুই দিন থাকিবেন, স্থির করিয়াছেন। আগ্রায় আসিয়া শীলার দুইদিন বেশ ভাল লাগিল। তৃতীয় দিবস সকালে সুপ্রকাশ একটি 'এক্স-প্রেস্ টেলিগ্রাম' পাইলেন ; তাঁহার একজন দূর আত্মীয় কাল্‌কায় অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র যাইতে ব[ল]িয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না, কি করিবেন। শীলাকে একাকী হোটেলে রাখিয়া যাওয়াও যুক্তি-সঙ্গত মনে হইল না। কাজেই, শৈলেন রায়ের কাছে লোক পাঠাইয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও শীলাকে বলিলেন, "তুমি কি হোটেলে একদিন একলা থাক্‌তে পার্‌বে ? আয়া ত আছে। আমায় অনিল 'টেলিগ্রাম' করেছে, সে কি বিপদে পড়েছে,আমি না গেলে উদ্ধারের উপায় নেই। বোধ হয়, দেনা করে বসেছে ; না হয়,একটা কাণ্ড করে বসেছে। শৈলেনকে ডেকে পাঠিয়েছি, সে আমার পিস্‌তুত ভাই হয়। সে তোমায় এখানে এসে রোজ দু'বেলা দেখে যাবে। থাক্‌তে পার্ব্বে ?"

শীলা। একদিন যেমন করে হোক্ থাক্‌বো। আমি কোথাও বের হব না। আয়া আছে, তোমার দু'জন বেহারা রয়েছে ; সেও পুরাণ চাকর।

কিয়ৎক্ষণ বাদে শৈলেন রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুপ্রকাশ শৈলেনকে বলিলেন, "আমি অনিলের টেলিগ্রাম পেয়ে আজ যাচ্ছি। তুমি দু'একবার এসে এসে এখানে খবর নেবে, যদি কিছু দরকার হয়।"

শৈলেন নতমুখে বলিলেন, "তুমি যা বল্‌বে তাই কোর্ব্বো।"

সুপ্রকাশ। সুষমা কেমন আছে ?

শৈলেন। ডাক্তারেরা ত বলছেন জীবনের আশা নেই; হঠাৎ অত্যন্ত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে, একটু ধাক্কা পেলেই বাঁচ্‌বে না।

সুপ্রকাশ। আমারও জীবন বড়ই জটিল হয়ে উঠেছে। যদি শীলা কা'রও নিকট কিছু সংবাদ পায় !

নিরুত্তর শৈলেন সুপ্রকাশের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ কাতর মিনতিতে পূর্ণ। সুপ্রকাশ পুনরায় বলিলেন, "আচ্ছা, সে-সব কথা পরে হবে। আগে ত জান্‌তাম না যে বিয়ে কোর্ব্বো। এখন বিবাহ কোরে মনে হয় যে, জীবনে কোন রকম কলঙ্কের বোঝা না থাকলেই ভাল। চল, শীলার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি।"

শীলা বসিবার কক্ষে বসিয়াছিল। সুপ্রকাশ শৈলেনকে লইয়া গিয়া শীলার সহিত পরিচিত করাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই শৈলেন,—আমার ভাই হয়; সুষমার স্বামী।"

শীলা তাঁহাকে বসিতে বলিল। দুই একটা কথার পর স্থির হইল, শৈলেন বৈকালে আবার আসিয়া সংবাদ লইয়া যাইবেন। শৈলেন চলিয়া গেলেন। সুপ্রকাশ শীলাকে একটি দিন সাবধানে থাকিতে বলিয়া বিদায় লইলেন। মাত্র একদিনের জন্য যাইতেছেন, তবু যেন তাঁর মন সরিতেছে না। উভয়ের হৃদয়ে যেন কেমন বিষাদের অন্ধকার ছাইয়া

পড়িতেছে! সুপ্রকাশ অতিকষ্টে শীলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

সুপ্রকাশ চলিয়া গেলে শীলার মনে হইল যেন সূর্য্যের আলো নিভিয়া গেল, দিনের আনন্দ চলিয়া গেল! দ্বিপ্রহরে সে শয়ন-কক্ষেই কাটাইল। বৈকালে বসিবার কক্ষে বসিয়া সে একটা ছবির বই লইয়া উল্টাইতেছিল। সে যে-ধারে ছিল, সে দিক্ একেবারে নির্জ্জন। সেজন্য হোটেলের কোলাহলে সে উত্যক্ত হইতেছিল না। সে মনে করিতেছিল, এত বড় সুদীর্ঘ রাত্রি একাকী থাকিতে হইবে! পূর্ব্বের সকল কথা মনে হইতেছিল;—পিতার কথা, লক্ষ্ণৌর কথা, কটকে খুড়ীমার বাড়ীর কথা, অমিয়র মিষ্ট ব্যবহার, সব মনে হইতেছিল। অমির জন্য কি কি লইয়া যাইবে, মনে মনে স্থির করিতেছিল, এমন সময় চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। দ্বারে কে করাঘাত করিলে, সে বলিল, "আসুন!" সে ভাবিল, শৈলেন আসিয়াছে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্বার খুলিয়া গেল। শীলা চমকিত হইয়া দেখিল, সুব্রত বসু। সে ভীতকণ্ঠে বলিল, "আপনি এখানে! মিঃ রায় এখানে নেই। যদি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে চান্, পরে আস্‌বেন।"

সুব্রত শীলার প্রতি চাহিয়া রূক্ষকণ্ঠে বলিলেন, "আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কোর্ত্তে আসি নি। যে দুরাত্মা আমার হৃদয় চূর্ণ করেছে, তার হৃদয়ও সেই রকম চূর্ণ কোর্ত্তে চাই।"

শীলা। আমার স্বামীর বিরুদ্ধে আমার সাম্‌নে কোন কথা বল্‌বেন না।

সুব্রত। তোমায় আমি প্রথম থেকে বলেছিলাম, ওর সঙ্গে মিশো না। যেমন শুন্‌লে না, তোমার বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চল্‌লে, আমার আশা ভেঙ্গে দিলে—।

শীলা। আপ্‌নাকে আমি বারংবার বল্‌ছি, আমি আপ্‌নার কোন কথা শুন্‌ব না। আপ্‌নি দয়া কোরে এখান থেকে যান।

সুব্রত। স্বামী বোলে বরণ কোরেছ! তার বড় সুচরিত্র! 'ডাইভোর্স কেসে' তাঁর সুনাম জড়িত! এই দেখ, দেখ্‌লে বুঝ্‌বে যে, বিনা প্রমাণে আমি এখানে আসি নি!

শীলা। আমি দেখ্‌ব না, আমার কোন দরকার নেই।

সুব্রত। দেখ্‌বে না? শোন, বলি। লীলাবতী দাস আগ্রার হাসপাতালের ধাত্রী ছিল। সেই ধাত্রীকে নিয়ে এই 'কেস'। এই 'কেসে'র জন্যে তা'র চাকরী গিয়েছে। তার স্বামীই এ কেস এনেছিল। শেষে সেই লীলাবতী দাসের স্বামী মিঃ রায়কে হত্যা পর্য্যন্ত কর্ত্তে গিয়েছিল। যে বন্দুকে হত্যা কর্ত্তে যায়, কেমন কোরে ছুড়ে ছিল যে, নিজের আঘাতে নিজেই মারা পড়ে। সেই লীলাবতীর এখন কাজ গ্যাছে। একাকী সে এখানেই বাস করে, সুপ্রকাশ তা'কে মাস-হারা দেন। এই দেখ, সুপ্রকাশ রায় তাকে চিঠি দিয়েছেন। এই আগ্রাতেই 'কেস' হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্যামুয়েল দাস নিজের প্রাণ দিল বোলে কেস হয় নি! দেখ্‌বে মিঃ এস্ রায় ও মিঃ দাসের মকদ্দমার বিবরণ? এই দেখ, কাগজ দেখ।

শীলা যেন যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার মত হইয়া গিয়াছে। সে কাগজাদিতে দেখিল, সত্যই পত্রখানি সুপ্রকাশের হস্ত-লিখিত। পত্রে ইংরাজীতে লেখা আছে—

"প্রিয়-মহাশয়,

আপনাকে এই মাসের ২০৲ টাকা পাঠাইলাম। আপনি এ-দেশে কেন আসিতে চান? এখানে আসিলে কিছুই সুবিধা হইবে না। আমায় সর্ব্বদা পত্র লিখিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। আমার ঠিকানা আমি পরে দিব। এখন পত্র দিবেন না। আপনার টাকা ঠিক সময়েই পাঠাইব।

নিবেদক—

শ্রীসুপ্রকাশ রায়।"

লীলাবতী দাস—! ওই নামেরই এক-খানা কাগজে না সুপ্রকাশ অমিয়কে লজেন্স দিয়াছিলেন? সে প্যাকেট এখনও ত খুঁজিলে পাওয়া যায়। এখনও মাসহারা দেন! তা'র স্বামী যখন আত্মহত্যা করিয়াছে, তখন সুপ্রকাশের কি তাহাকেই বিবাহ করা উচিত ছিল না? এখন শীলা কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। সে ভাবিল, তাই মিঃ রায়ের নামে কলঙ্কের বোঝা রহিয়াছে! তাই সকলে অত হাসাহাসি কানাকানি করে! আর কি সে সুপ্রকাশকে তেমনি বিশ্বাস করিতে পারিবে! সে কাগজখানি খুলিয়া পড়িল। একখানি সর্ব্বজন-বিদিত ইংরাজি সংবাদ-পত্র। তাহাতে বিস্তারিতভাবে লেখা রহিয়াছে,—মিঃ এস রায়, জমীদার আগ্রায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মাতার অসুখের সময় একজন নর্স রাখা হয়। নর্সে'র নাম মিসেস্ লীলাবতী দাস। মিসেস্ দাস প্রায় মাসাবধি মিঃ রায়ের বাটীতে কাজ করেন, সেইখানে মিঃ রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় ও পরিচয় ঘনিষ্ঠ ভাবে হয়। তাহা জানিয়া মিঃ স্যামুয়েল দাস আদালতে স্ত্রীর নামে 'ডাইভোর্স কেস' আনেন, ও দশ হাজার টাকার ক্ষতি-পূরণের দাবী করিয়া মিঃ রায়ের নামে মকদ্দমা আনেন। মকদ্দমার দিন হঠাৎ স্যামুয়েল দাস নিজের বন্দুকের আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কেহ দেখে নাই যে এ ঘটনা কি প্রকারে হইয়াছে। মিঃ রায় জমীদার। তাঁহার বিপক্ষে আর কেহ কিছু বলিতে সাহস করে না। মিসেস্ দাস সরকারী কার্য্য হইতে পদচ্যুত হইল ও মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল।

শীলা এই সংবাদপত্র পাঠ করিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। সুব্রত তাহার ভাব দেখিয়া বলিলেন, "এখন আপনি কি কোর্ব্বেন? এই লীলাবতী দাস এখানেই বাস করে, আমি তার ঠিকানা এনেছি। বলেন ত, আপ্‌নার সঙ্গে দেখা করিয়েও দিই।"

শীলা। আপ্‌নি অনুগ্রহ কোরে এখান থেকে চলে যান। আপ্‌নি ত যথেষ্ট উপকার কোর্‌লেন। আমি এ-সব জান্‌তাম না, বেশ ছিলাম। আমার হৃদয়ে আগুন জালিয়ে আপ্‌নার কি ফল হ'ল? লীলাবতী যেই হোক, মিঃ রায় আমারই স্বামী।

সুব্রত। অমন স্বামী! যে ওই রকম একটা স্ত্রীলোককে মাসহারা দেয়! আর বিবাহের পূর্ব্বে কি এ-কথা তোমায় বলা উচিত ছিল না? এমন ভাবে লুকিয়ে রাখ্‌বার দরকার কি? যে দোষী হয়, সেই অপরাধ লুকোতে চেষ্টা করে। নির্দ্দোষী হ'লে কি পার্‌তেন?

শীলা। আমি এখন কিছু বল্‌তে চাই না। মিঃ রায় আসুন, মীমাংসা হবে। আপ্‌নি যান।

সুব্রত। এ-প্রকার দুরাত্মাকে পরিত্যাগ কোরে যাওয়াই তোমার কর্ত্তব্য। আমার মা এলাহাবাদে এসেছেন, সেইখানে গেলে তোমার ভাল হবে।

শীলা। আপ্‌নাদের আশ্রয়ে কেন যাব? কখনো না। সংবাদ পত্রেই লেখা থাক্, আর আপ্‌নার বানান কথাই হোক্, আমি এ কথা কিছুতে বিশ্বাস কোর্ত্তে পারি না। (ভীত ও বিচলিত ভাবে) আমার কাকাবাবুকে টেলিগ্রাম কর্চ্ছি, আমি সে-খানেই যাচ্ছি। পরে যা হয় হবে।

সুব্রত। সেই ভাল। চলুন, আমি আপ্‌নাকে লক্ষ্ণৌতে রেখে আসি।

শীলা। তা কখনই হবে না। আপ্‌নাকে এই হোটেলেই থাকতে হবে। আমার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে হবে। আমি চিঠি লিখে যাচ্ছি। আমার স্বামীর জন্যে যাচ্ছি না। আপ্‌নার ভয়ে পালাচ্ছি, জান্‌বেন। আপ্‌নি এই হোটেলেই থাকুন। আমার কাকাকে টেলিগ্রাম কর্‌ছি, তিনি কাণপুর পর্য্যন্ত আসবেন। আমি ভৃত্য ও আয়ার সঙ্গে যাচ্ছি।

সুব্রত। আপ্‌নার টিকিট কি কোরে কোর্ব্বেন?

শীলা। আমার টিকিট আছে। আপ্‌-নাকে ভদ্রলোক বলেই জানি। মিষ্টার রায় আসা পর্য্যন্ত আপ্‌নি এখানেই থাকবেন।

সুব্রত। তোমার মঙ্গলের জন্যেই আমি এখানে এসেছি। আমি এখন আর ভিন্নভাবে তোমার প্রতি চাই নি। তোমাকে আমার ছোট বোন বলেই মনে কর্চ্ছি।

শীলা। ধন্যবাদ! আপ্‌নাকে অবিশ্বাস কর্‌লাম না। আপনি এখানেই থাকবেন।

এই বলিয়া শীলা কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। (ক্রমশঃ)

শ্রী সরোজকুমারী দেবী।

অনুরোধ।*

আমারি শ্রবণ-আগে
তাহারি অযশো-গাথা
গাহিও না, ভিক্ষা এই,
বাজে তাহে বড় ব্যথা।

হোক্ ভাল নাহি হোক্,
করি না বিচার এত,
তাহারি চরণতলে
সদা শির অবনত।

তাহারি গৌরবে আমি
গরবিণী এ ধরায়,
তাহারি ব্যথায় মম
হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়।

বিশাল এ বসুধায়
সেই শুধু মোর সার;
অতিতুচ্ছ তার কাছে
রহে যাহা ভবে আর।

---

* অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে সঙ্কলিত হইল। ধীরেন্দ্রকুমার।

অবশ, দলিয়া যাও
    লাভ ক্ষতি নাহি তায়,
জুড়াব দগধ হিয়া
    ওই স্নিগ্ধ পদ-ছায়।

জানি আমি সে কেমন;
    কি হবে জানায়ে আর?
হোক্ সে যেমন জন
    জানি শুধু সে আমার!

৺হেমন্তবালা দত্ত।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পরিপাক-শক্তি।— যে-সকল অঙ্গের সহায়তা-দ্বারা ভুক্ত পদার্থের পরিপাক হয়, তাহাদের নাম—চোয়াল, মুখ, লালাগ্রন্থি, গলকোষ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নাড়ী, লসীকা নাড়ী (lacteals), অন্নরসবহ নাড়ী (thoracic duct), যকৃৎ, প্লীহা ও ক্লোম (pancreas)।

শরীরের পুষ্টির জন্য যে-সকল বস্তু আমরা আহার করিয়া থাকি, তাহার পরিপাক হওয়া বিশেষ আবশ্যক। কঠিন দ্রব্য চূর্ণ করিতে হইলে দন্ত-দ্বারা চর্ব্বণ করিতে হয়। চর্ব্বণ-কালে লালা নির্গত হইয়া চর্ব্বিত পদার্থকে সিক্ত করে। তদ্দ্বারা চর্ব্বিত পদার্থ কোমল হইয়া যায় এবং অতিসহজে পাকাশয়ে পঁহুছে। আহার্য্যবস্তু চর্ব্বিত হইবার কালে পাকাশয় সঙ্কুচিত হইয়া থাকে এবং তাহার গ্রন্থিনিচয় হইতে একপ্রকার রস নিঃসৃত হইয়া ভুক্ত পদার্থকে কোমলাকারে পরিণত করে। যে রূপে ভুক্ত পদার্থ পাকাশয়ে পঁহুছে, তাহাকে রূপান্তরে পরিণত করিবার জন্য পিত্তের সহায়তা লইতে হয় না। সুস্থাবস্থায় পাকাশয়ে পিত্তের অস্তিত্ব থাকে না। তবে যে কখনও কখনও বমনে পিত্ত দেখা যায়, তাহা কেবলমাত্র পাকাশয়ের বিপর্য্যয়ের কারণ। বমনকর ঔষধ সেবন করিলে পাকাশয়ের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে।

আহার করিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মের উপর দৃষ্টি রাখা উচিত :—

(১) আহার্য্য-বস্তুর পরিমাণ কত হওয়া উচিত?

(২) আহার্য্য বস্তু কি প্রকারের হওয়া উচিত?

(৩) কি প্রকারে খাওয়া উচিত? এবং

(৪) আহারকালে শারীরিক অবস্থা কিরূপ হওয়া আবশ্যক?

(১) আহার্য্য বস্তুর পরিমাণ কত হওয়া উচিত?—শারীরিক উন্নতির ক্ষিপ্রতা এবং সময় সময় শরীর হইতে কিরূপ পরিমাণে ক্ষয়ীভূত পদার্থ নির্গত হয়, দেখিয়া আহার্য্য-বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা উচিত। স্বভাবের নিয়ম এই যে, শরীরের ক্রিয়া যতই বৃদ্ধি পাইবে, ক্ষয়ও ততই অধিক হইবে। অলস বালক অপেক্ষা পরিশ্রমী বালকের আহারের

আবশ্যকতা অধিক; কারণ, তাহার শরীরের ক্ষয় অধিক হইয়া থাকে। ব্যায়ামের অনুযায়ী আহারের তারতম্য করিলে রুগ্ন হইবার সম্ভাবনা অতিশয় অল্প।

(২) আহার্য্য বস্তু কি প্রকারের হওয়া উচিত?—আহারমাত্রই পুষ্টিকর হওয়া উচিত; কিন্তু তাহার সহিত অপুষ্টিকর পদার্থের সংমিশ্রণ হওয়াও বিশেষ আবশ্যক। এইজন্য ময়দার রুটি অপেক্ষা আটার রুটি সাধারণ লোকের পক্ষে হিতকর। আহার্য্য বস্তুতে অপুষ্টিকর পদার্থ না থাকিলে কিরূপ ক্ষতি হয়, তাহা উদাহরণ-দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। মনে কর, তুমি একটা কুকুরকে চিনি অথবা তৈল খাওয়াইতে লাগিলে। প্রথমে কুকুরটা বিশেষ আগ্রহের সহিত ভোজন করিবে এবং তাহার শারীরিক উন্নতিও লক্ষিত হইবে। কিন্তু তাহার ক্ষুধা আশু হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইবে, চক্ষুতে ক্ষত দেখা দিবে এবং কিয়ৎকাল পরে সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু চিনি বা তৈলের সহিত যদি ভুষি বা করাতের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া দাও, তবে কুকুরের শক্তি কয়েক মাস ধরিয়া অক্ষুন্ন থাকিবে। ঘোড়ারও এই নিয়ম। যদি তাহাকে শুষ্ক ঘাস না দিয়া কেবলমাত্র দানা দেওয়া হয়, তবে সে শীঘ্র মরিয়া যাইবে।

কোন্ কোন্ বস্তু কত শীঘ্র পরিপাক হয়, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

		ঘণ্টা মিনিট
ভাত	...	১—০
ডিম্ব (কাঁচা)	...	১—৩০
সাগু (সিদ্ধ)	...	১—৪৫
যব (সিদ্ধ)	...	২—০
দুগ্ধ (সিদ্ধ)	...	২—০
ডিম্ব (ভাজা)	...	২—১৫
দুগ্ধ (কাঁচা)	...	২—১৫
আলু (ভাজা)	...	২—৩০
ঘি	...	৩—৩০
গমের রুটি	...	৩—৩০

উক্ত তালিকা দেখিলে মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যে-বস্তু যত শীঘ্র পরিপাক হয়, তাহা তত পুষ্টিকর। উত্তরে বক্তব্য এই যে, পেশী ও অন্যান্য শারীরিক যন্ত্রের যে নিয়ম, পাকশয়েরও সেই নিয়ম; অর্থাৎ পাকাশয়েরও ব্যায়াম আবশ্যক। আশু-পরিপাকোপযোগী বস্তু প্রত্যহ ভোজন করিলে পরিশ্রমের হ্রস্বতা-নিবন্ধন পাকাশয় দুর্ব্বল হইয়া যাইবে। ভুক্ত পদার্থ হজম করিবার জন্য যদি পাকাশয়কে অধিক ক্রিয়া করিতে হয়, তাহা হইলেও তাহাকে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হইবে। সুতরাং, আহারের পরিমাণ ও প্রকার পাকাশয়ের শক্তির অনুকূল হওয়া চাই।

(৩) কি প্রকারে খাওয়া উচিত?—ভুক্ত পদার্থের পরিপাক না হইলে পুনরায় আহার করা নিষিদ্ধ। আহার্য্য পদার্থ কখনও গিলিয়া খাইবে না; উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইবে। ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিলে লালাগ্রন্থি উত্তেজিত হইয়া লালাস্রাব করে এবং সেই লালা চর্ব্বিত পদার্থে মিশ্রিত হইয়া পরিপাক-ক্রিয়ার সাহায্য করিয়া থাকে। ভুক্ত পদার্থে উপযুক্ত পরিমাণে লালা মিশ্রিত না হইলে পরিপাকে বাধা ঘটে। আহারের সহিত জলপান না করাই ভাল। ভুক্ত দ্রব্য লালা-দ্বারা

অভিষিক্ত হওয়া উচিত—জল-দ্বারা নহে। আহারান্তে সামান্য জল পান করিলে কোনও ক্ষতি নাই। উষ্ণ আহার বা উষ্ণজল-পান অভ্যাস করিলে শীঘ্রই দন্তহীন হইতে হয়। এরূপ আহারে মুখে ক্ষত, মাড়ি শ্রীহীন এবং অজীর্ণ রোগ হইয়া থাকে।

(৪) আহার-কালে শারীরিক অবস্থা কিরূপ হওয়া আবশ্যক?—অধিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের পর আহার করা অনুচিত। আহারান্তে কঠিন পরিশ্রম নিষিদ্ধ। বিষয়টী উদাহরণ-দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। দুইটী কুকুরকে একই প্রকার আহার করাইয়া একটিকে শিকারে প্রেরণ কর ও অন্যটীকে বিশ্রাম করিতে দাও। এক ঘণ্টা পরে দুইটীকেই হনন কর। তখন দেখিবে যে, যে কুকুরটা বিশ্রাম করিয়াছিল, তাহার ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হইয়া গিয়াছে; এবং যেটী শিকারে গিয়াছিল, তাহার ভুক্ত দ্রব্য আদৌ হজম হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, শিকারী কুকুরের শারীরিক ক্রিয়া পাকাশয়ে সীমাবদ্ধ না হইয়া পদে সীমাবদ্ধ ছিল। আহারান্তে মস্তিষ্ক অথবা পেশী-সঞ্চালনও নিষিদ্ধ। আহারের পর নিদ্রা যাইতে হইলে, অন্ততঃ তিন ঘণ্টা পরে নিদ্রা যাওয়া উচিত। নিদ্রাকালে মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় এবং পাকাশয়ের শৈরিক শক্তি স্থগিত হইয়া যায়। এইজন্য আহার করিয়াই নিদ্রা যাইলে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হয় না।

যে-সকল ব্যক্তি রুগ্ন, দুর্ভিক্ষপীড়িত, অথবা যাহারা অনেক দিন পরে আহার পাইয়াছে, তাহাদিগকে একেবারে উদরপূর্ণ করিয়া খাইতে দিবে না। তাহাদিগকে বিলম্বে বিলম্বে সামান্য সামান্য করিয়া আহার দেওয়া উচিত। কারণ, তাদৃশ ব্যক্তিদিগের পরিপাক-শক্তি কম।

দণ্ডায়মান ও উপবেশনের প্রকারভেদ পরিপাক-ক্রিয়ার সাহায্য করে। যাহারা ঝুঁকিয়া উপবেশন করে, তাহাদিগের পঞ্জর উত্তমরূপে প্রসারিত হইতে পায় না, এবং পাকাশয়, যকৃৎ ও ক্লোম (Pancreas) চাপিয়া যায়। অতএব সর্ব্বদাই সরলভাবে উপবেশন করা বা দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। ইহার দ্বারা অজীর্ণতা দূর হয়।

শীতকালাপেক্ষা গ্রীষ্মকালে চর্ম্মের নলী-গুলি ক্রিয়াশীল থাকে। সুতরাং, পরিপাক-শক্তির হ্রাস হয়। এরূপ অবস্থায় আহারও কমাইয়া দেওয়া উচিত।

বিশুদ্ধ বায়ু সেবন না করিলে অগ্নিমান্দ্য ও পরিপাকশক্তির বৈলক্ষণ্য জন্মে। যাহারা বায়ু-সঞ্চরণহীন প্রকোষ্ঠে বাস করে, প্রাতঃ-কালে তাহাদিগের ক্ষুধাই হয় না এবং মুখ ও গলা শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব বিশুদ্ধ বায়ুর বিশেষ প্রয়োজন।

কর্ণ।—কর্ণস্থিত ঢক্কার স্পন্দন-শক্তি কমিয়া যাইলে শ্রবণ-শক্তির হ্রাস হয়। ঢক্কার ঝিল্লী স্থূল হইয়া যাইলে বা তদুপরি কর্ণমল সঞ্চিত হইলে শ্রবণশক্তির বৈলক্ষণ্য ঘটে। স্ফীতি সঙ্ঘটিত হইলে ঢক্কা স্থূল হইয়া যায়। পিনের মস্তক দ্বারা কান খুঁটিলে স্ফীতি সঙ্ঘটিত হয়। অতএব পিন-দ্বারা কান-খুঁটা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। কর্ণমল সঞ্চিত হইলে, কর্ণে সামান্য সর্ষপতৈল ছাড়িয়া দিবে ও কয়েক ঘণ্টা পরে ঈষদুষ্ণ সাবানের ফেন পিচ্‌কারী-দ্বারা কর্ণ মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে কর্ণমল বিদূরিত হয়।

চক্ষু।—খুব আলোক হইতে ঘোর অন্ধকারে, অথবা অন্ধকার হইতে প্রখর আলোকে হঠাৎ যাইবে না। এরূপ হঠাৎ পরিবর্ত্তনে চিত্রপত্রের (retina) পক্ষাঘাত সংঘটিত হইতে পারে। প্রখর আলোকে অধিক ক্ষণ চক্ষু ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কোনও বস্তু দেখিতে হইলে, চক্ষুকে বক্র করিয়া দেখা উচিত নহে; কারণ,তদ্দ্বারা পেশীর অস্বাভাবিক সঙ্কোচন হইয়া থাকে। কোনও বস্তুকে চক্ষুর সন্নিকটে আনয়ন করিয়া দেখিতে অভ্যাস করিলে লোক নিকটদর্শী হইয়া যায়। এইজন্য পুস্তকপাঠক প্রভৃতি ও শিল্পিগণ নিকটদর্শী হইয়া থাকে। যাহারা দূরস্থিত পদার্থনিচয়কে দর্শন করিতে অভ্যাস করে, তাহারা দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য শিকারী ও নাবিকগণ দূরের বস্তু সহজেই দেখিতে পারে। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যেমন পর্য্যায়ক্রমে ক্রিয়া ও বিশ্রামের আবশ্যক হয়, চক্ষুরও অনুরূপ জানিবে। যদি কোন বস্তুতে ধারাবাহী দৃষ্টি রাখা হয়, তবে চক্ষু ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং দৃষ্টিরও হ্রাস হয়। যাহাদিগের চক্ষু দুর্ব্বল ও স্ফীতিপ্রবণ তাহাদিগের এই বিষয়টীর উপর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ)

শ্রী.হেমন্তকুমারী দেবী।

"বাঙ্গালী" গান।

ঈমন কল্যাণ——একতালা।

(১) ধন্য আজিকে ভারতবর্ষ,
(২) ধন্য আজিকে বাঙ্গালা দেশ,
(৩) ধন্য আমরা ভারতবাসী,
(৪) ধন্য মোদের বাঙ্গালী-বেশ।
(৫) ধন্য মোদের বঙ্গ-জননি!
(৬) পুত্র তোমার হইল ধন্য,
(৭) ধন্য বিরাট বঙ্গ-আকাশ,
(৮) ঘুচিল তোমার দুঃখ দৈন্য।
(৯) বাঙ্গালা-মাটীর পুত্র আজি,
(১০) ছুটিয়া যেতেছে যুদ্ধ-মাঝ,
(১১) সেই যে তাদের মহান্ ধর্ম্ম,
(১২) বুঝেছে তাহারা সত্য আজ।
(১৩) ধন্য আজিকে বঙ্গ-যুবক,
(১৪) ধন্য জনক জননী সব,
(১৫) সন্তান আজি যেতেছে যুদ্ধে,
(১৬) ধ্বনুক আজিকে ধন্য-রব।
(১৭) বাঙ্গালীর ছেলে বসন ছাড়ি,
(১৮) যুদ্ধ-বসন পরেছে আজ,
(১৯) তুচ্ছ করিয়া মরণে ভীতি,
(২০) গৌরবে তারা সেজেছে সাজ।
(২১) সুপ্তোত্থিত হলেও তাহারা,
(২২) বক্ষে পেয়েছে অসীম বল,
(২৩) শিখিয়াছে আজি কঠিন হইতে,
(২৪) নাহিক আঁখিতে বিন্দু-জল।
(২৫) ধন্য আজিকে বঙ্গ-ললনা,
(২৬) ধন্য আজিকে স্বার্থত্যাগ,

(২৭) ধন্য মোদের স্বদেশী গানে,
(২৮) ধন্য তাহার রাগিণী রাগ।
(২৯) ধন্য মায়ের সোনা মুরতি,
(৩০) ধন্য বঙ্গ-সেনানী বীর,
(৩১) ধন্য হ'ক ইতিহাস পুনঃ,
(৩২) ধরিয়া বক্ষে বাঙ্গালী বীর।*

স্বরলিপি।

২´ ৰ´ ৩ ০ ১
II র্সা । র্সা । র্সা র্সা র্সা । না না ধা । না । না I
(১) ধ ০ ন্য আ জি কে ভা র ত ব ০ র্ষ

২´ ৩ ০ ১
I ধা । ধা । পা পা পা । ক্সা ক্সা গা । গক্সা । পা I
(২) ধ ০ ন্য আ জি কে বা ঙ্গা লা ০দে ০ শ

২´ ৩ ০ ১
I গা । ঋা । গা ঋা ঋা । গা গা রা । না রা সা I
(৩) ধ ০ ন্য আ ম রা ভা র ত বা ০ সী

২´ ৩ ০ ১
I সা রা গা । ক্সা ক্সা ক্সা । গা ক্সা ধা । পা । পা II
(৪) ধ ০ ন্য মো দে র বা ঙ্গা লী বে ০ শ

২´ ৩ ০ ১
II পা ধা পা । র্সা র্সা র্সা । র্সা । র্সা । র্সা র্সা র্সা I
(৫) ধ ০ ন্য মো দে র ব ০ ঙ্গ জ ন নি
(৯) বা ঙ্গা লা মা টী র পু ০ ত্র আ ০ জি

২´ ৩ ০ ১
I র্সা । র্রা । র্রা র্রা র্গা । র্সা র্রা র্গা । র্গা । র্গা I
(৬) পু ০ ত্র তো মা র হ ই ল ধ ০ ন্য
(১০) ছু টি যা যে তে ছে যু ০ দ্ধ মা ০ র্গ

২´ ৩ ০ ১
I র্গা । র্পা । র্গা র্গা র্গা । র্সা । র্সা । র্সা র্সা র্সা I
(৭) ধ ০ ন্য বি রা ট ব ০ ঙ্গ আ ০ শ
(১১) সে ০ ই যে তা দের ম হা ন্ স্ব ০ প্ন

---

* এই গানটি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের "হেয়ার স্কুল ম্যাগাজিন্" হইতে গৃহীত, এবং গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৪শে তারিখে, লেডি কার্পেন্টার হস্তে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের বাৎসরিক পারিতোষিক-বিতরণী সভাতে অন্তঃপুর-ছাত্রীদিগের দ্বারা সেতার্, এস্রাজ, বেহালা এবং হারমোনিয়াম্ সহযোগে ঐকতানে গীত। সুর ও স্বরলিপি মনরচিত।—শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

২´　　　৩　　　০　　　১
I পা ধা না। না না না। ধা না র্রা। র্সা া র্সা II
(৮) ঘু চি ল　তো মা র　দু : খ　দৈ ০ ন্য
(১২) বু ঝে ছে　তা হা রা　স ০ ত্য　আ ০ জ

২´　　　৩　　　০　　　১
II সা া সা। সা সা সা। রা া রা। রা রা রা I
(১৩) ধ ০ ন্য　আ জি কে　ব ০ ঙ্গ　যু ব ক

২´　　　৩　　　০　　　১
I রা গা ক্ষা। ক্ষা ক্ষা ক্ষা। গা ক্ষা ধা। পা া পা I
(১৪) ধ ০ ন্য　জ ন ক　জ ন নী　স ০ ব

২´　　　৩　　　০　　　১
I পা ধা ধা। ধা া ধা। পা ধা না। না া না I
(১৫) স ন্তা ন　আ ০ জি　যে তে ছে　বু ০ ঝে

২´　　　৩　　　০　　　১
I পা ধা না। না না না। ধা না র্রা। র্সা া র্সা II
(১৬) স্ব ত্ব ক　আ জি কে　ধ ০ ন্য　র ০ ব

২´　　　৩　　　০　　　১
II পা ধা পা। র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা। র্সা া র্সা I
(১৭) বা ঙ্গা লী　র ছে লে　ব স ন　ছা ০ ড়ি
(২১) স্ব প্ তো　খি ত হ　লে ও তা　হা ০ রা

২´　　　৩　　　০　　　১
I র্সা া র্রা। র্রা র্রা র্রা। র্সা র্রা র্গা। র্গা া র্গা I
(১৮) স্ব ০ ত্ব　ব স ন　প রে ছে　আ ০ জ
(২২) ব ০ ক্ষে　পে য়ে ছে　অ সী ম　ব ০ ল

২´　　　৩　　　০　　　১
I র্গা া র্গা। র্গা র্গা র্গা। র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা I
(১৯) তু ০ চ্ছ　ক রি য়া　ম র ণে　ভী ০ তি
(২৩) শি খি য়া　ছে আ জি　ক ঠি ন　হ ই তে

২´ ৩ ০ ১
I পা ধা না। না না না। ধা না র্রা। র্সা । র্সা II
(২৩) গৌ র বে তা ০ রা সে জে ছে সা ০ জ
(২৪) না হি ক আঁ খি তে বি ন্ দু জ ০ ল

২´ ৩ ০ ১
II র্সা । র্সা। র্সা র্সা র্সা। না । না। ধা ধা ধা I
(২৫) ধ ০ ন্য আ জি কে ব ০ ঙ্গ ল ল না

২´ ৩ ০ ১
I পা । না। ধা ধা পা। ক্ষা । ধা। গা । গা I
(২৬) ধ ০ ন্য আ জি কে স্বা ০ র্থ ত্যা ০ গ

২´ ৩ ০ ১
I রা গা রা। গা মা মা। গা গা রা। সা । সা I
(২৭) ধ ০ ন্য মো দে র স্ব দে শী গা ০ নে

২´ ৩ ০ ১
I সরা গা ক্ষা। ক্ষা ক্ষা ক্ষা। গা ক্ষা ধা। পা । পা II
(২৮) ধ০ ০ ন্য তা হা র রা গি ণী রা ০ গ

২´ ৩ ০ ১
II পা ধা পা। র্সা র্সা র্সা। র্সা । র্সা। র্সা র্সা র্সা I
(২৯) ধ ০ ন্য মা য়ে র সৌ ০ ম্য মূ র তি

২´ ৩ ০ ১
I র্সা । র্রা। র্রা র্রা র্রা। র্সা র্রা র্গা। র্গা । র্গা I
(৩০) ধ ০ ন্য ব ০ ঙ্গ সে না নী ধী ০ র

২´ ৩ ০ ১
I র্গা । র্পা। র্গা র্গা র্গা। র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা I
(৩১) ধ ০ ন্য হ ০ ক ই তি হা স পু নঃ

২´ ৩ ০ ১
I পা ধা না। না । না। ধা না র্রা। র্সা । র্সা II II
(৩২) ধ রি য়া ব ০ ক্ষে বা ঙ্গা লী বী ০ র

শ্রী মোহিনী সেনগুপ্তা।

মিলন।

(গল্প)

শুক্লা পঞ্চমীর মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ চন্দ্রকিরণে যেন হাসিতেছিল ! অগণ্য-তারকা-খচিত নীলাকাশ চুমকি-বসান চন্দ্রাতপের মতই দেখাইতেছিল ! তখন রাত্রি ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। কলিকাতার রাজপথ নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে ; মধ্যে মধ্যে দুই একটী বরফ-ওয়ালা এক একবার তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ স্বরে "চাই বরফ" বলিয়া ডাকিয়া সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। নিকটবর্ত্তিনী পল্লীর 'কনসার্ট-পার্টী'র আখ্ড়া হইতে তখনও মৃদু মৃদু 'ক্লারিয়নেটে'র ক্ষীণস্বর ভাসিয়া সুপ্ত প্রকৃতিকে জাগাইয়া তুলিবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছিল। এইরূপ সময়ে পটলডাঙ্গার একটী অট্টালিকার বৈদ্যুতালোকে আলোকিত কক্ষে বিনিদ্র-দম্পতী বসিয়াছিল। যুবক পতিটীর নাম প্রবোধচন্দ্র। তিনি মেডিকেল কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া এম্-বি-ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কল্যই তাঁহাকে সর্‌কারী চাকুরী লইয়া ভাগলপুরে যাইতে হইবে ; তাই তিনি তাঁহার ধনবান্ শ্বশুরের আলয়ে তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষীয়া প্রিয়তমা পত্নী প্রভাময়ীর নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন। প্রভাময়ী উজ্জ্বল আলোকে স্বামীর গৌরব-মণ্ডিত মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। প্রবোধ সেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চূর্ণ-কুন্তলরাশির মধ্যে, পাতায় ঢাকা গোলাপ ফুলের মত প্রভার মুখখানি বক্ষে টানিয়া লইলেন।

প্রভা ছল্-ছল্ চক্ষে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আবার কবে আস্‌বে ? কাল কি না গেলে হয় না ?" তাহার কথা শেষ হইল না ; কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

প্রবোধ বলিলেন, "আমি শীগ্‌গিরই আবার আস্‌বো প্রভা ! তুমি অত কাতর হ'ও না। যদি আমার কিছু টাকা থাকৃত, তা হলে তো আমায় কোথাও যেতে হ'ত না। কোল্‌কাতাতে ডিস্‌পেন্‌সারী খুল্‌তাম। তুমি ত সবই জান, বাবা হঠাৎ মারা যাওয়াতে সংসারের সব ভার আমার ওপর পড়েছে। এরূপ অবস্থায় চাকুরী ভিন্ন গতি নেই !"

তদুত্তরে প্রভা বলিল, "আমার বাবাকে বোলে দেখ্‌লে হয় না ? তিনি ত তোমায় ডিস্‌পেন্‌সারী কোরে দিতে পারেন !"

প্রবোধ বলিল, "না প্রভা ! তুমি আমায় সে অনুরোধ কোরো না। আমি কিছুদিন চাকুরী কোরে টাকা সংগ্রহ হ'লে নিজেই কোর্ত্তে পার্ব্বো। তুমি ও-সব চিন্তা করে মন খারাপ কোরো না। আমি পূজার ছুটীর সময়, বোধ হয়, মাকে নিয়ে যাব। তখন তুমিও যাবে ত ?"

প্রভা একটী ক্ষুদ্র-নিঃশ্বাস বুকের ভিতরেই চাপিয়া ফেলিয়া ভাবিল—তা কি বাবা যেতে দেবেন ? মুখে সে বলিল, "কেন যাব না ? নিয়ে গেলেই যাব !"

পরদিন সকালে প্রবোধ যখন শ্বশুর-

শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল, তখন শাশুড়ী রাজলক্ষ্মীদেবী বলিলেন, "বিদেশে না গিয়ে দেশে থাক্‌লেই ভাল হ'ত বাবা! পত্যহ একখানি কোরে পত্তর দিও।" প্রিয়নাথবাবু বলিলেন, "একেবারে কর্ম্মটী হাতে নিয়ে জানালে! পূর্ব্বে একটু জানান উচিত ছিল।"

প্রবোধ শাশুড়ীকে পত্র লিখিতে অঙ্গীকৃত হইয়া, একবার প্রভার দ্বারান্তরালবর্ত্তী সজল চক্ষু-দুইটীর নিকট বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিল।

(২)

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বরাহ-নগরের নিবাসী সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ 'বার্‌ম্যান কোম্পানির' আফিসে মুৎসুদ্দির কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্র প্রবোধচন্দ্র এফ, এ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে পড়িতেছিল; সম্প্রতি এম্ বি পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে। কনিষ্ঠ সুবোধ কলেজে পড়িতেছে। কন্যা লতিকাকে তিনি বহু অর্থ-ব্যয়ে ধনী গৃহের বধূ করিয়া দিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায়-মহাশয় দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। কেহ কিছু অভাব জানাইলে, তিনি যথাসাধ্য দানে কখনও বিরত হইতেন না। এজন্য বন্ধুমহলে অনেকেই তাঁহাকে 'দাতাকর্ণ'-আখ্যা দিয়াছিল। নিন্দকেরা বলিত, তাঁহার মত 'উড়নচণ্ডে' কোথাও কেহ দেখে নাই। গৃহিণী অন্নপূর্ণাদেবী স্বামীর অনুরূপা ছিলেন। যেমন কর্ত্তা তেমনই গৃহিণী! পুত্র-দুইটি রত্ন-বিশেষ। যে দেখিত সেই বলিত, "যথার্থই অন্নপূর্ণার সংসার!"

কলিকাতা-নিবাসী এক্‌জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনীয়ার প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা প্রভাময়ীর সহিত প্রবোধের যখন বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইল, তখন প্রবোধ মেডিকেল কলেজের চতুর্থ-বার্ষিক-শ্রেণীতে পড়িতেছিল। মুখোপাধ্যায়-মহাশয় তখন পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু গৃহিণী অন্নপূর্ণা পরেশনাথের মন্দিরে গিয়া দ্বাদশ-বর্ষীয়া অর্দ্ধস্ফুটনোন্মুখ-কুসুম-কলিকার মত সুন্দরী প্রভাময়ীকে দেখিয়া পুত্রবধূ করিবার যখন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন মুখোপাধ্যায়-মহাশয় বিশেষ আপত্তি করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, মেয়ে ছোট, মেয়েটি বাপের বাড়ী থাকিবে; ক্ষতি কি? ঠিক্ পছন্দ-মত মেয়েটি, হয় ত, পরে নাও পাইতে পারেন। তাহার পর এক শোভাময়ী রজনীতে খুব সমারোহের সহিত প্রবোধ ও প্রভাময়ীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহোৎসবের উজ্জ্বল আলোকে প্রবোধ দেখিল, প্রভা পরমসুন্দরী!

বিবাহে প্রিয়নাথবাবু যথেষ্ট ব্যয় করিয়াছিলেন। প্রবোধের মত জামাতা পাইয়া তাঁহার গৃহিণী রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়াছিলেন। প্রবোধচন্দ্র দেখিতে বেশ সুপুরুষ;—তেমন সুন্দর চেহারা সদা-সর্ব্বদা চোখে পড়ে না। তাহার উপর সে বিদ্বান্। কাজেই চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় তাঁহার মনের মত জামাই দেখিয়া বড়ই সুখী হইয়াছিলেন।

বিবাহের আনন্দোৎসব মিটিতে না মিটিতেই মুখোপাধ্যায়-মহাশয় যখন এপোপ্লেক্সি-রোগে অর্দ্ধ-ঘণ্টার মধ্যে হঠাৎ পৃথিবীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, প্রবোধ তখন চারি দিক্ অন্ধকার দেখিল। তাহার তখনও

এক বৎসর পড়া বাকি। সুবোধ তখন এফ্-এ পড়িতেছিল। প্রবোধ দেখিল, পিতা কিছু সঞ্চয় করিয়া যান নাই। যাহা ছিল, তাহাতে তাঁহার দেনা শোধ দিতে ও শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটাইতেই নিঃশেষ হইয়া গেল। শোক-সন্তপ্তা মাতার নিকট ভগিনীটীকে রাখিয়া নিজে সে দ্বিগুন পরিশ্রমে পরীক্ষায় কৃত-কার্য্যতার জন্য মনোযোগী হইল। শ্বশুর প্রিয়নাথবাবু যখন ৺বৈবাহিকের অন্তঃসার-শূন্য অবস্থা জানিতে পারিলেন, তখন কিছু অনুতপ্তও হইলেন, এবং প্রভাকে শ্রাদ্ধের সময় দুই দিনের বেশী শ্বশুরালয়ে রাখিলেন না। তিনি জামাতাকে পাঠের জন্য সাহায্য করিবেন, এরূপ আশা দিলেও প্রবোধ তাঁহার উদারতায় উদাসীন হইয়া সম্পূর্ণরূপে নিজের উপরই নির্ভর করিল। পরবৎসর সে সম্মানের সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া এম্-বি ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইল। অবশেষে যখন কলেজ হইতে তাহার চাকুরী হইয়া গেল, তখন সে মাতার সম্মতি লইয়া ভাগলপুরে যাওয়াই স্থির করিল।

(৩)

প্রবোধ সুবোধকে বাটী ফিরিয়া সাবধানে থাকিবার উপদেশ দিয়া, সেই দিন লুপ মেলে ভাগলপুর রওনা হইল। তাহার বাল্যবন্ধু প্রকাশচন্দ্র তখন ভাগলপুরেই ছিল। পূর্ব্বেই সে তাহাকে তাহার যাইবার কথা জানাইয়াছিল। সুবোধ হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া প্রবোধকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া বাটীতে ফিরিয়া গেল।

হাবড়া হইতে যথাসময়ে মেল-ট্রেণ ছাড়িল। ধূলিসমাচ্ছন্ন কলিকাতা-নগরী হয়েক মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল! পথের উভয় পার্শ্বে সুদৃশ্য বাগান-বাড়ী, ছোট-বড় পানা-পুকুর, জিউলীর বেষ্টনীর মধ্যে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর এবং ক্বচিৎ জীর্ণ ভগ্নদশাপন্ন ইষ্টকালয়, অস্ফুট চন্দ্রালোকে যেন পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যপটের মত চোখের সম্মুখে ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতে লাগিল। ট্রেণে যাত্রীর অভাব ছিল না, কিন্তু প্রবোধের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। সে এক ধারে বসিয়া বাড়ীর কথা, পড়ার কথা, চাকুরীর কথা ভাবিতে লাগিল।

ট্রেণ যখন ভাগলপুরে পৌছিল তখন প্রভাতের অরুণোদয়ে সুপ্ত প্রকৃতি জাগিয়া উঠিতেছে! প্রবোধ মালপত্র লইয়া প্লাটফরমে নামিয়া পড়িল। এমন সময় প্রকাশ আসিয়া বলিল, "হ্যালো মিঃ মুখার্জ্জী! বাড়ীর খবর সব ভাল ত?" বাড়ীর কথায় প্রবোধের চক্ষু সজল হইল। প্রকাশ প্রবোধের পিতৃ-বিয়োগের সংবাদ পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিল; কিন্তু এখন বহুদিন পরে বন্ধুকে দেখিয়া তাহার সে কথা মনেই ছিল না। বাটীর সংবাদে প্রবোধের অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার সে কথা স্মরণ হইল। সে-কথা চাপা দিয়া সে বলিল, "পথে কোন কষ্ট হয় নি ত? আমি তোমার অপেক্ষাই করছিলাম।" প্রবোধ অপরিচিত স্থানে প্রকাশকে পাইয়া অনেকটা শান্তিলাভ করিল।

ষ্টেশনের বাহিরে প্রকাশের গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল; সে প্রবোধকে বাটীতে লইয়া গেল। প্রকাশের বাড়ী যোগসারে—গঙ্গার খুব নিকটে। সহরের কোলাহল হইতে এখানটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। চারিদিকে পুষ্পোদ্যানে বেষ্টিত প্রকাশদের বাড়ীখানি প্রবোধের বড়ই মনোরম বোধ হইল।

সেই দিনই প্রবোধ কার্য্যভার গ্রহণ করিল। ডাক্তার-সাহেব প্রবোধের প্রতিভা-ব্যঞ্জক প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন ও আপাততঃ প্রবোধের দুই শত টাকা মাহিনা হইল, জানাইলেন। প্রবোধ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

প্রকাশের মাতা প্রবোধকে পৃথক্ বাসা করিতে দিলেন না; বলিলেন, "বাবা! প্রকাশ আমার যেমন, তুমিও আমার তেম্‌নি! ছেলে মানুষ, নূতন বিদেশে এসেছ; এখন দু'দিন এখানে থাক! পূজোর পর মা'কে এখানে নিয়ে এসে, তখন আলাদা বাসা কোরো।" প্রকাশও এ বিষয়ে বন্ধুকে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিল। কাজেই, প্রবোধ সঙ্গিহীন সুদূর প্রবাসে একাকী থাকিবার কষ্ট অনুভব করিয়া, সেই স্থানেই থাকিতে সম্মত হইল। কৃতজ্ঞতায় তাহার দুইটী চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

যখন দু'টী বন্ধুতে কলিকাতায় 'প্রেসিডেন্সি কলেজে' এফ্-এ পড়িত, তখন প্রকাশের পিতা কলিকাতাতেই থাকিতেন। তখন ছুটীর দিনে রৌদ্রতপ্ত দীর্ঘ মধ্যাহ্নে প্রবোধ প্রকাশদের বাটীতে গল্প করিয়া কাটাইয়া দিত; কত পুস্তক পড়িয়া এ উহাকে শুনাইত, আর উভয়ে ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে কত কথাই বলিত! তখন প্রবোধের পিতা ছিলেন। আবার আজ বহুদিন পরে দুই বন্ধু একত্র হইয়াছে, কিন্তু পিতৃগণ কোথায়! সেই সকল অতীত স্মৃতির আলোচনা প্রবোধকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল! প্রকাশ প্রবোধকে কাতর দেখিয়া ব্যথিত হইয়াই বলিল, "ভাই যে বিষয়ে আমাদের কোন হাত নেই, সে-কথা আর ভেবে কি কোর্ব্বে? চল, একটু গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি।"

(৪)

প্রবোধ বাটীতে পত্র লিখিয়া, উত্তরে জানিল লতিকাকে তাহার শ্বশুর লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র দিয়াছেন। প্রবোধ ভাবিল, লতিকা শ্বশুরালয়ে যাইলে মা একাকী থাকিতে কষ্ট বোধ করিবেন; সুতরাং এ সময়ে প্রভাকে মা'র নিকট রাখা উচিত। সে প্রভাকে লইয়া আসিবার জন্য সুবোধকে পত্র লিখিল, এবং সে নিজেও তাহার শ্বশুর-মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিল। যথাসময়ে পত্রের উত্তর আসিল। প্রিয়নাথবাবু লিখিয়াছেন, তাঁহার কন্যা পল্লীগ্রামে বাসন মাজিয়া, ঘর নিকাইয়া, ভাত খাইবে না। প্রবোধ যখন বাসা করিতে পারিবে, তখন যেন সে তাঁহার কন্যাকে লইয়া যায়। তিনি সেই সঙ্গে কন্যার অসুস্থতারও দোহাই দিয়াছেন। প্রবোধ বুঝিল, ইহা ছলমাত্র; কারণ, সেই সঙ্গে সে প্রভারও পত্র পাইয়াছিল। কৈ প্রভা ত অসুস্থতার কথা কিছু লেখে নাই! শ্বশুরের প্রতি তাহার তীব্র ক্রোধ সুগভীর অশ্রদ্ধায় পরিণত হইল, পরাজয়ের স্থান পরাক্রম আসিয়া অধিকার করিল। তাহার ফলে, প্রবোধ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল যে, তাঁহারা যত দিন না প্রভাকে নিজে হইতে পাঠাইয়া দিয়া যাইবেন, ততদিন প্রবোধ আর কোন পত্রাদি পর্য্যন্ত লিখিবে না। ক্রুদ্ধ প্রবোধ হিতাহিত-জ্ঞান হারাইয়া প্রভাকে ইহার পর আর কোনও পত্র দিল না। সে মনে করিল, বড় লোকের মেয়ে সে, হয় ত, তাহার ইচ্ছার কথাই শ্বশুর লিখিয়া-

ছেন। মাতাকে লিখিল, সে পূজার সময় গিয়া তাহাকে লইয়া আসিবে ; সেজন্য সে যথাসময়ে গঙ্গার ধারে বাড়ী ঠিক্ করিয়া রাখিবে।

এদিকে প্রভা প্রবোধের কোনও পত্রাদি না পাইয়া বুঝিল যে, তাহার উপর রাগ করিয়াই, বোধ হয়, প্রবোধ পত্রাদি বন্ধ করিয়াছেন। প্রভার বড় অভিমান হইল। তাহার পিতা তাহাকে পাঠাইলেন না, তাহাতে সে কি করিবে ? কেমন করিয়া সে বলিবে যে, সে শ্বশুর-বাড়ী যাইবেই ; না যাইলে তাহার স্বামী রাগ করিবেন! তাহা সে বলিতে পারিবে না। ছিঃ! বড় লজ্জা করে। প্রভা দিন-দিন আতপ-তাপে যূথিকার মত শুকাইতে লাগিল। প্রভার মাতা কন্যার ভাব লক্ষ্য করিলেন ; স্বামীকে বলিলেন, "দেখ, প্রভা যেন দিন-দিন শুকিয়ে যাচ্ছে! মুখে হাসি নেই, ভাই-বোনদের সঙ্গে আর তেমন খেলা করে না। জামাইও চিঠি দেওয়া বন্ধ করেছে! কেন যে তুমি মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ী পাঠালে না ? জামাই বোধ হয়, রাগ করেই পত্তর দেয় না। মেয়ের কিন্তু শ্বশুর-বাড়ী যেতে ইচ্ছে ছিল। ও যদি বাসন মাজায়, ঘর নিকনয় সুখ পায়, তুমি কেন বাধা দাও ?"

প্রিয়নাথবাবু গৃহিণীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "প্রভা কি তোমায় বলেছিল যে, তার যেতে ইচ্ছে আছে ? সে আমার মেয়ে, তার অমন নীচ প্রবৃত্তি নয়। একবার সে বুড়ীর খপ্পরে পড়লে, আর কখনো বেরুবে, মনে কর ?"

গৃহিণী কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া কহিলেন, "তবু মেয়ে যখন পরের জিনিস, তখন ত আর জোর চলে না ? জামাইয়ের যখন ইচ্ছে—।"

প্রিয়নাথবাবু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "রেখে দাও তোমার জামাইয়ের ইচ্ছে! মেয়ে ত বেচি নি—যে, তাঁর হুকুমে চল্‌তে হবে। ওর, বোধ হয়, কোন অসুখ করেছে। কাল একবার ডাক্তারকে ডাকাব। অসুখ না হ'লে শুকিয়ে যাবে কেন ? তোমার না বুদ্ধি—! সবই ত বোঝ! কেন ; আমি কি একেবারে পাঠাব না বলিচি ? জামাই দু'পয়সা আনুক্ না ? যখন সুখে রাখতে পারবে, তখন নিয়ে যাবে। এখন কোথায় কি তার ঠিক নেই, স্ত্রী নিয়ে যাবার সখ! মায়ের রাঁধুনী চাকরাণী ছাড়িয়ে দেবার মতলব আর কি! এটুকুও বোঝ না! বেয়াই আমার যা দাতা ছিলেন, একেবারে হাঁড়ী ধুয়ে রেখে গেছেন! আমি আমার মেয়েকে কি ঘর-গোবর দিতে পাঠাব ? সে আমার মেয়ে পারে না! সে আমি পার্ব্বো না।"

নিজের বুদ্ধি-হীনতার কথা রাজলক্ষ্মী স্বামীর কাছে চিরদিনই শুনিয়া আসিতেছেন, তাই কর্ত্তার উপর কথা না কহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

(৪)

পরদিন ডাক্তার আসিয়া রোগের কোনও নিদর্শন না পাইয়াও কতকগুলা ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন।

প্রিয়নাথবাবু দেখিলেন, প্রভা নীরোগ হওয়া সত্ত্বেও বড়ই কাহিল হইয়া যাইতেছে। তখন তাঁহার মনে হইল, —তবে কি প্রভা সত্য-সত্যই ভাবে ? সে

সেই হাস্যময়ী চঞ্চলা প্রভা ত আর নাই! তাহার স্থলে ক্ষীণা দীনা মলিনা বিষাদময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বড়ই ব্যথিত হইলেন। গৃহিণীকে অতি সংগোপনে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি কোন রকমে প্রভার মনের ভাব জানতে পার? যদি তোমার কথাই ঠিক হয়, তবে না হয়, ওকে ওর শাশুড়ীর কাছে পাঠিয়েই দিই। কিন্তু এতে ছোঁড়াব আর মাটীতে পা পড়্‌বে না। করা যাবে কি? যেমন রত্ন গর্ভে ধরেছ,—বাপ কেউ নয়!"

গৃহিণী রাজলক্ষ্মী বলিলেন, "আমি কি না জেনেই বলিছি? বিয়ে দিলেই মেয়েরা পর হয়ে যায়। প্রভার এখন শ্বশুরবাড়ীর দিকেই টান বেশী; তুমি ওকে পাঠিয়েই দাও। যেখানে থাকে, সুখে থাকলেই হ'লো। মন্থ বল্‌ছিল, জামায়ের ভাই না-কি তাকে বলেছে যে, জামাই পূজোর পর তার মাকে সেইখানে নিয়ে যাবে; আর জামায়েরও নাকি ২০০ টাকা মাইনে হয়েছে! প্রভাকে এই পূজোর আগেই দিয়ে আস্‌তে হবে। ভাগলপুর শুনিছি ত বেশ ভাল জায়গা! প্রভা সেখানে গেলে সার্‌তেও পার্‌বে।"

প্রিয়নাথবাবু ইহা শুনিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তাই হবে।"

স্নেহের নিকট গর্ব্ব পরাজয় স্বীকার করিল। একটা ভাল দিন দেখিয়া প্রভাকে শ্বশুর-বাটীতে রাখিয়া আসাই স্থির হইল।

(৬)

প্রবোধ পূজার ছুটিতে বাটী আসিতে পারিল না; বন্ধের সময় তাহাকেই হাঁস-পাতালের কাজ দেখিতে হইল। সে সুবোধের পত্রে খবর পাইল যে, প্রভা তাহাদের বাটীতে আসিয়াছে। তাহার ধন-গর্ব্বিত শ্বশুর নিজে হইতেই তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রবোধের মুখে একটুখানি সফলতার হাসি ফুটিয়া উঠিল। প্রবোধ মাতাকে লিখিল, "ভাগলপুর বেশ ভাল জায়গা; আর আমি যে বাড়ীটা ঠিক্ কোরে রেখিছি, সেটা গঙ্গার ধারেই। বুড়ানাথ শিবের মন্দিরও কাছে; রোজ গঙ্গাস্নান কর্‌তে পার্‌বে। কোন কষ্ট হবে না মা! সুবোধের সঙ্গে তোমরা চ'লে এস। কতদিন তোমায় দেখি নি বল ত?" অন্নপূর্ণা লিখি-লেন—"আমার কি অসাধ বাবা! তোদের ছেড়ে স্বর্গেও যে আমার সুখ নেই। বৌমা এসেছেন, শীঘ্রই আমরা যাচ্ছি।" অতঃপর একটা শুভদিন দেখিয়া সুবোধ তাহার মাতৃ-ঠাকুরাণী ও বৌদিদিকে লইয়া রওনা হইল।

সে-দিন পূজার ষষ্ঠী। সন্ধ্যা হইতে ঢাকের বাদ্য বাজিয়া বাজিয়া থামিয়াছে। বালক-বালিকারা ঠাকুর দেখিয়া যে যাহার ঘরে ফিরিয়াছে। মায়ের আগমনে প্রকৃতি যেন হাস্যময়ী! প্রবোধ দূরান্তরের রোগী দেখিতে গিয়া তিন দিন সেইখানে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; আজ ছাড়া পাইয়া মন তাহার বাতাসের বেগে ঘরের পথে উড়িয়া চলিতেছিল। কিন্তু ট্রেণের গতি আজ কি মন্থর! দীর্ঘ বিরহের পর আজ মিলনের আনন্দে তাহার চিত্ত উদ্বেগ-ব্যাকুল! তাহার মনে হইতেছিল,—প্রভা না জানি কত অভিমান করিবে! কত মৃদু ভৎর্সনা করিবে! এতদিন পত্র না লেখার কৈফিয়ৎ দেওয়া যে এখনও বাকী! ইত্যাদি।

বাড়ী ঢুকিতে গিয়াই প্রবোধ স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। ডাক্তারের দল তাহারই

শয়ন-গৃহের দুয়ারে জটলা পাকাইয়া এ কি বলিতেছেন—"রোগ্ সিরিয়স্, প্রাণের কোন আশা—!" সুবোধ ব্যাকুল স্বরে কহিতেছিল, "তবু একটু চেষ্টা করুন। দেখুন, যদি পারেন! দাদা যে এখনও অসুখের খবর পর্য্যন্ত পান নি—! ওঁর বাপ্ যে সাহস করে আমাদের হাতে ছেড়ে দিতেই পার্ ছিলেন না! আমি তাদের কি জবাব দোব?"

বারান্দা হইতে মল্লিকা-ফুলের সুগন্ধ তীব্র মাদক-গন্ধের মতই প্রবোধের নাসিকায় প্রচণ্ড আঘাত করিল। সে ছুটিয়া উন্মত্তের মত ঘরে ঢুকিলে, ডাক্তারগণ তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন। ছিন্নমূল লতাটির মত প্রভার শীর্ণ দেহখানি বিছানায় মিশাইয়া গিয়াছে!—চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে নীল মাড়িয়া দিয়াছে, তবু উজ্জল চক্ষু-দুইটী দ্বারের পানে চাহিয়াছিল! "আমায় মাপ কর প্রভা! তোমায় এ কি দেখ্‌তে নিয়ে এলুম!"—অস্ফুট স্বরে এই বলিতে বলিতে প্রবোধ দুই হস্তে পত্নীকে জড়াইয়া ধরিল। প্রভার নিষ্প্রভ চক্ষুতে আনন্দের মৃদু হাসিটুকু অটুট রহিয়া গেল, স্বামীর বাহু-বেষ্টনে চিরমিলনের ঘুমে সে ঘুমাইয়া পড়িল! তখনও বাবুদের বাড়ীর বৈঠকখানায় হারমোনিয়মের সহিত গান হইতেছিল—"জীবনে মরণে আমি তোমারি, তোমারি কাছে জনমে জনমে ফিরে আসিব।"

শ্রীপঙ্কজিনী দেবী।

অনাদৃতা।

ছিন্ন-লতিকা সে গো তোমারি চরণ-তলে
পড়ে আছে দিবা-নিশি স্বার্থপাশে দূরে ফেলে!
দিবা-নিশি অবিশ্রাম তোমারি তোমারি তরে
ঢালিতেছে প্রাণ-ধারা, নাহি চাহি দান ফিরে!
কেন গো মরম-তলে তাহারে বেদনা দাও?
কেন এ নয়ন-নীর মুছাতে ব্যাকুল নও!
তোমারি পরশ পেলে সে যে গো জীবন পায়!
তোমার প্রেমের আলো অবসাদ মুছে দেয়!
সে বন-বল্লরী-সম বিতরি সুষমা-বাস
চলে যায় নীরবেতে ফেলিয়া মরত-বাস!

বাসনা।

গিয়াছে যে চলি, ডাকি না তাহারে ফিরিতে
মরত-পুরে,
চাহি, যেন শুধু স্মৃতিখানি তার থাকে মোর
বক্ষ জুড়ে!
দেব-মন্দিরের সুরভির মত মন মুগ্ধ করি
নিত্য,
প্রভাতে সন্ধ্যায় দিবসে উষায় ভরি রাখে মোর
চিত্ত!
সব কু-বাতাস দূরি যেন যায় তারি স্নিগ্ধ পূত
বাসে,
সতত সুমন্দ ধূপ-দীপ-গন্ধ ভরি থাকে
চারি পাশে!

শ্রী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

উপদেশ-সংযত অরুণবাবু ততক্ষণে নিজের মাতা ও ভাতৃজায়ার সহিত কি কথা আরম্ভ করিয়া গম্ভীর-ভাবে মৃদু-মন্দ স্বরে নানা কথা বলিতেছিলেন। নমিতা তাঁহাদের কথায় কাণ দিতে পারিল না,—তাহার মাথার মধ্যে তখন কেমন একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইল, একবার উঠিয়া গঙ্গার জল তুলিয়া মাথায় ঢালে; কিন্তু সেই ছোট কাজটুকুও আবার অন্যের দৃষ্টিতে, কে জানে, কি ভাবে প্রকটিত হইবে, কোন্ দিক্ দিয়া কাহার মনে কি কৌতূহল-ঔৎসুক্য সমুৎপন্ন হইবে,—ভাবিয়া সে সে-কাজে ক্ষান্ত হইল, ঘাড় গুঁজিয়া বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল।

দত্তজায়া নমিতার কেহই নহেন, এবং এত দিন ধরিয়া তাহার সঙ্গে তিনি যেরূপ আচরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে সাধারণ হিসাবে নমিতা যদি কোন সম্পর্ক ধরিতে চায়, ত সে সম্পর্ক-টাকে, সহযোগিতার সৌহার্দ্দ্য না বলিয়া, প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব বলাই ঠিক। তা ছাড়া এতদিনের ব্যবহারে ও পরিচয়ে নমিতার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে দত্তজায়ার প্রকৃতির যে মোটামুটি ছাঁচটা বুঝিতে পারা গিয়াছে, সেটুকুকেও আদর্শ-মনুষ্যোচিত চরিত্র বলা যায় না। কিন্তু তা বলিয়া নমিতা কি ভুলিয়া যাইবে যে, দত্তজায়া নমিতার মতই একজন পিতার কন্যা, ভ্রাতার ভগিনী,—নমিতারই ন্যায় বিশ্ব-সংসারের লক্ষ নারীর মাতা-মাতামহী-পিতামহীর মত করুণা, কল্যাণ ও শ্রদ্ধামণ্ডিতা নারীজাতির একটি ক্ষুদ্রতম অংশ! নমিতার সহিত দত্তজায়া সদ্ব্যবহার করেন না;—এমন কি সুযোগ পাইলে কাল্পনিক আক্রোশে তাহাকে প্রচ্ছন্ন অপমানের আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হন না। অবশ্য, সেজন্য নমিতা আহত-বেদনায় যে ব্যথিত না হয়, তাহা নহে; কিন্তু তাহাতেও নিজের বেদনার অপেক্ষা দত্তজায়ার নীচাশয়তার গ্লানি তাহার বুকে বাজে বেশী!—কেন না, দত্তজায়া ত মানুষ!

কিন্তু শুধু দত্তজায়া বলিয়া নহে, তাঁহার মত প্রত্যেকের সম্বন্ধেও ত ঐ কথা বলিতে পারা যায়। মানুষের মনুষ্যত্বের দৈন্য ও চরিত্র-মাধুর্য্যের হীনতায়, নমিতার মত কত অভাগার বুকের মধ্যে ক্ষোভের লাঞ্ছনায় গুম্ভিত ক্রন্দন জমাট বাঁধিয়া নিভৃতে কত পাথরের মত কঠিন বস্তু তৈয়ারী হইয়া উঠিতেছে, কে তাহার হিসাব রাখে! এই যে চোখের সম্মুখে ভুইবেলা সম্ভ্রান্ত-বংশের সুশিক্ষিত সন্তান ডাক্তার প্রমথ মিত্রের কত অন্যায় অবহেলার ত্রুটি—!

নমিতার কপোল আকর্ণ লোহিত হইয়া উঠিল। সে আর ভাবিতে পারিল না, অধীর চিত্তে বই বন্ধ করিয়া, আগ্রহাকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল। মাথার উপর দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড সূর্য্যরশ্মি জলন্ত তেজে ঝল্‌মল্ করিতে-

ছিল, সম্মুখে সুদূর-বিস্তৃত গঙ্গা-তরঙ্গ উচ্ছল উদ্দাম আবেগে অধৈর্য্যভাবে আস্ফালিত হইতেছিল ! নমিতা চাহিয়া চাহিয়া, কিছু ক্ষণ পরে, ধীরে একটা ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। এমন সুবিশাল, এত বিপুল আয়োজন ! কিন্তু প্রয়োজনের সম্মুখে ইহার সুমহান্ প্রাচুর্য্যেও কেন এত বৈসাদৃশ্য—কেন এমন নিষ্প্রয়োজনীয় বৈষম্য ? পৃথিবীর কাজে সূর্য্যালোকের প্রয়োজন ; কিন্তু সূর্য্যরশ্মির ঐ জ্বলন্ত উগ্রতা,—ঐটুকু না থাকিলে কি সুন্দর শান্তিময় শোভা বিকশিত হইত ! গঙ্গা-বক্ষে এই দুরন্ত দৌরাত্ম্যপূর্ণ প্রবাহের পরিবর্ত্তে যদি মৃদু মনোহারিণী তরঙ্গলীলা চিরস্থির হইত, তাহা হইলেই বা সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকার্য্যে কি এত মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটিত ?

নমিতার অস্থির চিত্ত সহসা অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল। বিস্মিত হইয়া সে দেখিল, ইতোমধ্যে মকবুলের মা অরুণবাবু ও তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার সহিত কথাবার্ত্তা জুড়িয়া দিয়াছে, এবং তাহার অসুখের সময় হাঁসপাতালে অবস্থানকালীন দত্তজায়ার আচার-ব্যবহার উল্লেখ করিয়া, তাঁহার দোষগুণের সহিত নমিতার চরিত্রের উৎকর্ষের তুলনামূলক সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছে !

নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল ; ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "মকবুলের মা, ছাতাটা তোমায় ভিজিয়ে দিলুম, ওর ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে যাবে বলে ;—আর তুমি কি না ছাতাটা আলাদা শুকুতে দিয়ে, নিজে রোদে মাথা দিয়ে যাচ্ছ ! নাও, ছাতা মাথায় দাও।"

মকবুলের মাতা কুণ্ঠিতভাবে হাসিয়া বলিল, "তোমার ছাতা বেটী......!"

ন। হলেই বা ; ওটা আমার মাথায়ও যেমন ছায়া দিতে পারে, তোমার মাথায়ও ঠিক্ তেমনি দেবে। নাও, কাহিল মানুষ, এমন চড়া রোদ আর লাগিও না মাথায় !

মকবুলের আর ইতস্ততঃ করিতে পারিল না ; সঙ্কুচিত হইয়া ছাতাটা তুলিয়া মাথায় দিয়া জড়সড় ভাবে বসিল। নমিতা ছই'এর গায়ে হেলিয়া বসিয়া গঙ্গাপ্রবাহ-নিরীক্ষণে মনোনিবেশ করিল ; তাহার আর পড়া হইল না। ছইয়ের ভিতরও সকলে নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন।

অরুণবাবু খুব শক্ত ও সংযত হইয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন,—কাহারও সহিত আর কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার মাতাও পূর্ব্বাপর ঠাণ্ডা ভাবে বসিয়া একমনে মালা-জপ করিতেছিলেন, পুত্র ও পুত্রবধূর কথোপকথনের মাঝে, কখনও বা দুই একটা কথা কহিতেছিলেন। অতঃপর তিনিও নীরব হইয়া রহিলেন ; অরুণবাবুর ভ্রাতৃজায়া ছেলেদের অস্থিরতা ও দুষ্টামীর জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিলেন ;—তবে তাহারই মাঝখানে থাকিয়া থাকিয়া দুই একবার উৎসুক দৃষ্টিতে নমিতার দিকে চাহিতে লাগিলেন। নমিতা কিন্তু আর তাঁহার সহিত আলাপ করিতে উৎসাহিত হইল না।

নৌকা আসিয়া হাঁসপাতাল-ঘাটে পৌঁছিলে, নমিতা নামিয়া মকবুলের মাকে ধরিয়া নামাইল ও মাঝির ভাড়া মিটাইয়া দিল। নৌকার ভিতর হইতে অরুণবাবুর ভ্রাতৃজায়া বলিলেন, "চল্লেন তা হলে এবার ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বিদায়—!" মুহূর্ত্তে নমিতার স্নায়ুতন্ত্রীতে একটা তীব্র ঝঞ্ঝনা বহিয়া

গেল।—এমনই করিয়া, কে জানে কবে কোন্ একটা অনির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে পৃথিবীর নিকট চির-বিদায় একদিন গ্রহণ করিতে হইবে!—নয়?—তবে? তবে কেন পার্থিব তুচ্ছ খুটিনাটি লইয়া পৃথিবীর লোকের সঙ্গে মনোমালিন্য রাখা? শেষের সে যাত্রার পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ তাহার চিত্তে নিজের মূর্খতার ব্যবহারসৃষ্ট যে গ্লানি-বিক্ষোভ সঞ্চয় করিয়া রাখে—হে ভগবন্! শক্তি দিও, সে সব নিজের ভুল-ভ্রান্তি যেন নিজের হাতে সংশোধন করিয়া,—প্রত্যেক বিক্ষুব্ধ চিত্তের প্রসন্ন ক্ষমা অর্জ্জন করিয়া—নিজের আত্মাকে শান্ত সমাহিত করিয়া, মহাযাত্রার উপযুক্ত যোগ্যতায় যেন সে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে,—প্রত্যেক মুহূর্ত্তে যেন আপনাকে প্রস্তুত রাখিয়া চলিতে পারে!

নৌকার আরোহিগণের উদ্দেশ্যে যুক্ত-করে বিনীত-নমস্কার সহ কোমল-হাস্য-সুন্দর বদনে নমিতা বলিল, "আমার জন্যে ছেলেদের নিয়ে আপ্‌নাদের অনেকটা অনর্থক কষ্ট ভোগ কর্‌তে হয়েছে; অপরাধ নেবেন না—।" অরুণবাবুর দিকে চাহিয়া পুনশ্চ সে নমস্কার করিয়া বলিল, "ক্ষমা কোর্‌বেন।"

বিচলিত হইয়া অরুণবাবু নমস্কার ফিরাইয়া দিয়া সসঙ্কোচে বলিলেন, "সে কি কথা! এ ত আমাদের সৌভাগ্য—!"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া নৌকার উপর হইতে পুনরায় নমস্কার করিয়া অরুণবাবু বলিলেন, "এ সৌভাগ্যের জন্যে আমরা যথেষ্টই আনন্দিত জান্‌বেন—।"

"ধন্যবাদ।"—নমিতা বেশী আর কিছু বলিতে পারিল না।—নিজের অসহিষ্ণু মূঢ়তায়, ইহাদের ব্যবহারের উত্তরে সে একটু পূর্ব্বে যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহা যে অম্লান আনন্দজনক, তাহা ত নহে! কিন্তু ভদ্র-লোকের এই একটুখানি সৌজন্য এতক্ষণের পর তাহাকে, তাহার নিজের সেই দুর্ব্বলতাটুকু তীব্র রূঢ়তায় স্মরণ করাইয়া দিল; কিন্তু ক্ষুণ্ণ অনুতপ্ত নমিতার তখন সে ত্রুটি সংশোধনের আর সুযোগ ছিল না। নমিতা কিছু বলিবার মত কোন উপলক্ষ খুঁজিয়া পাইল না। ব্যথিত ম্লান দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া সবিনয়ে মাথা নোয়াইল। মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

গামছার ঘোট মাথায় করিয়া মক্‌বুলের মা অগ্রসর হইল। নমিতা বই-হাতে ছাতা খুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল; তাহার মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ভবিষ্যতে সুযোগের অপেক্ষায় কোন ত্রুটি অসংশোধিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে নাই; সুযোগের সন্ধান খুঁজিয়া মেলা দুর্ঘট, কিন্তু দুর্যোগের প্রাচুর্য্য পদে পদে। এ কথাটা আজ হাড়ে হাড়ে সত্য বলিয়া অনুভূত হইল।

নিজের বাড়ীর দুয়ারে পৌঁছিয়া মক্‌বুলের মা বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বলিল, "যাও বেটী বাড়ী!—তোমার দৌলতে এতটা পথ বড় আরামে শীগ্‌গী এসে পড়েছি—।"

চিন্তারতা নমিতার চমক ভাঙ্গিল, তাহার দৌলতে বৃদ্ধা এতখানি পথ বড় আরামে শীঘ্র আসিয়া পড়িয়াছে! নমিতা হাসিল।—তবু ভাল, অনেকগুলা ভ্রান্তির মাঝে এতটুকুও শান্তি আছে! ভাগ্যে স্বার্থের মুখ চাহিয়া ক্ষুৎপিপাসাতুর মাঝিকে জোর তলবে নৌকা বহাইতে বাধ্য করে নাই;—সে সময়

মাথায় সুবুদ্ধিটুকু ভাগ্যে উদয় হইয়াছিল, তাই একটি ভদ্র পরিবারের যৎকিঞ্চিৎ সুবিধাও করিয়া দেওয়া গেল, এবং সেই সুবিধাটুকুর বন্দোবস্তে মন দিয়াছিল বলিয়াই নিরুপায় বেচারী মকবুলের মাত্র এতটুকু শ্রমলাঘবে সমর্থ হইয়াছিল—।

নমিতার চিত্ত ভারমুক্ত হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্বচ্ছ উজ্জ্বল আনন্দ-রশ্মিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিল।—যাক্, নিজের বাহ্য সম্মান বাঁচাইবার জন্য সে ত বাধিয়া ঢাকিয়া কাহারও প্রতি শিষ্টতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়া নিজেকে লাঞ্ছিত করে নাই! তাহার ভিতরে যাহা ছিল, সে বাহিরেও তাহা প্রকাশ করিয়াছে। সে সত্যের শ্রদ্ধানুষ্ঠানকে ত ছলনার অনুগ্রহে পর্য্যবসিত করে নাই,—অনাদৃত দরিদ্রের হৃদয় পৃথিবীর বাজারে সস্তা-দরে বিকায় বলিয়া, সে ত হিসাব নিকাশ খতাইয়া মিছামিছি ছল-চাতুরী করে নাই,—ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। তাহাতে শিক্ষা-গর্ব্বে উদ্ধত-চেতা অরুণ-বাবু খোলা-মনে বৃদ্ধাকে কৌতুকের উপহাসই করুন, আর নমিতাকে নিজের সৌজন্য-সম্মান বাঁচাইবার জন্য কৃত্রিমতার সভ্য আবরণাবৃত শিষ্টতাই দেখান,—কি ক্ষতি তাহাতে? তাঁহাদের যত্ন-কৃত মিথ্যার সৃষ্টি—ঐ শিষ্টতা,—উহাকে ভালরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে, উহা হয় ত প্রকৃত শিষ্টাচার না হইয়া, ঘোর অপমানের কশাঘাত বলিয়াই প্রতীতি হইবে।—কিন্তু তাহা হইলেও উঁহাদের বুদ্ধি-কৌশলকে সাধুবাদ দেওয়াই শ্রেয়স্কর! নমিতার হৃদয়ের অনুভূতি হৃদয়ের মাঝখানেই সব সত্য-মিথ্যা অনুভব করুক। কলহে প্রয়োজন কি?

বৃদ্ধার কথার উত্তরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া নমিতা দ্রুতপদে নিজের বাটীর উদ্দেশে চলিল। বাটীতে আসিয়া বাহিরের বারান্দায় সিঁড়িতে নমিতা উঠিতেছে,—সুশীল পদশব্দ পাইয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া, দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সাগ্রহে বলিল, "এত দেরীতে বাড়ী এলে দিদি! মা তোমার জন্যে কত ভাব্ছেন!"

"আমি কি এতই ছেলে-মানুষ!"—ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "মা বুঝি মনে করেন, আমি চড়ার বালিতে কখন হারিয়ে যাব?"

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া সুশীল বলিল, "সত্যি বল্ছি দিদি, তুমি যে এত জায়গায় ঘুরে বেড়াও, একলা তোমার ভয় করে না?"

ন। করে বৈ কি, যখন নিজেকে একলা মনে করি।—কিন্তু যাদের মাঝখানে ঘুরে বেড়াই, তারা কেউ পর নয় রে সুশীল, সবাই আপনার লোক।

সু। সবাই আপনার লোক! চেন না কি সবাইকে?

"নিজের অক্ষমতায় চিন্‌তে পারি না সবাইকে, কিন্তু সবাই যে আপনার, সেটা নিশ্চয় জানি।" এই বলিয়া অন্যমনস্ক নমিতা ছাতা মুড়িয়া, মাথার 'ভেল্'টা খুলিয়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। সুশীল পাশে পাশে চলিতেছিল, চৌকাট পার হইয়াই সে বলিল "তোমার একটা চিঠি আছে দিদি! পড়্বার ঘরে একবার এস।"

পার্শ্বেই পড়িবার ঘর। নমিতার সহিত সুশীল সেই ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের উপর হইতে অপরিচিত মেয়েলী হাতের বাঁকা বাংলা-অক্ষরে লেখা, নমিতার নামাঙ্কিত একখানি লেফাফা তুলিয়া নমিতার হাতে দিল। নমিতা সেটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত বলিল, "পোষ্টাফিসের ছাপ নেই! একি কেউ হাতে দিয়ে গেল?"

সুশীল। হুঁ, ডাক্তার মিত্তিরের ভাই নির্ম্মলবাবু তোমার সঙ্গে দেখা কোর্ত্তে এসেছিলেন; তিনি বল্লেন, তাঁদের বাড়ীর মেয়েরা কে ঐ চিঠি লিখেছেন; পড়ে দেখ্‌তে বলে গ্যাছেন।

বিস্ময়-স্তব্ধ নমিতা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

অনাথ বালক-বালিকা।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

পথিপাশে এক আছে দাঁড়াইয়া
গির্জ্জা অতিপুরাতন,
পবনের গতি- প্রদর্শক-মূর্ত্তি *
শিরে তার সুশোভন;
অতিসমুজ্জ্বল করে ঝলমল
অস্তগামী রবিকরে;
গেলাম ভ্রমিতে সেথা পল্লীগ্রামে
সমতল-ভূমি' পরে।

একাকিনী আমি ত্বরিত গমনে
পথ অতিক্রম করি,
প্রাচীরের পাশে ছিল আরোহণী,
বসিলাম তদুপরি।
নীরবে বসিয়া লাগিনু ভাবিতে
কত শত মৃত জন,
রহিয়াছে এই মন্দির-প্রাঙ্গণে
মহানিদ্রা-নিমগন!

দেখিলাম কত দীর্ঘ অত্যুন্নত
সামান্য সমাধিস্থান,
দরিদ্র-নিকর শ্রমজীবি-দল
শান্তিতে যেথা শয়ান!
তাহাদের মাঝে বহুমূল্য কত
শিলালিপি, দেখিলাম,
করিছে বহন কত ধনী মানী
কত মহতের নাম!

সদ্যোনিরমিত মৃত্তিকার স্তূপ
দেখিনু সম্মুখভাগে,
নূতন বলিয়া আজো তদুপরি
তৃণদল নাহি জাগে!
তা'র পাশে দু'টি বালক-বালিকা
ছিন্নবস্ত্র পরিধানে
করিছে রোদন উদাস নয়নে
চাহি চারিদিক্ পানে!

---

* Weathercock.

রুটি এক খণ্ড　　　দু'জনার মাঝে
　　রহিয়াছে পড়ি, তাহা
দেখিয়া বুঝিনু　　　দু'জনার কেহ
　　দেয় নাই মুখে আহা!
রক্তহীন-তনু　　　কৃশ অতিশয়
　　অভাবের নিপীড়নে
হেরিয়া তাদের　　　বিপুল বেদনা
　　বাজিল আমার মনে।

জিজ্ঞাসিনু শেষে　　　দু'জনার পানে
　　চেয়ে থেকে ক্ষণ তরে,—
"রয়েছ বসিয়া　　　হেথায় তোমরা
　　কি দারুণ দুঃখ-জ্বরে?
হবে পরিতৃপ্ত　　　ক্ষুধা তোমাদের
　　যেটুক আহার্য্য পেলে,
কেন দোঁহে তাহা　　　স্পর্শ নাহি করি
　　নষ্ট কর অবহেলে?"

এ-কথা শুনিয়া　　　বালক উঠিয়া
　　দাঁড়াইল ত্বরা করে,
কহিতে লাগিল　　　বিনম্র ভাবেতে
　　আগ্রহ-আকুল স্বরে —
"ঠাকুরাণি, যদি　　　পাইতাম মোরা
　　আহার্য্য প্রচুরতর,
নাহি হ'ত তবে　　　অনশনে হেন
　　শব-প্রাপ্ত কলেবর।

"বড়ই দুষ্টামী　　　করিতেছে মোর
　　সহোদরা মেরী আজি;
এত বলিতেছি,　　　কোন মতে তবু
　　খাইতে না হয় রাজী!
সারাদিন আজি　　　খায় নাই কিছু,
　　তাই মোর মনে জাগে
আজিকার এই　　　রুটির টুকুরা
　　তারি প্রাপ্য হয় আগে।"

শুনি অতিদীন　　　অনাহারে ক্ষীণ
　　মেরী ধীরে ধীরে কয়,
"যাবৎ হেনরী　　　না খাইবে কিছু,
　　তদবধি সুনিশ্চয়
খাইব না আমি;—　　　গতকল্য মোর
　　জুটেছিল কিছু খাদ্য;
হেনরী রয়েছে　　　দুই দিন আজি
　　উপবাসী হ'য়ে বাধ্য।"

হৃদয় আমার　　　উঠিল উথলি
　　মমতা ও করুণায়
না পারিনু আর　　　একটিও কথা
　　জিজ্ঞাসিতে আমি তায়!
বালক যেন গো　　　বুঝিল আমার
　　অন্তরের আকিঞ্চন,
আপনার মনে　　　বলিয়া চলিল
　　না করিতে জিজ্ঞাসন।—

"পিতা আমাদের　　　হ'য়ে প্রলোভিত
　　কু-লোকের মন্ত্রণায়,
জীবিকা অর্জ্জন　　　করিবার তরে
　　সাগরে গেলেন হায়!
ছিল আমাদের　　　আবাস-কুটীর
　　ওই 'অ্যাস'-তরুতলে,
দুটি ভাই-বোনে　　　সদা খেলাইয়া
　　ভ্রমিতাম কুতূহলে।

"পিতা গেলে পরে　　　মাতা আমাদের
　　কাঁদিয়া দিবস-যামী,
কি যে অবস্থায়　　　হলেন পতিত
　　বলিতে না পারি আমি।

'মরণ আমার এসেছে নিকটে',
বলিলেন অবশেষে,
'দুটি ভাই-বোনে থেক মিলে মিশে
পরস্পরে ভালবেসে।'

"বলিলেন মাতা, 'এ মহাসমর
অবসান হ'লে পরে,
পিতা তোমাদের হয় ত আবার
ফিরে আসিবেন ঘরে।
যদ্যপি কখন ফিরিয়া ঘরেতে
না আসেন আর তিনি,
হইবেন তবে পিতা তোমাদের
প্রভু জগদীশ যিনি।'

"চুম্বন করিয়া দুই ভাই-বোনে
জননী গেলেন স্বর্গে ;
আনিয়া এখানে সমাধি তাঁহারে
দিল প্রতিবাসিবর্গে।
কতদিন মোরা বসি এইখানে
ভাসিয়াছি আঁখি-নীরে,
ভাবি মনে মনে মায়েরে আমরা
আর না পাইব ফিরে !

"দেখিনু যখন পিতা আমাদের
ফিরে না আইলা আর,
ভাবিনু আমরা খুঁজিতে তাঁহারে
যাব সমুদ্রের ধার।
ভেবেছিনু মনে সমুদ্রের ধারে
নিশ্চয় পাইব তাঁয়,
সুখেতে আবার কাটাইব কাল
জনকের স্নেহছায় !

"ভাবিয়া চলিনু দু'টি ভাই-বোনে
হাত ধরাধরি করি,
কত দীর্ঘ পথ কৈনু অতিক্রম
কত দীর্ঘকাল ধরি !
পথে কতজন ফেলিল নিঃশ্বাস
চাহিয়া মোদের পানে,
কেহ মিষ্ট হাসি তুষিল মোদের
আহার্য্য-পানীয়-দানে।

"হইলাম যবে উপনীত মোরা
সমুদ্রের তীরে আসি,
দেখিনু সম্মুখে রয়েছে বিস্তৃত
কি বিশাল জলরাশি !
ভাবিলাম দেখি জলমগ্ন পিতা
হয়েছেন সুনিশ্চয় ;
কাঁদিনু কাতরে ; ভাবিনু মোরাও
হেথা যেন পাই লয় !

"না দেখি উপায় ফিরিলাম পুনঃ
মাতার সমাধি-স্থানে,—
তাঁহার নিকটে যাইতে মোদের
বড়ই বাসনা প্রাণে !
প্রতিবাসী এক বৃদ্ধা দয়াশীলা
দিয়াছে আহার্য্য এই,
সিন্ধুপারে পিতা আছেন শয়ান,
বলেছে মোদের সেই !

"সংসারে এখন মাতাপিতৃহীন
অনাথা আমরা তাই,
কোথা জগদীশ ?— তাঁর অন্বেষণে
যাব মোরা ঠাঁই ঠাঁই !
ঠাকুরাণি, তুমি জান-কি গো কিছু,
বল মোরা কোথা যাব ?
পিতা আমাদের প্রভু জগদীশ,
কোথা গেলে তাঁরে পাব ?

শুনিয়াছিলাম　　জননীর মুখে
　　স্বরগে তাঁহার বাস,
বলিল সে বৃদ্ধা　　জননীও স্বর্গে
　　গিয়াছেন তাঁরি পাশ !

এত ভ্রমিলাম　　এত খুঁজিলাম
　　করিনু প্রার্থনা এত,
কোথায় জননী,　　কোথা জগদীশ,
　　না পাইনু দেখিতে ত ।"

বড়ভাগী শিশু　　দু'টীরে অমনি
　　বুকে ল'য়ে সযতনে,
কহিলাম, "বৎস,　　এস দোঁহে এস,
　　থাকিবে আমার সনে ।

খাদ্য পরিচ্ছদ　　করিব প্রদান,
　　নাহি ভয় বিপদের,
শোন রে বাছনি,　　দ্বিতীয়া জননী
　　হ'ব আমি তোমাদের ।

"সংসারে আমরা　　আছি যত জীব
　　সবার জনক যিনি,
উপযুক্ত কালে　　নিকটে তাঁহার
　　ডাকিয়া ল'বেন তিনি ।

তোমা দোঁহাকারে　　রহিবে সেথায়
　　আপন মায়ের পাশে ;
এ মর জগতে　　আছ যত দিন
　　থাকহ আমার বাসে ।"

শ্রীইন্দুবালা সরকার ।

মাতৃস্নেহ ।*

পৃথিবীর আলোক-রশ্মি প্রথম যে দিন আমাদের চক্ষুকে স্পর্শ করিয়াছিল, প্রথম যেদিন বায়ুর মৃদু হিল্লোল আমাদের দেহ-মন পুলকিত করিয়াছিল, প্রথম যেদিন বিহঙ্গ-কণ্ঠের অস্ফুট স্বরলহরী আমাদের হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করিয়াছিল, সেইদিন এই অপরিচিত জগতে যে স্নেহ আমাদিগকে অযাচিতভাবে রক্ষা করিয়াছিল তাহাই মাতৃস্নেহ। এই মাতৃস্নেহের ধারা জীবনের আরম্ভ হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত একই ভাবে মানব-সন্তান-হৃদয়ে বহিয়া যায়। যে দেশেরই শাস্ত্র ও সাহিত্য আমরা আলোচনা করি, তাহাতে দেখিতে পাই যে, মাতার সেই নিঃস্বার্থ স্নেহের নিমিত্ত তাঁহার স্থান কত উচ্চে ! তাই এককালে মাতৃস্নেহের মহিমা দেখিয়া আর্য্য কবিগণ গাহিয়াছিলেন—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"।

ইহা যে কেবল কবির কবিত্ব, তাহা নহে ; ইহা মাতৃস্নেহে মুগ্ধ কবির ভক্তির গান। এই মাতৃস্নেহ হইতেই মাতৃভক্তির উৎপত্তি। আজ যে আমরা প্রফুল্লচিত্তে পৃথিবীর নানাবিধ সুন্দর দৃশ্য দেখিতেছি, তাহার মূল কারণই সেই মাতৃস্নেহ। গর্ভধারণ ও সন্তান-পালনে নিজের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া মাতা

* (কবিবর শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত কর্তৃক প্রদত্ত তৃতীয় শ্রেণীর পারিতোষিক প্রাপ্ত রচনা।)

যে ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহার পশ্চাতেও মাতৃস্নেহ।

মানব-সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তখন জননীর স্নেহই তাহার একমাত্র অবলম্বন। মাতার সেই অযাচিত স্নেহ আমরা কোনও দিন শোধ করিতে পারি না। শিশু যখন আধ আধ স্বরে ডাকে—"মা।", শিশুর সেই অস্ফুট উচ্চারণে মাতার হৃদয় কি এক আনন্দের তরঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে, সকল জ্বালা-যন্ত্রণা তিনি ভুলিয়া যান! আবার শিশুও সেইরূপ মাতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলে কি এক আনন্দ অনুভব করে! শিশু নিদ্রাতুর হইলেও "মা,"—ক্ষুধাতুর হইলেও "মা"। আবার যখন বড় হয়, দূরে প্রবাসে দারুণ কষ্টে পড়িয়া যখন একটিবার এক মুহূর্ত্তের জন্যও উচ্চারণ করে—"মা", তখন সে দুঃখের মধ্যেও কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে! "মা" কি পবিত্র নাম! এই নামের মহিমা দর্শনে দেশে-দেশে তাই কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে—"বন্দে মাতরম্"।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবেরা জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং বলে বলীয়ান্ হইয়াছিলেন, কেবল মাতৃস্নেহের নিমিত্ত। ক্ষণে ক্ষণে দণ্ডে-দণ্ডে মাতার উৎসাহ পাইয়া তাঁহাদের বল ও উৎসাহ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। জননীর এই অতুল নিঃস্বার্থ স্নেহের দৃষ্টান্ত এ পুণ্য-ভারতভূমিতে বিরল নহে। কথিত আছে—কোনও এক সময়ে একটী বিধবা স্ত্রীলোক তাঁহার একমাত্র পুত্রকে লইয়া কোনও এক স্থানে যাইতেছিলেন। অনেক দূর আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহাদের পথ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একটী রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। আর কোন উপায় না দেখিয়া, তিনি রেলপথের উপর দিয়া যাইতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে একখানি ট্রেণ হস্-হস্ শব্দে সেইস্থানে আসিয়া পড়িল। মাতা তখন হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। মাতা তখন তাঁহার সন্তানের রক্ষার জন্য এক উপায় স্থির করিলেন। পার্শ্বস্থ পুত্রকে রেলপথের বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন! পুত্র রেলপথের বাহিরে গিয়া পড়িল। কিন্তু এদিকে ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে গাড়ীখানি মাতার উপর আসিয়া পড়িল। তাঁহার আর কোনও চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না। তিনি তাঁহার নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিলেন! আর কেহ হইলে নিজের প্রাণ বাঁচাইয়া, তৎপর অন্যের প্রতি দৃক্‌পাত করিত। কিন্তু মাতার হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব স্নেহ যে, 'তিনি নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না।"

সন্তান, মাতার নিকট, মাতার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। বিধাতার কি অপূর্ব্ব লীলা! ধন্য বিধাতা! ধন্য তাঁহার করুণা! জগৎ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি—কি পাপী কি পুণ্যাত্মা, সকলেরই নিকট মাতৃস্নেহ দিয়াছেন।

মাতা সন্তানের জন্য কি না করেন, তাহা বলা যায় না। পৃথিবীতে কিসে তাহার উন্নতি হয়, এবং কিসে উপকার হয়, তাহাই শুধু চেষ্টা করেন। মাতার স্নেহ সুসন্তান যেরূপ পাইয়া থাকে, কুসন্তান যে তাহা অপেক্ষা কম পায়, তাহা নহে; তিনি প্রত্যেককেই সমান চক্ষে দেখেন।

মাতৃস্নেহ অপূর্ব্ব! এমন কি যখন পশু-দিগের দিকে দৃক্‌পাত করি, সেখানেও দেখিতে পাই, মাতৃস্নেহ! পশুদিগের মধ্যেও এইরূপ স্নেহের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। একদা চিল্কাহ্রদ-মধ্যস্থিত 'পারাকুদি' পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া একটী পাথর হইতে আর একটী পাথর অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া দেখিলাম, পাথরের উপর লতার পার্শ্বে, ঝোপের মধ্যে কাঠ, খড় ইত্যাদি দিয়া সুন্দর সুন্দর বাসা বাঁধিয়া গাংচিল সবুজ সবুজ ডিম পাড়িয়া রাখিয়াছে। বড় বড় পাখীগুলি আমাদের দেখিয়া আপন আপন সন্তানগুলিকে সযত্নে ডানা দিয়া ঢাকিয়া বসিয়া আছে। আমাদিগের আগমনে উহারা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, শাবকগুলি কাতরভাবে চি-চি-শব্দ করিতে লাগিল। মাতৃস্নেহের এই করুণ দৃশ্য দেখিলে পাষাণ-হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়। মানব-সংসারে বিপদ্ প্রলোভন প্রভৃতি সন্তানের বিনাশ-কারণ উপস্থিত হইলে, আমাদিগের জননী-গণও কি ঐরূপ তাঁহাদিগের অসংখ্য প্রেমপক্ষ বিস্তার করিয়া, ঈশ্বর-চরণে কাতর রোদন করিতে করিতে সন্তানদিগকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পান না?

মাতৃস্নেহের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের বিকাশ হয়। এই অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহ স্মরণে আমাদের প্রাণ আপনা হইতেই বিধান-কর্ত্তা পরমেশ্বরের চরণে লুটাইয়া পড়ে।

শ্রী লীলা বাগুস্নিরী

অঞ্জলি।

(অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে)

কল্পনা-কাননে পশি' কবিতা-প্রসূন
বিজনে একেলা নিতি করিনু চয়ন,
রচিয়া মোহন-মালা সাজাইব বলে
দুঃখিনী মায়ের মম ও রাঙা চরণ।

নিয়তি কঠোর হায়! পূরে না-ক সাধ,
কুসুম-স্তবক মম ধরণী লুটায়;—
বিফল সাধনা মম বিফল জীবন,
সময় বহিয়া যায় কিবা নিরাশায়!

হ'লেও সৌরভহীন এ তুচ্ছ প্রসূন
রূপের অরূপ ছটা না র'লেও তার,
কৃত্রিম নহে গো, এ যে প্রাণ দিয়ে গড়া,
রহে যে ভকতি-প্রীতি-প্রেম-অশ্রুধার।

জানি আমি, মা যে মোর চির-স্নেহময়ী,
নারিনু রচিতে মালা কিবা দুঃখ তায়?—
একটি একটি তুলি যতনে প্রসূন
অঞ্জলি সঁপিব নিতি জননীর পায়।

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত।

পুস্তক-সমালোচনা।

কেতকী—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত। শ্রীযুক্ত কুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক চুঁচুড়াস্থ ভূদেব-ভবন হইতে প্রকাশিত। উত্তম কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। মূল্য—বার আনা মাত্র। গ্রন্থখানি গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার পরম স্নেহাস্পদ স্বর্গগত ভ্রাতৃদ্বয়ের করকমলোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন। উৎসর্গ পত্রখানি গ্রন্থপ্রণেত্রীর অকপট ভ্রাতৃবাৎসল্য এবং অমরধামে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় দিতেছে।

কেতকী একখানি গল্পগ্রন্থ। ইহাতে জ্যোতিঃহারা, মিলন প্রভৃতি ত্রয়োদশটী গল্প আছে। ইহার কতকগুলি গল্প ইংরাজি গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত, অপরগুলি মৌলিক। গল্পগুলি আমাদিগের দেশের ও পাশ্চাত্য জগতের সামাজিক চিত্র। গল্পগুলির ভাষা যেরূপ সরল ও সুমিষ্ট, ভাবরাশি যেরূপ পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটী, গ্রন্থকর্ত্রীর মানব-মনোবৃত্তি বিশ্লেষণের শক্তি যেরূপ সুনিপুণ, মানব-সমাজের দৈনন্দিন ঘটনাসমূহের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি যেরূপ সূক্ষ্ম, গল্পগুলিও তদ্রূপ উপদেশপূর্ণ, শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক হওয়ায় কেতকী কেতকীর ন্যায়ই সৌরভ বিতরণ করিতেছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিবার সময় ইহার বৈচিত্র্য উপলব্ধি করা যায়। আশা করি সুধীবৃন্দ কেতকীর সৌরভ আঘ্রাণে বিমুখ হইবেন না।

বর্ষ-বিদায়।

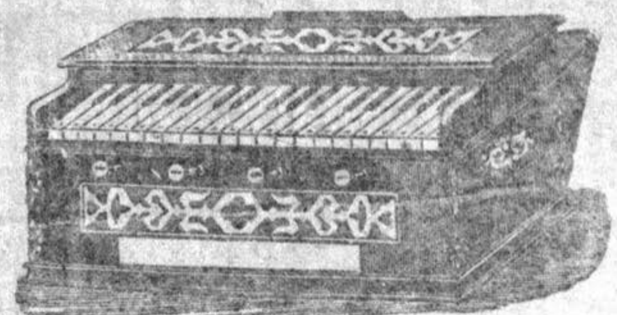
হে অতীত! হে চির-অতীত!
লহ তুমি লহ নমস্কার!
কত অশ্রু, কত হাসি, কত ঘৃণা-স্নেহরাশি,
কত সুখ দুখ,
কত হর্ষ, কত বাধা, কত আশা-হতাশতা,
বিস্ময়-কৌতুক,
তব ওই উদার হৃদয়ে
সঞ্চয় করেছ অনিবার!
হে অতীত! হে চির-অতীত!
লহ তুমি লহ নমস্কার!

একদিন আরতিতে তব
জেগেছিল নিখিল সংসার,—
অরুণ অরুণ-কর, আলোকিল চরাচর,
পাখী গা'ল গান,
সযতনে বন-বালা, গেঁথেছিল ফুল-মালা,
দিতে তোমা দান!
আজি যেন কিছু তার নাই,
আজি যেন স্তব্ধ চারিধার!
হে অতীত! হে চির-অতীত!
লহ তুমি লহ নমস্কার!

কোথা হ'তে এসেছিলে তুমি,
আজি কোথা যাও আরবার,
কি উদ্দেশ্যে, কিবা কাজ, সাধিলে এ বিশ্ব-মাঝ,
প্রতি পলে পলে,
ইঙ্গিতে কে অবিরত, তোমারে দেখা'ল পথ,
নীরবে বিরলে,
চিরকাল অজ্ঞাত এমনি
রবে কি গো সেই সমাচার?
হে অতীত! হে চির-অতীত!
লহ তুমি লহ নমস্কার!

এ বিশাল বিপুল জগতে
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবাকার,
বিকশিত এ জীবন, করেছিনু নিবেদন,
কেহ নাই কেহ;—
এত প্রেম অকারণে, বহিয়াছি সংগোপনে,
কোথা মোর গেহ!
নিরাশ্রয় এ জীবন মম
আজি তোমা দেই উপহার!
হে অতীত! হে চির-অতীত!
লহ তুমি লহ নমস্কার!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।





বঙ্গের প্রত্যেক নর-নারীরই কামনা দেশের শুভ হউক, দেশবাসীর মঙ্গল হউক।
শুভ কোথায়? প্রত্যেক নর-নারীরই নিজের পরিবার ও প্রতিবেশীদিগকে রোগমুক্ত
কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় সমুদয় নিয়ম-পালন ও রোগার্ত্তের ঔষধ-সেবন দ্বারা এই কর্ত্ত

"স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ"

পাঠ করুন। "বেঙ্গল কেমিক্যাল" হইতে বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে এই পুস্ত
হয়। ইহার প্রথম অংশে স্বাস্থ্য, প্রাতঃকৃত্য, [illegible] ব্যায়াম, [illegible] পানীয়, পরিচ্ছদ ইত্যাদি বহু
জ্ঞাতব্য বিষয় বিচাররূপে আলোচিত হইয়াছে [illegible] দ্বিতীয় অংশে "বেঙ্গল কেমিক্যালে"
প্রস্তুত ঔষধাদির বিবরণ আছে। জ্ঞাতব্য তথ্যে প্রায় ৭০ পৃষ্ঠা পূর্ণ, সমস্ত পুস্তকখানিতে ২৪২ পৃষ্ঠা
আছে। প্রত্যেক গৃহস্থের ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। পত্র লিখিলেই সাদরে প্রেরিত হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল

ওয়ার্কস্ লিমিটেড,

৯১ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

---

১৬ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, মডার্ণ প্রিন্টিং হাউস্ হইতে শ্রীবিনোদবিহারী দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
৩৯ নং আণ্টনি বাগান লেন হইতে শ্রীসন্তোষকুমার বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।